



প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ মডিউল  
সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে ইউনিয়ন পরিষদ



জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি)  
এবং  
সোস্যাল সিকিউরিটি পলিসি সার্পোর্ট (এসএসপিএস) প্রোগ্রাম  
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



# প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ মডিউল সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নেই উনিয়ন পরিষদ

অংশগ্রহণকারী: উপজেলা রিসোর্স টিমের সদস্য

প্রশিক্ষণ মেয়াদকাল : ০২ দিন

উপদেষ্টাঃ

মোস্তফা কামাল হায়দার

মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) -এনআইএলজি

মডিউল সংকলনেঃ

গোলাম ইয়াহিয়া,

পরিচালক (যুগ্ম-সচিব)

প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ -এনআইএলজি

সিরাজুল হোসেন

প্রাক্তন উপ-পরিচালক-এনআইএলজি

নূরুল ইসলাম, রিসার্চ অফিসার, এনআইএলজি

বিশেষজ্ঞ সহায়তায়ঃ

কাজল চ্যাটার্জী (পিএইচডি)

প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, স্বপ্ন প্রকল্প-ইউএনডিপি

মোঃ শাহাদাত হোসেন

প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা, এসএসপিএস প্রোগ্রাম- ইউএনডিপি

প্রস্তুতকরণেঃ

জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি)

২৯ আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

এবং

সোস্যাল সিকিউরিটি পলিসি সার্পোট (এসএসপিএস) প্রোগ্রাম  
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

# প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ মডিউল

## সূচিপত্র

অধিবেশন	আলোচ্য	পৃষ্ঠা
অধিবেশন-১	প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য, পরিচিতি ও উদ্বোধন	১০
অধিবেশন-২	প্রশিক্ষণের নিয়মাবলী, প্রত্যাশা এবং প্রশিক্ষণার্থীদের কোর্স পূর্বমূল্যায়ন	১১
অধিবেশন-৩	সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম এবং জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল ও প্রেক্ষাপট	১২
অধিবেশন-৪	জীবনচক্র ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমসমূহ:	২৩
অধিবেশন-৫	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়নে সঠিক উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া	৩২
অধিবেশন-৬	উপকারভোগীদেরও জীবনমান ও দক্ষতা উন্নয়নেই উনিয়ন পরিষদেও ভূমিকা	৪৭
অধিবেশন-৭	প্রশিক্ষণার্থীগণ কর্তৃক অধিবেশন উপস্থাপন	৫৮
অধিবেশন-৮	স্থানীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন কৌশল	৬১
অধিবেশন-৯	স্থানীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা	৬২
	মাঠ পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদেও নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দের জন্য হ্যান্ড আউট	৬৩

# সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নেই উনিয়ন পরিষদ

অংশগ্রহণকারী: উপজেলা রিসোর্স টিমের সদস্য

## প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য

### প্রশিক্ষণের মূখ্য উদ্দেশ্য

এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপজেলা রিসোর্স টিমের (URT) সদস্যগণকে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম বিষয়ে সমৃদ্ধ করা হবে এবং পরবর্তীতে URTএর সদস্যগণ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য ও সচিবগণের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে অধিকতর সক্ষম হবেন।

### সু-নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য :

প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীগণ -

- ✓ সামাজিক নিরাপত্তা এবং সামাজিক সেবা সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে এবং ইউপি যে সকল কার্যক্রম সমূহ বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ততা তুলে ধরতে সক্ষম হবেন।
- ✓ জীবনচক্র ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমগুলো জীবন চক্রের আলোকে তুলে ধরতে এবং সুবিধাভোগীগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের চিত্র বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হবেন।
- ✓ উপকারভোগী নির্বাচনের প্রক্রিয়াসমূহ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের নীতিমালা, কমিটি গঠনে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা এবং মনিটরিং ও রিপোর্টিং এর পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হবেন।
- ✓ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর উপকারভোগীদেও জীবনমান স্বাভাবিক রাখার ক্ষেত্রে আর্থসামাজিক তথ্যাবলী সংগ্রহপদ্ধতি ও সংরক্ষণ এবং এক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা সমূহ ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন।
- ✓ প্রশিক্ষণ পরিচালনায় প্রশিক্ষকের করণীয় সম্পর্কে বলতে পারবেন।

প্রশিক্ষণ মেয়াদকাল : ২ দিন (১২ ঘন্টা)



## প্রশিক্ষণ পদ্ধতি

প্রশিক্ষণ মূলত অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে পরিচালিত হবে। অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ছাড়াও বক্তৃতা-আলোচনা, প্রশ্ন-উত্তর, দলীয় আলোচনা, ঘটনা উপস্থাপন খেলা ইত্যাদি পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে। প্রশিক্ষণ পদ্ধতি হবে নিম্নরূপ:

- ❖ বক্তৃতা-আলোচনা
- ❖ বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা (কেইস স্ট্যাডি)
- ❖ দলীয় আলোচনা (বড় দলে বা ছোট দলে)
- ❖ প্রশ্নোত্তর
- ❖ উদ্দীপক গেইম
- ❖ অনুশীলন
- ❖ প্রদর্শন ও বর্ণনা (ভিজুয়লাইজেশন)
- ❖ অভিজ্ঞতা বিনিময়

## সহায়কের করণীয়

প্রশিক্ষণকে আকর্ষণীয় ও প্রানবন্ত করার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অনুসরণ করা হবে:

- ১) প্রশিক্ষণ শুরুর আগে সহায়ক প্রতিটি অধিবেশনের বিষয়বস্তু ও প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা ও প্রস্তুতি নিবেন। উল্লেখ্য যে, বিষয়বস্তু ও প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা নেয়ার জন্য সহায়ক ভালভাবে সহায়িকা পাঠকরবেন। তা না হলে সঠিকভাবে প্রশিক্ষণ পরিচালনা সম্ভব হবে না।
- ২) বিভিন্ন অধিবেশন উপস্থাপনে যেসব উপকরণ ব্যবহারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন- ট্রান্সপারেন্সী শিট, পাওয়ার পয়েন্টে প্রদর্শনের জন্য স্লাইড, হ্যান্ড আউট, ছবি, আলোচনার বিষয়বস্তু অনুশীলন, কেইস, ইত্যাদি আগে থেকে সংগ্রহ কিংবা প্রস্তুত করে রাখবেন যাতে প্রশিক্ষণ পরিচালনার সময় কোনকিছু খোঁজাখুঁজি করতে না হয়।
- ৩) এছাড়া প্রশিক্ষণ পরিচালনার সময় অন্য যেসব উপকরণের প্রয়োজন হবে, যেমন- কম্পিউটার/ল্যাপটপসহ মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও অন্যান্য উপকরণ, মার্কার, আর্টলাইনার, বোর্ড, বোর্ড মার্কার, পোস্টার পেপার, ভিপি কার্ড, স্কচ

টেপ, পুশ পিন এবং প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য খাতা, কলম, নেম কার্ড, সহায়ক উপকরণ ইত্যাদি প্রশিক্ষণ আয়োজনের আগে সংগ্রহ করে রাখতে হবে।

- ৪) অধিবেশন পরিচালনার সময় সকল প্রশিক্ষণার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণের দিকে খেয়াল রাখতে হবে। প্রশিক্ষণার্থীদের নিজের অভিজ্ঞতা ও মতামত প্রকাশের সুযোগ দিতে হবে। এতে প্রশিক্ষণ অনেক বেশি আকর্ষণীয় ও অংশগ্রহণমূলক হবে।
- ৫) সকল প্রশিক্ষণার্থীর প্রতি সমান দৃষ্টি দিতে হবে এবং সবার মতামতের প্রতি সমান গুরুত্ব দিতে হবে। কেউ যেন মনে না করে প্রশিক্ষক কারো প্রতি বিশেষ পক্ষপাতিত্ব কিংবা কারো মতামতকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন। এতে অন্যরা নিরুৎসাহিত হতে পারে।
- ৬) কোন প্রশিক্ষণার্থী অমনোযোগী হলে তার মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করতে হবে। মনোযোগ আকর্ষণের কৌশল হিসাবে কোন বিষয়ে তার মতামত চাওয়া যেতে পারে।
- ৭) কোন বিষয়বস্তু আলোচনার সময় প্রশিক্ষণার্থীদের আত্মসম্মানে লাগে কিংবা তারা বিব্রত বোধ করে এমন কোন বক্তব্য বা উদাহরণ দেয়া এবং প্রয়োজন না হলে কাউকে সরাসরি প্রশ্ন করা বিরত থাকা বাঞ্ছনীয় হবে। এছাড়া বিষয়বস্তুর উপর খুব সমালোচনা মুখর হওয়ার প্রতি অবশ্য খেয়াল রাখতে হবে।
- ৮) আলোচনা যাতে সবসময় প্রাসঙ্গিক থাকে সে দিক খেয়াল রাখতে হবে। আলোচনা বিষয়বস্তুর বাইরে চলে গেলে কৌশলে তা প্রসঙ্গে ফিরিয়ে আনতে হবে।
- ৯) প্রশিক্ষণ পরিচালনায় আকর্ষণীয় ও প্রাণবন্ত রাখার চেষ্টা করতে হবে। এ জন্য প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে কিছু উদ্দীপক কার্যক্রম পরিবেশন করা যেতে পারে।
- ১০) প্রতিটি অধিবেশনের শুরুতে আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা প্রদান করা প্রয়োজন।
- ১১) প্রতিটি অধিবেশনের শেষে আলোচিত বিষয়বস্তুর সার সংক্ষেপ পর্যালোচনা করে উপসংহার টানতে হবে।
- ১২) আত্মবিশ্বাসের সাথে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করতে হবে যাতে প্রশিক্ষণার্থীরা আস্থার সাথে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে।

## প্রশিক্ষণের নীতিমালা

- সময়মত উপস্থিতি;
- মনোযোগী হওয়া;
- না বুঝলে প্রশ্ন করে জেনে নেয়া;
- পারস্পরিক সহমর্মিতা;
- অন্যেও মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা;
- দীক্ষাপাশি কথা না বলা;
- সকল কাজে অংশগ্রহণ;
- প্রশিক্ষণ ভেন্যুর নিজস্ব নিয়ম মেনেচলা;
- আলোচনার সময় মোবাইল ফোন বন্ধ রাখা;
- বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা;
- মোবাইল ফোন বন্ধ রাখা;
- একান্ত প্রয়োজন ছাড়া শ্রেণি কক্ষের বাইরে না যাওয়া;

## অধিবেশনসমূহ

১. প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য, পরিচিতি ও উদ্বোধন।

২. প্রশিক্ষণের নিয়মাবলী, প্রত্যাশা এবং প্রশিক্ষণার্থীদের কোর্স পূর্বমূল্যায়ন।

৩. সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম এবং জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল ও প্রেক্ষাপট:

- সামাজিক নিরাপত্তা ধারণা; সামাজিক নিরাপত্তা এবং সামাজিক সেবা।
- ইউনিয়ন পরিষদ বর্তমানে কি কি সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি প্রকল্প সরাসরি বাস্তবায়ন করে।
- জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়নের প্রেক্ষাপট ও সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা।

৪. জীবনচক্র ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমসমূহ:

- জীবনচক্র ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম ধারণা।
- জীবনচক্র ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্পসমূহ চিহ্নিতকরণ।

৫. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়নে সঠিক উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া:

- জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের আলোকে উপকারভোগী নির্বাচনের বর্তমান প্রেক্ষাপট।
- মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিধিমালা অনুসারে উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া।
- একটি সফল প্রকল্পের উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং কেইস স্ট্যাডি।
- প্রকল্পের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণে কমিটিগঠন, বাস্তবায়ন, মনিটরিং এবং রিপোর্টিং এর গুরুত্ব।

৬. উপকারভোগীদের জীবনমান ও দক্ষতা উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা:

- কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং উপকারভোগীদের জীবনমান ও দক্ষতা উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা।
- উপকারভোগীদের তথ্যাবলি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা।

৭. অধিবেশন উপস্থাপন।

- অধিবেশন পরিচালনায় প্রশিক্ষকের করণীয়
- সেশন উপস্থাপন -
- সামাজিক নিরাপত্তার ধারণা ও সামাজিক সেবা
- জীবনচক্র ভিত্তিক কর্মসূচি
- উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া
- সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্প বাস্তবায়নে ইউপি'র ভূমিকা।

৮. স্থানীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন কৌশল।

৯. স্থানীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা।

১০. কোর্স মূল্যায়ন ও সমাপনী।

**প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স**  
সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে ইউনিয়ন পরিষদ  
অংশগ্রহণকারী: উপজেলা রিসোর্স টিমের সদস্য  
প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

১ম দিন

অধিবেশন	গময়	বিয়য়বস্তু
	৮.৩০-৯.০০	রেজিস্ট্রেশন
১	৯.০০-৯.৩০	প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য, পরিচিতি ও উদ্বোধন
২	৯.৩০-১০.৩০	প্রশিক্ষণের নিয়মাবলী, প্রত্যাশা এবং প্রশিক্ষণার্থীদের কোর্স পূর্ব মূল্যায়ন
	১০.৩০-১১.০০	চা বিরতি
৩	১০.০০-১২.০০	সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম এবং জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল ও এর প্রেক্ষাপট <ul style="list-style-type: none"> <li>সামাজিক নিরাপত্তা ধারণা; সামাজিক নিরাপত্তা এবং সামাজিক সেবা।</li> <li>ইউনিয়ন পরিষদ বর্তমানে কি কি সামাজিক নিরাপত্তা বেস্টনি প্রকল্প সরাসরি বাস্তবায়ন করে।</li> <li>জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়নের প্রেক্ষাপট ও সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা</li> </ul>
৪	১২.০০-১.০০	জীবনচক্র ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমসমূহ <ul style="list-style-type: none"> <li>জীবনচক্র ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম ধারণা।</li> <li>জীবন চক্র ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্পসমূহ চিহ্নিতকরণ;</li> </ul>
	১.০০-২.০০	নামাজ ও দুপুরের খাবারের বিরতি
৫	২.০০-৩.৩০	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়নে সঠিক উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া <ul style="list-style-type: none"> <li>জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের আলোকে উপকারভোগী নির্বাচনের বর্তমান প্রেক্ষাপট।</li> <li>মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিধিমালা অনুসারে উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া।</li> <li>একটি সফল প্রকল্পের উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং কেস স্ট্যাডি।</li> <li>প্রকল্পের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণে-কমিটিগঠন, বাস্তবায়ন, মনিটরিং এবং রিপোর্টিং এর গুরুত্ব।</li> </ul>

	৩.৩০-৩.৪৫	চাবিরতি
৬	৩.৪৫-৫.০০	<p>উপকারভোগীদেও জীবনমান ও দক্ষতা উন্নয়নেই উনিয়ন পরিষদেও ভূমিকা</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং উপকারভোগীদেও জীবনমান ও দক্ষতা উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদেও ভূমিকা।</li> <li>উপকারভোগীদের তথ্যাবলি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা।</li> <li>পরবর্তী দিনে অধিবেশন উপস্থাপনের জন্য দল গঠনএবং দলীয় কাজ সম্পর্কে অবহিতকরণ।</li> </ul>
২য় দিন		
	৯.০০-৯.৩০	পূর্ব দিনের পর্যালোচনা
৭	৯.৩০-১১.০০	<p>প্রশিক্ষণার্থীগণ কর্তৃক অধিবেশন উপস্থাপন:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>অধিবেশন পরিচালনায় প্রশিক্ষকের করণীয়</li> </ul> <p>সেশন উপস্থাপন -</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>সামাজিক নিরাপত্তার ধারণা ও সামাজিক সেবা</li> <li>জীবনচক্র ভিত্তিক কর্মসূচি</li> <li>উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া</li> <li>সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্প বাস্তবায়নে ইউপি'র ভূমিকা।</li> </ul>
	১১.০০-১১.৩০	চা বিরতি
৮	১১.৩০-১২.১৫	স্থানীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন কৌশল
৯	১২.১৫-১.০০	স্থানীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা
১০	১.০০-১.৩০	কোর্স মূল্যায়ন ও সমাপনী

## অধিবেশন-১

বিষয়: প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য, পরিচিতি ও উদ্বোধন

সময়: ৩০ মিনিট

উদ্দেশ্য:

- ✓ কোর্স পরিচালক/সমন্বয়কের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদেও অবহিতকরা;
- ✓ প্রশিক্ষণার্থীগণ একে অপরের সাথে পরিচিত করানো;
- ✓ অতিথিদেও উদ্দীপনামূলক আলোচনা, প্রশিক্ষণ সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টিকরা।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি:

- ✓ বক্তৃতা আলোচনা

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া:

ধাপ - ১:

সময়: ৫ মিনিট

কোর্স পরিচালক/সমন্বয়ক অধিবেশনে সকলকে স্বাগত জানাবেন এবং প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যগুলো বর্ণনা করবেন।

ধাপ - ২:

সময়: ৫ মিনিট

এবার অতিথিদের সাথে প্রশিক্ষণার্থীগণকে পরিচিত করাবেন। এ ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণার্থীগণ নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করবেন।

ধাপ - ৩:

সময়: ২০ মিনিট

এপর্যায়ে অতিথিগণ উদ্দীপনামূলক বক্তব্য প্রদান করবেন। মূলত: অতিথিগণ প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করবেন। বক্তব্য শেষ হওয়ার পর অতিথি এবং প্রশিক্ষণার্থীগণকে ধন্যবাদ দিয়ে কোর্স পরিচালক/সমন্বয়ক অধিবেশন শেষ করবেন।

## অধিবেশন - ২

বিষয়: প্রশিক্ষণের নিয়মাবলী, প্রত্যাশা এবং প্রশিক্ষণার্থীদের কোর্স পূর্ব মূল্যায়ন

সময়: ৬০ মিনিট

উদ্দেশ্য:

- ✓ প্রশিক্ষণার্থীগণকে প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণের জন্য কোর্সের নিয়মাবলী ও করণীয় সম্পর্কে অবগত করানো;
- ✓ প্রশিক্ষণ কোর্সের শিখন বিষয়ে প্রত্যাশাগুলো সম্পর্কে ধারণা পাওয়া;
- ✓ কোর্স পূর্ব মূল্যায়ন।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি:

- ✓ বক্তৃতা আলোচনা
- ✓ ব্রেইনস্টর্মিং
- ✓ ভিপি কার্ড, পোস্টার প্রদর্শনী

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া:

ধাপ-১: সময় ১৫ মিনিট

অধিবেশনে স্বাগত জানিয়ে অধিবেশন শুরু করা। এ পর্যায়ে একটি উদ্দীপক গেইমের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীগণকে উজ্জীবিত করা।

ধাপ- ২:

সময়: ৫ মিনিট

প্রশিক্ষণার্থীগণকে প্রশিক্ষণের নিয়মাবলী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা। উত্তরগুলো বোর্ডে বা পোস্টার পেপারে লিপিবদ্ধ করা।

ধাপ- ৩:

সময়: ১০ মিনিট

প্রশিক্ষণার্থীগণকে VIPP কার্ড এবং মার্কার সরবরাহ করা এবং প্রশিক্ষণ থেকে যা শিখতে চান তা কার্ডে লিপিবদ্ধ করা। কার্ডগুলো সংগ্রহকণ্ডে প্রশিক্ষণকক্ষে উপস্থাপন করা।



ধাপ-৪:

সময়: ২০ মিনিট

প্রশিক্ষণার্থীগণকে প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা।

ধাপ-৫:

সময়: ১০ মিনিট

২ দিনের সামগ্রিক প্রশিক্ষণসূচি পোষ্টার/স্লাইডের মাধ্যমে উপস্থাপন করা। প্রাসঙ্গিকভাবে প্রশিক্ষণার্থীগণের প্রত্যাশার সঙ্গে প্রশিক্ষণসূচির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে কোন ব্যতিক্রম থাকলে তা সমন্বয় করা। সবশেষে সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে অধিবেশন সমাপ্তি ঘোষণা করা।

## অধিবেশন - ৩

সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম এবং জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল  
ও এর প্রেক্ষাপট



## অধিবেশন - ৩

বিষয়: সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম এবং জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল ও এর প্রেক্ষাপট

সময়: ৬০ মিনিট

### উপবিষয়:

৩.১ সামাজিক নিরাপত্তা ধারণা; সামাজিক নিরাপত্তা এবং সামাজিক সেবা।

৩.২ জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়নের প্রেক্ষাপট ও সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম বাস্তবায়নে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের দিক নির্দেশনা (তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক বিষয়সমূহ)।

৩.৩ সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা; ইউনিয়ন পরিষদ বর্তমানে কি কি সামাজিক নিরাপত্তা বেটুনি প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সমৃদ্ধ সেসব কার্যক্রমের বাস্তবায়নের নিয়মাবলি: সরকারি গেজেট, প্রজ্ঞাপন, বিধিমালা, নীতিমালা ইত্যাদি।

### উদ্দেশ্য:

- ✓ সামাজিক নিরাপত্তার ধারণা, সামাজিক নিরাপত্তা এবং সামাজিক সেবা সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- ✓ সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারি নিয়মাবলী, গেজেট, প্রজ্ঞাপন, বিধিমালা ও পরিপত্র সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- ✓ ইউনিয়ন পরিষদ যেসব সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম সমূহ বাস্তবায়নের সাথে সমৃদ্ধ তা তুলে ধরতে সক্ষম হবেন এবং কার্যক্রম বাস্তবায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ✓ বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির প্রয়োজনীয়তা, প্রেক্ষাপট, বাস্তবায়ন কৌশল এবং তাত্ত্বিক বিষয় সম্পর্কে তুলে ধরতে পারবেন।

### প্রশিক্ষণ পদ্ধতি:

- ✓ বক্তৃতা আলোচনা
- ✓ ব্রেইনস্টমিং
- ✓ প্রশ্ন-উত্তর

### অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া:

ধাপ-১:

সময়: ১৫ মিনিট

সহায়ক অংশগ্রহণকারীগণের নিকট সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক ধারণা জানতে চাইবেন। অংশগ্রহণকারীগণের ধারণা সমূহ পয়েন্ট আকারে পোস্টার পেপাও লিপিবদ্ধ করবেন। এরপর সহায়কপূর্ব প্রস্তুতকৃত স্লাইড/ পোষ্টারের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা ধারণা প্রদান করবেন; পরবর্তীতে সামাজিক নিরাপত্তা এবং সামাজিক সেবার তুলনামূলক আলোচনা তুলে ধরবেন।

ধাপ- ২:

সময়: ২৫ মিনিট

সহায়ক ইউনিয়ন পরিষদেও কার্যাবলীর মধ্যে কোন কোন কাজ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনির আওতাধীন তা প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীগণের মতামত সংগ্রহ করবেন এবং মূলপয়েন্ট পোষ্টার পেপাও লিখবেন যা পরবর্তী সেশনে ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ করবেন। এরপর সহায়ক পূর্বে তৈরিকৃত স্লাইড/ পোষ্টাও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি কর্মসূচির তালিকা উপস্থাপন।

ধাপ- ৩:

সময়: ২০ মিনিট

এই পর্বে সূচনাতে সহায়ক সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীগণ জানেকিনা তা জানতে চাইবেন এবং তাতেও ধারণার আলোকে সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের প্রেক্ষাপট তুলে ধরবেন। এরপর পূর্ব প্রস্তুতকৃত স্লাইড/পোষ্টারের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের দিকনির্দেশনা (তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক) তুলে ধরবেন।

## পাঠ সহায়িকা

অধিবেশন-৩: সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম এবং জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল ও এর প্রেক্ষাপট

### ৩.১ সামাজিক নিরাপত্তা ধারণা; সামাজিক নিরাপত্তা এবং সামাজিক সেবা।

#### সামাজিক নিরাপত্তা

মানুষের দারিদ্র্য, আর্থ-সামাজিক ঝুঁকি ও বঞ্চনা ইত্যাদি প্রশমন এবং সর্বোপরি সমতাভিত্তিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের জন্যে গৃহীত বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক উদ্যোগকে সাধারণ অর্থে সামাজিক নিরাপত্তা বলা হয়। তবে সামাজিক নিরাপত্তার সংজ্ঞার বিষয়ে বিভিন্ন দেশে ও সংস্থার দৃষ্টিভঙ্গীতে পার্থক্য রয়েছে। আমাদের দেশে সামাজিক ভাতা, খাদ্য নিরাপত্তা, মানব উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিমূলক কার্যক্রমসমূহকে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

#### সামাজিক সেবা-

নাগরিক জীবনে একটি সমাজের অনেক ধরনের চাহিদা থাকে। অর্থাৎ সামাজিক বসবাস করতে হলে অনেক ধরনের সেবার প্রয়োজন হয়। যেমন পানীয় জলের সুবিধা, স্বাস্থ্য সুবিধা, স্যানিটেশন সুবিধা, শিক্ষার সুবিধা, যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধা ইত্যাদি নানাবিধ সেবা মানুষের জীবনযাত্রাকে সচল রাখে। এই সকল সুবিধা বা সেবার চাহিদা কিন্তু একটি পরিবার বা সমাজের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সেবারমান বা চাহিদা বাড়তে থাকে। জীবনমান উন্নয়নে সামাজিক এই ধরনের সেবার প্রদানে জাতীয় সরকার, স্থানীয় সরকার এবং বানিজ্যিকভাবে সেবাদানকারী বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক প্রদানকরা হয়। সৃষ্টির শুরু থেকে সামাজিক সেবার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। সমাজ জীবনে সামাজিক সেবা খুবই অপরিহার্য।

সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা সামাজিক সেবার একটি অংশ বিশেষ। সামাজিক নিরাপত্তা সমাজের দুঃস্থ পরিবার বা অবহেলিত মানুষের জীবন রক্ষার জন্য নূন্যতম সহায়তা প্রদান করে। অপরদিকে সামাজিক সেবা হচ্ছে আরো ব্যাপক জীবনমান রক্ষার জন্য বিভিন্ন সুবিধা প্রদান। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সামাজিক সেবার অংশ।

সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল সামাজিক উন্নয়ন কাঠামোর (এসডিএফ) অন্তর্ভুক্ত নীতি ও কর্মসূচিসমূহের অংশ। এসডিএফ হলো একটি বড় ছাতা যার ছায়াতলে

রয়েছে সরকারের দারিদ্র্য নিরসন কৌশলসহ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পয়ঃনিষ্কাশন ও পানীয়জল সরবরাহ, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, নারীর ক্ষমতায়ন, ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণ, পরিবেশরক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ক ঘোষিত কৌশলসমূহ। এ কাঠামোর লক্ষ্য হচ্ছে ব্যাপক ভিত্তিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ একগুচ্ছ নীতির ব্যবস্থা করা যা উন্নয়ন প্রয়াসের প্রেক্ষিতে অধিকতর সমতা ও ন্যায্যতা এবং সামাজিক ন্যায্যবিচার অর্জনে বাংলাদেশকে সহায়তা করতে পারে।

৩.২ সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা এবং ইউনিয়ন পরিষদ বর্তমানে কি কি সামাজিক নিরাপত্তা বেটনি কর্মসূচি সরাসরি বাস্তবায়ন করে।

সামাজিক নিরাপত্তা বেটনির ধারাবাহিক কার্যক্রম ও বর্তমান অবস্থা

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার অতীত অভিজ্ঞতা থেকে অর্জিত জ্ঞান ও ধারণার উপর ভিত্তিপ্রাপ্ত। সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের রয়েছে সুদীর্ঘ ইতিহাস, যা বর্তমান সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার রূপরেখা সহায়তা করেছে। দারিদ্র্য ও বৈষম্য দূরীকরণে সামাজিক নিরাপত্তার গুরুত্ব উপলব্ধি করে বিগত দশকগুলোতে সরকার দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত নাগরিকদের প্রয়োজনের প্রতি সংবেদনশীল শক্তিশালী সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার অব্যাহত ও আন্তরিক প্রচেষ্টা বজায় রেখেছে।

স্বাধীনতা উত্তরকালে দেশের প্রধান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ছিল সরকারি কর্মচারীদের জন্য পেনশন বা অবসরকালীন ভাতা। এর পরিপূরক হিসেবে কাজ করত প্রভিডেন্ট ফান্ড যা ছিল সরকারি ও আনুষ্ঠানিক ব্যক্তিখাতের কর্মচারীদের জন্য সঞ্চয়ের একটি বাহন। এর মাধ্যমে কর্মচারীগণ অবসরে যাওয়ার সময় একটি এককালীন ভাতা পেতেন। যাহোক, ১৯৭৪ সালেরখাদ্য সংকট ও আশির দশকেসংঘটিতউপর্যুপরিবন্যাএবং এ ধরনের অন্যান্য সংকটের প্রভাব মোকাবেলায় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র পরিবারগুলোর জন্য নতুন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এসব কর্মসূচি ছিল মূলত বিদেশি সহায়তা পুষ্টগণপূর্ত কর্মকাণ্ড ও খাদ্য সহায়তা কর্মসূচি। আশির দশকের শেষ দিকে সরকার এমন সব কর্মসূচি গ্রহণ করে যেগুলো জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে সৃষ্টঝুঁকি মোকাবেলায় সহায়তা করে। বিদ্যালয়ে ছাত্র উপবৃত্তি কর্মসূচিএ ধরনের একটি কার্যক্রম। নব্বই দশকের শেষ দিকে সরকার বিধাব ভাতা ও বয়স্ক ভাতার মত জনপ্রিয় কর্মসূচিগুলোতে ব্যাপক বিনিয়োগ শুরু করে। এছাড়া দাতাগোষ্ঠী ও বিভিন্ন এনজিও

পরিচালিত কর্মসূচিতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিনিয়োগ হয়। এসব কর্মসূচির মধ্যে সমাজ সেবামূলক কাজ ছাড়াও সামাজিক অনুদানমূলক (সোশ্যালট্রান্সফার) কাজও রয়েছে।

ক্রমশঃ খাদ্য সহায়তার পরিবর্তে নগদ অর্থে প্রদত্ত সহায়তার হারবৃদ্ধি পায়। নগদ টাকা মূলত জীবনচক্র ভিত্তিক কর্মসূচিগুলোর মাধ্যমে দেয়া হতো। একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের মাঝামাঝি সময়ে বেশিরভাগ বিদেশি খাদ্য সহায়তা কার্যক্রম প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। এর পরিবর্তে সরকারি অর্থায়নে (কর রাজস্ব হতে) খাদ্যশস্য প্রদান শুরু হয়। এনজিও ও সরকার কর্তৃক গৃহীত ছোট আকারের প্রকল্পের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পায়; এসব প্রকল্পে কিছু সামাজিক নিরাপত্তামূলক উপাদান থাকত। এসমস্ত উদ্যোগের ফলে গত চার দশকে সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির তালিকা দীর্ঘায়িত হয়েছে, যা দারিদ্র্যের তীব্রতা প্রশমনের পাশাপাশি দুর্যোগ পরিস্থিতি উত্তরণের সক্ষমতা নিশ্চিত করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন প্রক্রিয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা রেখেছে।

### সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের প্রকৃত অবস্থা

বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা বেশ জটিল। বহুসংখ্যক কর্মসূচি নিয়ে গঠিত এবং অনেক মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত। অর্থ মন্ত্রণালয়ের এক হিসাবমতে, বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার আওতায় বর্তমানে বাজেটের অর্থায়নে ১৪২টি কর্মসূচি রয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এসব কর্মসূচিতে ৩৪০.৬বিলিয়ন টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়, যা জিডিপির ২.৩১শতাংশ। এসব কর্মসূচি ২৩টি বা তারও বেশি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মাধ্যমে পরিচালিত এবং বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থাগুলোর মধ্যে তথ্য বিনিময়ের কোনো আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা নেই।

কর্মসূচিসমূহের দ্রুত বিস্তারের কারণে অধিকাংশ কর্মসূচির বাজেট আকারে ছোট এবং সুবিধাভোগী প্রতি গড় সুবিধা প্রাপ্তির পরিমাণও কম। সুবিধাভোগীদের সংখ্যা বাড়লেও সুবিধাভোগী নির্বাচনের ক্রটি এটা নির্দেশ করে যে এক্ষেত্রে উন্নতি প্রয়োজন।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে ০-৪ বছর বয়সী শিশুদের অন্তর্ভুক্তি খুবই কম। অধিকন্তু প্রতিবন্ধী ও বয়স্কদের খুব ক্ষুদ্র একটি অংশ নামমাত্র সুবিধা পেয়ে থাকে। বিদ্যালয়গামী শিশুদের অন্তর্ভুক্তি সর্বোচ্চ হলেও তারা যে টাকা পায় তা পরিমাণে খুবই কম। টাকার অংক পরিমাণে কম হওয়া এমন একটি সমস্যা যা বাংলাদেশের প্রায় সব সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিতে দেখা যায়।

ক্ষুধা নির্মূল ও গ্রামীণ দারিদ্র্য দূরীকরণের উপর বেশি নজর দেয়ার ফলে কর্মসূচিতে উপকারভোগীদের অংশগ্রহণ হার ও কর্মসূচির অর্থায়ন এ দুটো দিক দিয়ে বাংলাদেশে খাদ্য সহায়তা ও পল্লী কর্মসংস্থান ভিত্তিক কর্মসূচির প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। গত ১০ বছরে জিডিপি দ্রুত প্রবৃদ্ধি ও কৃষি খাতে অভাবনীয় অগ্রগতি সাধিত হওয়ায় ক্ষুধা ও খাদ্য দারিদ্র্যের প্রকোপ ব্যাপক ভাবে হ্রাস পেয়েছে। আরও লক্ষ্য করা যায় যে, কৃষি শ্রমবাজার সংকুচিত হয়ে আসায় প্রকৃত কৃষি মজুরির হার বেড়ে যাচ্ছে। পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে দারিদ্র্যের প্রকৃতি ও স্বরূপ এবং দারিদ্র্য ঝুঁকির রূপরেখাও পরিবর্তিত হচ্ছে।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সমূহ বহুলাংশে গ্রামীণ দরিদ্রদের ঝুঁকি হ্রাসের উপর নিবদ্ধ। বাংলাদেশের অর্থনীতির বিকাশ মানদ্বারা বা রূপান্তরে দেশজ আয়ে ও কর্মসংস্থানে গ্রামীণ অর্থনীতির অংশ কমছে এবং নগর এলাকার বস্তির দরিদ্র ও নাজুক জনগোষ্ঠীর উপর দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। নগর অর্থনীতির দ্রুত বিকাশ হচ্ছে এ কারণে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সমূহকে এসব পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক ও সামাজিক গতিশীলতাকে কৌশলগত ভাবে অনুধাবন করে সেসব কর্মসূচি নেয়া দরকার যা বসবাসের স্থান বা এলাকা নির্বিশেষে দরিদ্র ও নাজুক জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি কমানো যায়।

সামাজিক নিরাপত্তা হচ্ছে এক ধরনের ব্যবস্থা যার মাধ্যমে সমাজের ঝুঁকিপূর্ণ জন গোষ্ঠীর জীবনযাত্রা চলমান রাখা এবং সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণি ও সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আয় বৈষম্য কমিয়ে আনা। সামাজিক নিরাপত্তার ধারণামূলক বিশ্লেষণ হচ্ছে নিম্নরূপ:

- দারিদ্র্য ও বিপন্ন জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সরকার প্রদত্ত সহায়তা;
- দারিদ্র্য নিরসনের অন্যতম হাতিয়ার;
- সমাজের অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাসকরে;
- ধনী ও অতিদরিদ্রের আর্থিক ব্যবধান কমাতে সহায়তা করে;
- দরিদ্র পরিবােও নতুন অর্থনৈতিক সুযোগ তৈরি করে...
- শিক্ষা, স্বাস্থ্য বা আয় বর্ধক কাজে বিনিয়োগ করার সুযোগ তৈরি করে;
- দেশের নিম্নবৃত্ত জনসাধারণের সার্বিক উন্নয়ন সাধিত হয়;
- পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় করে;
- দারিদ্র্য ঝুঁকি মোকাবেলায় ইন্সুরেন্স পলিসির মতো কাজ করে;
- দেশের নিম্নবৃত্ত জনসাধারণকে দেশের সামগ্রীক উন্নয়নে সম্পৃক্ত করা;
- সরকারের দক্ষতা ও জনসমর্থন বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।



## সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নেই উনিয়ন পরিষদেও ভূমিকা

স্থানীয় পর্যায়ে জনগণের সবচেয়ে নিকটবর্তী স্বীকৃত একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদ। ইউনিয়ন পরিষদেও মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ের ঝুঁকিপূর্ণ দরিদ্র গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করা সহজতর।

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ৪৭ ধারা অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদেও কার্যাবলী মূলত: নিম্নরূপ:

- ১) প্রশাসন ও সংস্থাপন বিষয়াদি
- ২) জন শৃঙ্খলা রক্ষা
- ৩) জনকল্যাণমূলক কার্য সম্পাদিত সেবা
- ৪) স্থানীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের সম্পাদিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

উল্লেখিত প্রধান কার্যাবলীর ভিত্তিতেই উনিয়ন পরিষদ আইনের দ্বিতীয় তপশিলে ৩৯টি কার্যাবলী বিবরণ রয়েছে। উক্ত কার্যাবলীর (৩৯টি) মধ্যে ৮নং ক্রমিকে বর্ণিত পারিবারিক বিরোধ যেমন-নারী ও শিশুকল্যাণ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম ও ৩১নং ক্রমিকে বিধবা, এতিম, গরিব, দৃগুস্থ ব্যক্তিদের তালিকা সংখ্যা ও তাতেও সাহায্য করার বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ আইনের ৪৪নং ধারা অনুযায়ী পরিষদেও সকল কার্যাদি বিধিদ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ও পদ্ধতিতে অর্থাৎ পরিষদেও সভায় বা স্থায়ী কমিটিসমূহকে সভায় চেয়ারম্যান, সদস্যগণ কর্তৃক নিষ্পন্ন করার উল্লেখ রয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদেও আইনের ৪৫নং ধারার ১৩টি স্থায়ী কমিটি গঠনের বিধান রয়েছে। ১৩টি স্থায়ী কমিটির মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থায়ী কমিটি হচ্ছে সমাজকল্যাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা। কমিটির কার্যপদ্ধতির আওতায় কাজগুলো নিম্নরূপ:

- ইউনিয়ন এলাকায় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় বয়স্ক, বিধবা, প্রতিবন্ধী ও মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করা;
- ইউনিয়নে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তুলতে পরিষদকে সহায়তা করা;
- স্থানীয় সম্পদেও সদ্ব্যবহার এবং প্রকল্পের বিভিন্ন আর্থ সামাজিক ও মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা;

- নিবন্ধিত স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান সমূহের উন্নয়নমূলক কাজ পর্যবেক্ষণ ও কাণ্ডে গতিশীলতা বৃদ্ধিও জন্য স্থানীয় জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ইউনিয়ন পরিষদকে সুপারিশ করা;
- নারী ও শিশু নির্যাতন, বাল্যবিবাহ ও যৌতুক প্রতিরোধ ও নারীর শ্রীলতাহানী বন্ধেরজন্য সামাজিক প্রতিরোধ তৈরিতে স্কুল, কলেজ, মজুব ও মাদ্রাসা শিক্ষক এবং মসজিদেও ইমাম, মন্দিরের পুরহিতগণের মাধ্যমে প্রচারণা চালানোর ব্যবস্থা গ্রহণ।
- স্থানীয় প্রেক্ষাপট ও চাহিদার আলোকে এ বিষয়ে কমিটি কর্তৃক অগ্রাধিকারকৃত যে কোন কাজ;
- ইউনিয়ন পরিষদ ও সরকার প্রদত্ত অন্যান্য যে কোন কার্য সম্পাদন।

বর্তমান বৃহত্তর আকারে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহ নিম্নরূপ:

- ১) অর্থ মন্ত্রণালয়ের আওতায় সরকারি কর্মচারীদের পেনশন
- ২) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় (ক) বয়স্কভাতা (খ) বিধবাভাতা (গ) প্রতিবন্ধিভাতা (ঙ) মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা;
- ৩) মহিলা শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় ভিজিডি;
- ৪) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় প্রাথমিক উপবৃত্তি;
- ৫) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় মাধ্যমিক বৃত্তি;
- ৬) দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও বন মন্ত্রণালয়ের আওতায় কর্মসূজন, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি;
- ৭) খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় খোলা বাজারে খাদ্য শস্য বিক্রয়।

যে সকল সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে ইউনিয়ন পরিষদেও ভূমিকা রয়েছে তা নিম্নরূপ:

ক.	ভাতা কর্মসূচি
১.	বয়স্ক ভাতা
২.	বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা ও দুঃস্থ মহিলা ভাতা
৩.	মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা
৪.	অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা
৫.	সরকারি/বেসরকারি এতিমখানায় গ্রান্ট
৬.	যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা

খ.	খাদ্য নিরাপত্তা ও দুর্যোগ সহায়তা
১.	ভিজিএফ(Vulnerable Group Feeding)
২.	ওএমএস(Open Market Sales)
৩.	টিআর(Test Relief)
৪.	ভিজিডি(Vulnerable Group Development)
৫.	জিআর(Gratuitous Relief)
৬.	অতি দরিদ্রদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন
৭.	সংরক্ষিত বরাদ্দ-প্রাকৃতিক দুর্যোগ

গ.	সরকারি কাজ/কর্মসংস্থান সৃজন
১.	কাজের বিনিময়ে খাদ্য
২.	ইজিপিপি
৩.	গ্রামীণ কর্মসংস্থান ও গ্রামীণ রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি
৪.	দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি
৫.	গ্রামীণ কর্মসংস্থান সুযোগ

ঘ.	মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সামাজিক ক্ষমতায়ন
১.	ভিজিডি-অতিদরিদ্র নারীদের জন্য
২.	মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্য ভাউচার স্কীম

## সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্প এবং কর্মসূচির বিবরণঃ

কর্মসূচির নাম	কর্মসূচির নাম
বয়স্ক ভাতা	এসিড দক্ষ ও প্রতিবন্ধীদেও পুনর্বাসন
বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা ও দুঃস্থ মহিলা ভাতা	ঈদুলী সমাজসেবা কার্যক্রম
অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা	ঈদুলী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম
মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা	ভিক্ষুক পুনর্বাসন
বেসরকারি এতিমখানায় ক্যাপিটেশন গ্রান্ট	সরকারি শিশু পরিবাণ্ডে শিশু প্রতিপালন
প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি	প্রতিবন্ধী ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার

ইউনিয়ন পরিষদেও স্থায়ী কমিটির মধ্যে সমাজকল্যাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি উপোরোক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে।

৩.৩ জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়নের প্রেক্ষাপট ও সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম বাস্তবায়নে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের দিক নির্দেশনা (তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক বিষয়সমূহ);

### প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ সরকার দেশের দারিদ্র্য ও বৈষম্য হ্রাসে এবং জনসাধারণের জীবনমানের উন্নয়নে দৃঢ় অঙ্গীকারবদ্ধ। সরকারের এ অঙ্গীকার বিধৃত হয়েছে রূপকল্প ২০২১, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) এবং ষষ্ঠ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫) দলিলে। এ প্রতিশ্রুতির অন্তর্নিহিত অভীষ্ট লক্ষ্য হলো দারিদ্র্য হ্রাসে অর্জিত বিগত অগ্রগতিকে ভিত্তিকরে এগিয়ে যাওয়ার সমান্তরালে দারিদ্র্যের প্রকৃত কারণ উদঘাটন ও তার টেকসই সমাধান। পাশাপাশি, দরিদ্র জনগণ যে ধরনের ঝুঁকিতে রয়েছে তার প্রভাব কমানোর মাধ্যমে এ অগ্রযাত্রাকে দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা। এটি অনস্বীকার্য যে দারিদ্র্য দূরীকরণে সরকারের অতীত সাফল্য প্রশংসনীয় হলেও জনগণের এক বিরাট অংশ নানাবিধ কারণে এখনো দারিদ্র্য ঝুঁকিতে রয়ে গেছে; যাদের মধ্যে দারিদ্র্য সীমার নীচে অবস্থানকারী জনগোষ্ঠী ছাড়াও রয়েছে দারিদ্র্য সীমার কিছুটা উপরে অবস্থানকারী কিন্তু নানা কারণে দারিদ্র্য সীমার নীচে চলে যাওয়ার ঝুঁকিতে থাকা মানুষ জন। দেখা গেছে, দরিদ্র ও প্রায়-দরিদ্র মানুষেরা তাদের নিজস্ব সম্পদ দিয়ে এসব ঝুঁকি ও বিপর্যয় মোকাবেলা করতে সক্ষম হয় না।

এসব ঝুঁকি মোকাবেলায় দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে সহায়তাকল্পে সরকারের বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি চলমান রয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) পরিচালিত খানা আয়-ব্যয় জরিপে দেখা গেছে, দরিদ্র ও ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীর জন্য গৃহীত এসব কর্মসূচির আওতা ও পরিধি সময়ের সাথে বেড়েছে। কিন্তু তথ্য প্রমাণে এটাও দেখা যায় যে, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ এখনো এসব কর্মসূচির আওতায় আসেনি। এছাড়া নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি সমূহ থেকে প্রাপ্ত গড় সুবিধার পরিমাণ খুবই কম এবং প্রকৃতমূল্যে ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে একটি উত্তম সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার অধীনে গৃহীত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিতে ব্যয়িত অর্থের যে প্রভাব থাকে সে তুলনায় এসব কর্মসূচিতে ব্যয়িত অর্থের প্রভাব অনেক কম।

### জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল:

সামাজিক উন্নয়ন সামাজিক উন্নয়ন কাঠামোর প্রেক্ষিতে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের দিক নির্দেশনা: একটি বৃহত্তর সামাজিক উন্নয়ন কাঠামো (এসডিএফ) গঠন করে সামাজিক নিরাপত্তার নীতিকে অন্যান্য নীতি ও কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিবেচনা করে সামাজিক নিরাপত্তার সকল কর্মসূচি সম্মিলিতভাবে একিভূত করা প্রয়োজন। সামাজিক উন্নয়ন কাঠামোর প্রধান উদ্দেশ্য হলো ব্যাপক ভিত্তিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতিমালা প্রণয়ন করা যা বাংলাদেশকে এর উন্নয়ন প্রচেষ্টার পটভূমিকায় অধিকতর সমতা ও সামাজিক ন্যায়বিচার অর্জনে সহায়তা করবে। এ লক্ষ্যে অনেকগুলো যেমন দারিদ্র্য নিরসন কৌশল, শিক্ষা কৌশল, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কৌশল, স্যানিটেশন ও পানি সরবরাহ কৌশল, অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন কৌশল, নারীর ক্ষমতায়ন ও জেডার কৌশল, নৃগোষ্ঠী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সামাজিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কৌশল এবং সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল ইত্যাদি সকল কর্মসূচি সমন্বয় করতে হবে। এসব কর্মসূচি ও কৌশল প্রকৃতিগত দিক দিয়ে পরস্পরের পরিপূরক এবং দারিদ্র্য হ্রাসের উপর কর্মসূচির প্রভাবকে জোরালো করে, দরিদ্রদের ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতার মাত্রা কমায়ে এবং দৃঢ় সামাজিক ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা করে।

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের রূপকল্প: সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ে নাগরিকদের অধিকার নিশ্চিত করণে সরকারের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে। দীর্ঘমেয়াদে জাতীয় সুরক্ষা কৌশলের উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন একটি সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করা যা বাংলাদেশের সকল নাগরিকের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে, যা ন্যূনতম আয়ের নিশ্চয়তা বিধান করা ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের সংকট ও ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীকে অধিকতর ব্যাপক

ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান করবে। সুতরাং সামাজিক নিরাপত্তার দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থা হচ্ছে:

বাংলাদেশের সকল (সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা লাভের) যোগ্য নাগরিকের জন্য এমন একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা যা দারিদ্র্য ও অসমতা কার্যকরভাবে প্রতিরোধ ও মোকাবেলা করতে পারে এবং ব্যাপকতর মানব উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে ভূমিকা রাখতে পারে।

এ দীর্ঘমেয়াদি রূপকল্পকে সামনে রেখেই বর্তমান জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। সুতরাং আগামী ৫ বছর সরকার এই দীর্ঘমেয়াদি দূরদৃষ্টি অর্জনে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হতে যে সময় লাগবে সে বাস্তবতাকেও মেনে নেবে। সরকার একটি ব্যাপকভিত্তিক ও ‘অন্তর্ভুক্তিমূলক’ ব্যবস্থার ভিত্তি গঠনের উপর জোর দেবে।

**জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের লক্ষ্য হবে:**

সম্পদের অধিকতর দক্ষ ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করে সেবা প্রদান ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে অধিকতর অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক নিরাপত্তার দিকে এগিয়ে যাওয়া যা হতদরিদ্র ও সমাজের সর্বাধিক ঝুঁকিগ্রস্ত সদস্যদের অগ্রাধিকার দিয়ে জীবনচক্রের বিভিন্ন ঝুঁকিসমূহ কার্যকর ভাবে মোকাবেলা করবে।

**জীবনচক্র ঝুঁকিসমূহ বিবেচনায় কর্মসূচির একীভূতকরণ:** জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বিদ্যমান কর্মসূচিসমূহকে অল্পকয়েকটি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে একীভূতকরণের মাধ্যমে জীবনচক্র ব্যবস্থায় রূপান্তরে সহায়তা করবে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে উচ্চ অগ্রাধিকার স্কীম চিহ্নিত করা এবং বেশি সংখ্যক দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে পদ্ধতিকে অধিকতর অন্তর্ভুক্তিমূলক করা। এটা সম্ভব হবে অগ্রাধিকার স্কীমসমূহের পরিধি পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি করে এবং বাছাই প্রক্রিয়ায় দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত পরিবারগুলোর অগ্রাধিকার নিশ্চিত করণের মাধ্যমে। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের সুবিধা প্রদান ব্যবস্থা বৈষম্যমূলক হবেনা এবং ধর্ম, বর্ণ, পেশা ও অবস্থান নির্বিশেষে যারা আয়মানদণ্ড ও জীবনচক্র সম্পর্কিত অন্যান্য মানদণ্ড বা প্রতিবন্ধি তা সম্পর্কিত অন্যান্য বাছাই মানদণ্ড পূরণ করে এরূপ সকল দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী এর সুবিধা পাবে।

## সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের দিক নির্দেশনা (তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক)

বাংলাদেশের পটভূমিকায় একটি অধিকার ভিত্তিক গতিপথে চলমান সামাজিক সুরক্ষা মঞ্চের (Social Protection Floor) অগ্রাধিকার নির্বাচনে যেসব বিষয়কে বিবেচনায় নিতে হবে সেগুলো হলো: প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, আর্থিক সামর্থ্য, বিদ্যমান ব্যবস্থা ও প্রশাসনিক কাঠামোর মন্থরতা এবং জরুরি সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাহিদা ইত্যাদি। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়নের প্রাথমিক বছরগুলোতে অতি দরিদ্র ও সমাজের সর্বাধিক ঝুঁকিগ্রস্ত অংশের উপর জোর দিতে হবে। সে মতে আগামী ৫ বছরে যেসব অগ্রাধিকার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে সেগুলো হলো:

- সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা পাওয়ার জন্য উপযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও না পাওয়া এবং উপযুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও সুবিধার আওতায় থাকা, কর্মসূচি সমূহের আওতা ও পরিধির সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি পরিহার করতে লক্ষ্য নির্দিষ্ট সার্বজনীন পদ্ধতি থেকে সরে আসা।
- মা ও শিশু, কিশোর ও যুবক, কর্মোপযোগী, বয়স্ক এবং প্রতিবন্ধী লোকদের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে হতদরিদ্র/অতিদরিদ্র, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও সর্বাধিক ঝুঁকিগ্রস্ত মানুষদের জন্য প্রধান প্রধান কর্মসূচিসমূহের আওতা ও পরিধি সম্প্রসারিত করা। আগামী ৫ বছরের জন্য একটি মৌলিক লক্ষ্য হবে চরম দারিদ্র্য যতটুকু সম্ভব কমিয়ে আনা।
- এ ব্যবস্থাকে কার্যকর করতে অতি দরিদ্রদের করণ অবস্থা বিবেচনায় তাদের উত্তরণ কল্পে যেসব কর্মসূচি রয়েছে সেগুলোর ধারাবাহিক কিন্তু ব্যাপক ক্রমবৃদ্ধির প্রয়োজন। এর মাধ্যমে অতি দরিদ্রদের জন্য প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ আয় উপার্জনের সুযোগ প্রদানের পাশাপাশি আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক এবং পরিপূরক কাজের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। ফলশ্রুতিতে তাদের জন্য চরম দারিদ্র্য থেকে বের হয়ে আসার সুযোগ সৃষ্টি হবে।
- সর্বাধিক ঝুঁকিগ্রস্ত মহিলাদের জন্য আয়-নিরাপত্তার পাশাপাশি শ্রম বাজারের সাথে সম্পৃক্ত হবার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। নারীদের জন্য সবচেয়ে বেশি সামাজিক নিরাপত্তার প্রয়োজন হবে মাতৃত্বকালীন সময়ে।
- এমন একটি সামাজিক বীমা ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্যোগ নিতে হবে যা মানুষকে নিজের নিরাপত্তার জন্য বিনিয়োগ করতে সক্ষম করবে এবং বার্ষিক্যকালীন ঝুঁকি, অক্ষমতা, বেকারত্ব/কর্মহীনতা ও মাতৃত্ব ইত্যাদি ক্ষেত্রে সুরক্ষা প্রদান করবে।

- নগর এলাকার দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত অধিবাসীদের এবং সমাজের অবহেলিত ও সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সমূহের (স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও শিক্ষা) আওতা ও পরিধি বিস্তৃত করা।
- সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা যেন একটি কার্যকর দুর্যোগ সাড়াদান ব্যবস্থার সহায়ক হিসেবে ভূমিকা পালন করে তা নিশ্চিত করা।
- আধুনিক তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এবং প্রশিক্ষিত ও পেশাদার কর্মী বাহিনী গড়ে তোলার মাধ্যমে অগ্রাধিকার ভিত্তিক সহায়তা প্রদান ব্যবস্থা শক্তিশালী করা।
- সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সম্পর্কে উপকারভোগীদের সচেতনতা বাড়ানো এবং সম্ভাব্য দাতাশ্রমিকে অনুপ্রাণিত করা।



## ଅଧିବେଶନ-8

### ଜୀବନଚକ୍ର ଭିତ୍ତିକ ସାମାଜିକ ନିରାପত্তା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମସମୂହ



## অধিবেশন-৪

বিষয়: জীবনচক্র ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমসমূহ

সময়: ৬০ মিনিট

### উপবিষয়:

৪.১ জীবনচক্র ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা।

৪.২ জীবন চক্র ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমসমূহ চিহ্নিতকরণ;

### উদ্দেশ্য:

- ✓ জীবনচক্র ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমসহ সুবিধাভোগীগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের চিত্র সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হবেন।
- ✓ সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্পগুলো জীবন চক্রের আলোকে তুলে ধরতে সক্ষম হবেন।

### প্রশিক্ষণ পদ্ধতি:

- ✓ বক্তৃতা আলোচনা
- ✓ ব্রেইনস্টমিং
- ✓ প্রশ্ন-উত্তর
- ✓ স্লাইড/পোস্টার প্রদর্শনী
- ✓ অনুশীলন

### অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া:

ধাপ-১:

সময়: ১৫মিনিট

অংশগ্রহণকারীগণ জীবন চক্র ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়সমূহ বলতে তারা কী বোঝেন তা সহায়ক জানতে চাইবেন এবং ৩/৪ জনের মতামত শুনে জীবনচক্র ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টি পূর্ব প্রস্তুতকৃত স্লাইড/পোস্টারের মাধ্যমে তুলে ধরে আলোচনা করবেন।

ধাপ- ২:

সময়: ৩০ মিনিট

এই পর্বে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের দলীয় কাজের জন্য ৪টি দলে ভাগ করবেন। এ ক্ষেত্রে একটি ম্যাট্রিক্সের মাধ্যমে এ অনুশীলন করা হবে। ম্যাট্রিক্সের ১ম কলামে মন্ত্রণালয়/বিভাগগুলোর নাম, ২য় কলামে কর্মসূচি এবং এর ৩য় কলামে জীবনচক্রের বিভাজন উল্লেখ থাকবে। চারটি দলে বিভক্ত অংশগ্রহণকারীগণ কর্তৃক কার্যক্রমসমূহ কোন জীবন চক্রের আওতায় তা টিক চিহ্ন দিবেন। কাজ শেষে ৪টি দল তাদের দলীয় কাজ উপস্থাপন করবেন।

ধাপ- ৩:

সময়: ১৫ মিনিট

উপস্থাপন শেষে সহায়ক পূর্ব প্রস্তুতকৃত স্লাইড/পোস্টারের মাধ্যমে জীবনচক্র ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমসমূহ আলোচনা করবেন। ধন্যবাদ দিয়ে সেশন শেষ করবেন।

পাঠ সহায়িকা

অধিবেশন-৪: জীবনচক্র ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্পসমূহ

৪.১ জীবনচক্র ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণাঃ

সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রচলনের উদ্দেশ্য কেবল দারিদ্র্য মোকাবেলাই নয়, যেসব ঝুঁকি, অভিঘাত ও সংকটের কারণে পরিবারসমূহ সহজেই দারিদ্র্যের শিকার হতে পারে বা আরো গভীরতর দারিদ্র্যে পতিত হতে পারে সেগুলো থেকে তাদেরকে সুরক্ষা দেয়াও এর অন্যতম উদ্দেশ্য। যেমন অসুস্থতা অথবা প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অর্থনৈতিক মন্দা জনিত যৌথ অভিঘাত বা অনুষঙ্গ অভিঘাত (কোভেরিয়েটশকস) এর মতো কিছু সংকট আছে যেগুলো যেকোনো সময় আঘাত হানতে পারে। এছাড়াও রয়েছে সেই সব ঝুঁকি যা একজন ব্যক্তি তার জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে (জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত) মোকাবেলা করে থাকে।

জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে মানুষ যেসব ঝুঁকি ও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় সেগুলো মোকাবেলা করতে বেশির ভাগ দেশেই সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে বা ধাপে ধাপে গড়ে উঠেছে। বস্তুত একটি দেশের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার মূলধারায় থাকে

জনমিতিক বিভাজন অনুযায়ী গড়ে ওঠা ভিন্ন ভিন্ন সুরক্ষা বা সহায়তা কার্যক্রম। অবশ্য অধিকাংশ দেশেরই যৌথ ঝুঁকি (কোভেরিয়েটরিস্ক) মোকাবেলায় জনগণকে বাড়তি সহায়তা প্রদানের জন্য ছোট পরিসরের বিশেষ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী রয়েছে।

## জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা সংস্থান

জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায় ও ঝুঁকির বিপরীতে বাংলাদেশের প্রধান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। জীবনচক্রের বিভিন্ন স্তরে জীবনচক্র ভিত্তিক কর্মসূচিসমূহের অবস্থা নীচে বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া তাদের দুর্বল ও সবল দিকসমূহও যেমন আলোচনা করা হয়েছে, তেমনি জীবনচক্রের বিভিন্ন স্তরে প্রদেয় সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধার মধ্যে যে ঘাটতি রয়েছে সে বিষয়েও আলোকপাত করা হয়েছে।

### প্রাক শৈশবকাল

বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহে অতি কমবয়সী ছেলে-মেয়েদের অর্থাৎ শিশুদের অন্তর্ভুক্তি খুবই সামান্য যদিও তারা বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে থাকে, বিশেষকরে পুষ্টিহীনতার ক্ষেত্রে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় যে স্বল্প পরিমাণের শিশু অনুদান দেয়, তা দরিদ্র স্তন্য দায়ী মায়েদের জন্য মাতৃত্ব ভাতা কর্মসূচি নামে পরিচিত; দেশের মাত্র এক লাখ পরিবার এ ভাতা পেয়ে থাকে। সুতরাং শিশুদের সামাজিক নিরাপত্তার সংস্থানে যে ঘাটতি রয়েছে তা ব্যাপক। বস্তুত, প্রায় ১৫ মিলিয়ন শিশু কোন ধরনের প্রত্যক্ষ সামাজিক নিরাপত্তা সহায়তা পায়না। এ বিরাট ঘাটতি পূরণ করা জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের জন্য একটি অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ।

### বিদ্যালয়গামী ছেলেমেয়ে

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় সবচেয়ে বেশি উপকারভোগী রয়েছে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বৃত্তি কর্মসূচিতে। প্রায় ১৩ মিলিয়ন শিক্ষার্থী এ বৃত্তি সুবিধা পেয়ে থাকে, তবে সুবিধাভোগীদের সংখ্যাগরিষ্ঠই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। প্রাথমিক বিদ্যালয় গমনোপযোগী ছেলে-মেয়েদের প্রায় ২৪ শতাংশ এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ১৭ শতাংশ ছেলে-মেয়ে বৃত্তি কর্মসূচির আওতায় রয়েছে। প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে সামান্য অনুদানের ব্যবস্থা আছে; মাত্র ১৮,৬০০ প্রতিবন্ধী শিশু এ সুবিধার আওতাভুক্ত। বৃত্তির টাকার পরিমাণ খুবই সামান্য। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে

বয়সের উপর ভিত্তিকরে শিক্ষার্থী প্রতিবৃত্তি প্রদান করা হয়ে থাকে এবং যদি এক পরিবার থেকে দুজন বৃত্তি গ্রহীতা থাকে তবে শিক্ষার্থী প্রতি টাকার পরিমাণ কমে যায়।

বৃত্তির জন্য শিশুদের অন্তর্ভুক্তি তুলনামূলক ভাবে বেশি হলেও প্রতিবন্ধী তার শিকার শিশুদের অন্তর্ভুক্তি অতি সামান্য। দেশের ঠিক কত সংখ্যক শিশু প্রতিবন্ধী তা জানা সম্ভব নয়। প্রতিবন্ধী শিশুদের বর্তমান কভারেজ মাত্রপ্রায় ৫শতাংশ।

বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশুদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সমূহের প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো জনপ্রতি অনুদানের পরিমাণ বা আকার; কোনো অর্থপূর্ণ বা কার্যকর প্রভাব রাখার জন্য অনুদানের পরিমাণ ও পরিধি খুবই ছোট। অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো পুষ্টি; শিশুদের পুষ্টির প্রতি বিদ্যালয়ে দুপুরের খাবার কর্মসূচিতে যথাযথ দৃষ্টি দেয়া হয়নি।

### কর্মোপযোগী জনগোষ্ঠী (তরুণ জনগোষ্ঠীসহ)

কর্মোপযোগী জনগোষ্ঠীর জন্য ১০টি সুনির্দিষ্ট সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি রয়েছে। দেশে মোট আট ধরনের কর্ম সৃজনমূলক কর্মসূচি আছে এবং এর মধ্যে দুটো বৃহৎ কর্মসূচি হলো- কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) কর্মসূচি এবং অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি। এসব কর্মসূচির লক্ষ্য হলো কৃষি খাতে কর্মহীন সময়ে গ্রাম এলাকায় যাদের কাজের খুব প্রয়োজন রয়েছে তাদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, বিশেষকরে নারীদের জন্য। এ ধরনের কাজের অন্তর্ভুক্ত হলো গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণে সহায়তা প্রদান করা। এসব কর্মসূচিতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সম্পদ ব্যয়িত হয়।

কর্মোপযোগী জনগোষ্ঠীর জন্য গৃহীত অন্য কর্মসূচিগুলো মহিলাদের লক্ষ্য করে নেয়া। এদের মধ্যে সর্ববৃহৎ কর্মসূচি হলো বিধবাভাতা। এ সুবিধাভোগীদের প্রায় ২৩ শতাংশের বয়স ৬২বছরের উপরে।

ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (ভিজিডি) কর্মসূচিতে প্রতিমাসে ৩০ কেজি খাদ্যশস্য সহায়তা প্রদান করা হয়। পরিবারগুলোর কাছে এ সহায়তার যথেষ্টমূল্য আছে কেননা এ ভাতা মাসে ৯০০টাকার সমপরিমাণ। ক্ষুদ্র ব্যবসা গড়ে তোলার জন্য নারীরা সহায়তা পেয়ে থাকে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রায় ২.২মিলিয়ন নারী উপকৃত হচ্ছে।

কর্মোপযোগী নারীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক নিরাপত্তামূলক উদ্যোগ হচ্ছে (যদিও নগদ অর্থ সহায়তা নয়) মায়েদের অল্প বয়সী শিশুদের সেবা যত্নের ব্যবস্থা করা,

যা কর্মজীবী মায়েদেরকে তাদের কাজ চালিয়ে যেতে সক্ষম করে। বাংলাদেশে শিশু প্রযত্নের সুবিধা খুবই সীমিত। দেশের অল্পসংখ্যক কলকারখানাতে কর্মীদের শিশু সন্তানদের জন্য দেখাশোনার ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কিছু শিশু সেবায়ত্ন কেন্দ্র পরিচালনা করে, যা প্রধানত ঢাকা শহরে অবস্থিত।

### কর্মোপযোগী জনগোষ্ঠীর জন্য বাদ পড়া কর্মসূচিসমূহ

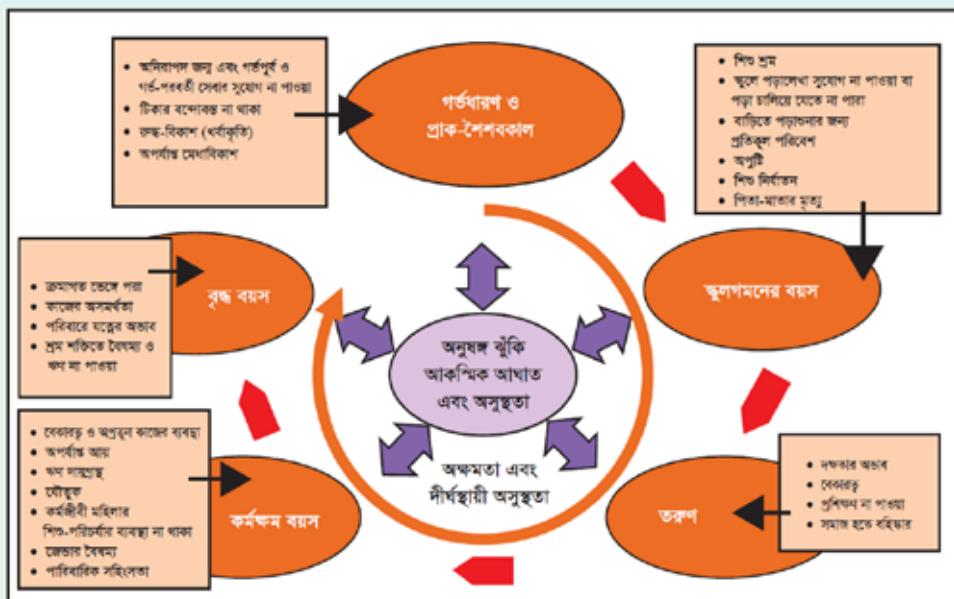
আনুষ্ঠানিক খাতে কর্মোপযোগী জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক নিরাপত্তার দুটো বাদ পড়া ক্ষেত্র হলো বেকারত্ব বীমা এবং দুর্ঘটনা জনিত বীমা। তৈরি পোশাক শিল্পে সংঘটিত ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ও ভবন ধসের কারণে দুর্ঘটনা জনিত বীমার গুরুত্ব অনুধাবিত হয়েছে। বাংলাদেশে যেহেতু উৎপাদন খাতে এবং সংগঠিত সেবা খাতে আয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ ক্রমশ তৈরি বাড়ছে, সেহেতু এ দুটো সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা বেড়ে চলছে। সেখানেও সামাজিক বিমার প্রয়োজনীয়তার কথা উচ্চারিত হচ্ছে। বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা সংস্কার করে কর্মোপযোগী জনগোষ্ঠীর সুরক্ষার প্রতি দৃষ্টি দেয়া দরকার।

### বয়স্কদের জন্য কর্মসূচি

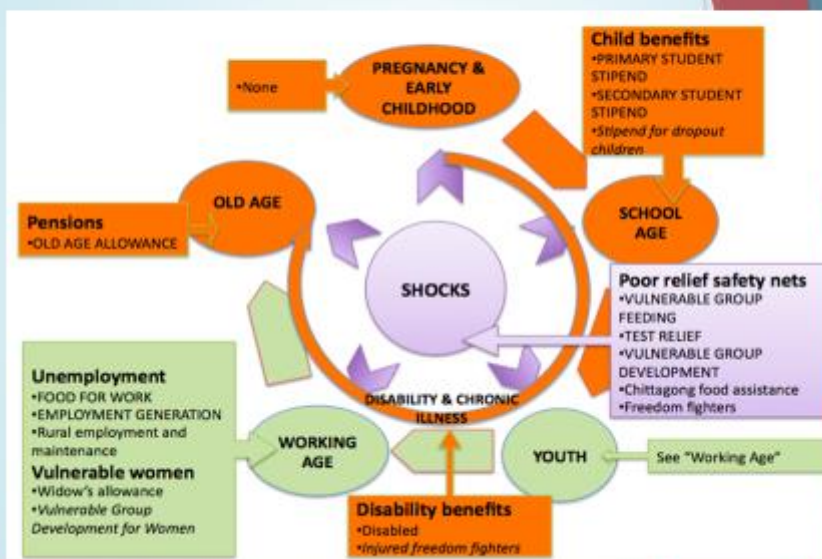
যে সকল কর্মসূচি বৃদ্ধ বয়সের সাথে সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি মোকাবেলায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ, বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে সেসব কর্মসূচিতে সর্বোচ্চ ব্যয় হয়। বাজেটের দিক দিয়ে, সর্ববৃহৎ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি হলো সরকারি কর্মচারীদের জন্য পেনশন কর্মসূচি। সরকারি পেনশনের সুবিধা সচ্ছল পরিবারগুলোই বেশি পেয়ে থাকে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বয়স্ক ভাতার আওতা বেড়েছে এবং ২.৫মিলিয়ন লোক বয়স্ক ভাতার সুবিধা পাচ্ছে। অধিকন্তু অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের যে ভাতা দেয়া হয় তা প্রধানত বয়স্ক লোকদেরই দেয়া হয় এবং বিধবাভাতা গ্রহীতাদেরও অনেকেই বয়স্ক। বয়স্কদের জন্য পেনশন কর্মসূচির আওতায় আছে ৬৫ উর্ধ্ব বয়সের পুরুষদের ৩৫ শতাংশ এবং ৬৩উর্ধ্ব বয়সের মহিলাদের ৪০ শতাংশ।



## জীবনচক্র ভিত্তিক ঝুঁকিসমূহ-



## Mapping the Programmes across the Lifecycle



## ৪.২ জীবন চক্র ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহ চিহ্নিতকরণ;

### জীবন চক্র ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় কার্যক্রমের

সামাজিক নিরাপত্তা বেঞ্চে বিভিন্ন কর্মসূচির উপকারভোগীর ধরণ. নির্বাচিত উপকারভোগীর বৈশিষ্ট্য ও কার্য পরিধি বর্ণনা করা হলো:

কর্মসূচি-উপকারভোগীর ধরণ
১. শিশুদের জন্য কর্মসূচি (<১-৪) <ul style="list-style-type: none"><li>- মাতৃ, শিশু, প্রজনন স্বাস্থ্য</li><li>- কমিউনিটি স্বাস্থ্যসেবা উদ্যোগ</li></ul>
২. বিদ্যালয়গামী শিশুদের জন্য কর্মসূচি <ul style="list-style-type: none"><li>- প্রাথমিক বিদ্যালয় উপবৃত্তি</li><li>- মাধ্যমিক বিদ্যালয় বৃত্তি</li><li>- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুপুরের খাবার</li><li>- এতিমদের জন্য কর্মসূচি</li></ul>
৩. ক. কর্মোপযোগীদের জন্য কর্মসূচি (১৯-৫৯ বছর) <ul style="list-style-type: none"><li>- দরিদ্রদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন</li><li>- পার্বত্য চট্টগ্রাম-এর জন্য খাদ্য সহায়তা</li><li>- অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসৃজন কর্মসূচি</li><li>- কাজের বিনিময়ে খাদ্য</li><li>- সোশাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন</li><li>- পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি</li><li>- একটিবাড়িএকটিখামার</li><li>- ২য় আশ্রয়ণ প্রকল্প</li></ul>
৩. খ. মহিলাদের জন্য কর্মসূচি (বয়স ১৯-৫৯) <ul style="list-style-type: none"><li>- ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (ভিজিডি)</li><li>- বিধবা, পরিত্যক্তা ও দুঃস্থ মহিলাদের জন্য ভাতা</li><li>- মাতৃ স্বাস্থ্য ভাউচার কর্মসূচি (এমএইচভিএস)</li></ul>



কর্মসূচি-উপকারভোগীর ধরণ
<p>৪. বয়স্কদের জন্য ব্যাপক ভিত্তিক পেনশন ব্যবস্থা</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- বয়স্ক ভাতা</li> <li>- ভূমিহীন ও দরিদ্র মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আবাসন/গৃহনির্মাণ</li> <li>- মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সম্মানী ভাতা</li> <li>- সরকারি কর্মচারীদের পেনশন</li> </ul>
<p>৫. প্রতিবন্ধীদের জন্য কর্মসূচি</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভাতা প্রদান</li> </ul>
ঝুঁকি প্রশমনমূলক সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম সমূহ একীভূতকরণ
<p>৬. যৌথ (কোভেরিয়েট) ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য কর্মসূচিসমূহকে জোরদারকরণ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং (ভিজিএফ)</li> <li>- টেস্ট রিলিফ (টিআর)</li> <li>- গ্রাটুইটাস রিলিফ (জিআর)</li> <li>- খোলা বাজারে বিক্রয় (ওএমএস)</li> </ul>
ক্ষুদ্র ও বিশেষ কর্মসূচিসমূহ
<p>৭. উদ্ভাবনীমূলক বিশেষ কর্মসূচিসমূহ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- উদ্ভূত ঝুঁকিসমূহ মোকাবেলায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ বিশেষ কর্মসূচির নকশা প্রণয়ন করবে</li> <li>- মুক্তিযোদ্ধা সুবিধাকর্মসূচি</li> <li>- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, দলিত, হিজড়া, চা বাগানের শ্রমিক, এইচআইভি আক্রান্তসহ বিভিন্ন অবহেলিত, সুবিধা বঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসূচি</li> </ul>

ডবলিন মন্ত্রণালয়ের আওতায় জীবনচক্র ভিত্তিক কর্মসূচিসমূহের অনুশীলন

মন্ত্রণালয়ের নাম	কর্মসূচি	জীবনচক্র			
		বিদ্যালয় গমনকাল	তরুণ জনগোষ্ঠী	কর্মোপযোগী জনগোষ্ঠী	বার্ধক্য বা বৃদ্ধ বয়স
১. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	১. বয়স্ক ভাতা ২. বিধাব ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাদেও ভাতা ৩. অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের ভাতা ৪. দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃকাল ভাতা ৫. মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা ৬. পথ শিশু পুনর্বাস কেন্দ্র ৭. শিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান ৮. প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদেও উপবৃত্তি ৯. প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের জন্য মঞ্জুরী				
২. স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন	১. গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন				

মন্ত্রণালয়ের নাম	কর্মসূচি	জীবনচক্র			
		বিদ্যালয় গমনকাল	তরুণ জনগোষ্ঠী	কর্মোপযোগী জনগোষ্ঠী	বার্ধক্য বা বৃদ্ধ বয়স
ও সমবায় মন্ত্রণালয়	২. একটি বাড়ি একটি খামার				
৩. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	১. টিআর (খাদ্য) ২. জিআর (খাদ্য) ৩. কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) ৪. কাজের বিনিময়ে টাকা (কাবিটা) ৫. টিআর (নগদ) ৬. অতি দরিদ্রদেও জন্য কর্মসংস্থান ৭. ভিজিএফ				
৪. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১. জীবিকায়নের জন্য মহিলাদের দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ২. পথ শিশু পুনর্বাস কেন্দ্র ৩. শিশুর বিকাশে				

মন্ত্রণালয়ের নাম	কর্মসূচি	জীবনচক্র			
		বিদ্যালয় গমনকাল	তরুণ জনগোষ্ঠী	কর্মোপযোগী জনগোষ্ঠী	বার্ধক্য বা বৃদ্ধ বয়স
	প্রারম্ভিক শিক্ষা				
৫. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	১. ক্লিনিক্যাল কন্ট্রাসেপশন সার্ভিসেস ডেলিভারি ২. ফ্যামিলি প্ল্যানিং ফিল্ড সার্ভিসেস ডেলিভারি				
৬. শিক্ষা মন্ত্রণালয়	১. মাধ্যমিক পর্যায়ে উপবৃত্তি				
৭. অর্থ মন্ত্রণালয়	১. চাকুরী জীবীদের জন্য পেনশন				
৮. খাদ্য মন্ত্রণালয়	১. ওএমএস				

## অধিবেশন - ৫

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়নে সঠিক  
উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া



## অধিবেশন - ৫

বিষয়: সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়নে সঠিক উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া

সময়: ৯০ মিনিট

### উপবিষয়:

৫.১ জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের আলোকে উপকারভোগী নির্বাচনের বর্তমান প্রেক্ষাপট।

৫.২ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিধিমালা অনুসারে উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া।

৫.৩ একটি সফল প্রকল্পের উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং কেইস স্ট্যাডি।

৫.৪ প্রকল্পের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণে কমিটি গঠন, বাস্তবায়ন, মনিটরিং এবং রিপোর্টিং এর গুরুত্ব।

### উদ্দেশ্য:

- ✓ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ভিত্তিক উপকারভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াসমূহ ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন।
- ✓ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ভিত্তিক উপকারভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের নীতিমালা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ✓ একটি সফল সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে উপকারভোগী নির্বাচনের সংক্রান্ত কেইস পর্যালোচনার মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পর্কে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হবেন।
- ✓ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতা বিভিন্ন প্রকল্প সমূহের জন্য কমিটি গঠনে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা সম্পর্কে বলতে পারবেন।  
কর্মসূচির মনিটরিং ও রিপোর্টিং এর পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

### প্রশিক্ষণ পদ্ধতি:

- ✓ বক্তৃতা আলোচনা
- ✓ ব্রেইনস্টর্মিং
- ✓ প্রশ্ন-উত্তর
- ✓ স্লাইড/পেস্টার প্রদর্শনী
- ✓ ঘটনা বিশ্লেষণ

### অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া:

ধাপ-১:

সময়: ১৫ মিনিট

সহায়ক অংশগ্রহণকারীগণকে সামাজিক নিরাপত্তার কর্মসূচি ভিত্তিক উপকারভোগী নির্বাচন পদ্ধতি বিষয়ে অভিজ্ঞতা বিনিময় করবেন। এরপর জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের আলোকে উপকারভোগী নির্বাচনের বর্তমান প্রেক্ষাপট আলোচনা করবেন।

ধাপ-২:

সময়: ১৫ মিনিট

এই ধাপে সহায়ক বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের কয়েকটি কর্মসূচির নির্বাচন প্রক্রিয়ার গাইড লাইন পূর্ব প্রস্তুতকৃত স্লাইড/ পোস্টারের মাধ্যমে আলোচনা করবেন।

ধাপ-৩:

সময়: ৪০ মিনিট

সামাজিক নিরাপত্তার কর্মসূচি ভিত্তিক উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়ার প্রকৃত কয়েকটি ঘটনা (কেইস) অংশগ্রহণকারীগণ কর্তৃক দলীয় কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করতে হবে। এরজন্য অংশগ্রহণকারীদের ৪টি দলে ভাগ করে প্রতিটি দলকে নির্দিষ্ট কেইসের মাধ্যমে উপকারভোগী নির্বাচন বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করবেন। দলীয় কাজ পোস্টারের মাধ্যমে উপস্থাপন করবেন। পরবর্তীতে সহায়ক ঘটনাগুলোর প্রেক্ষিত বর্ণনা করবেন এবং ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলো নিয়ে অংশগ্রহণকারীগণের মতামত বিনিময় করবেন।

ধাপ-৪:

সময়: ২০ মিনিট

সহায়ক কর্তৃক কার্যক্রমসমূহের বাস্তবায়নে মনিটরিং ও রিপোর্টিং পদ্ধতি, রিপোর্টিং এর প্রয়োজনীয়তা, রিপোর্টিং এর মাধ্যমে কিভাবে স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয় পরবর্তীতে পূর্ব প্রস্তুতকৃত স্লাইড/ পোস্টার এবং মাধ্যমে উপস্থাপন।

## পাঠ সহায়িকা

অধিবেশন-৫: সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়নে সঠিক উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া

৫.১ জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের আলোকে উপকারভোগী নির্বাচনের বর্তমান প্রেক্ষাপট।

জীবনচক্র ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার দিকে উন্নয়নশীল দেশগুলো ধাবিত হওয়ায় যে প্রশ্নটি সামনে আসে তা হলো, সরকারি পর্যায়ে অর্থায়িত কর্মসূচিসমূহে দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্থ পরিবারগুলোকে কি করে সর্বোত্তমভাবে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। দরিদ্রদেরকে কী ভাবে বাছাই বা টার্গেট করা যায় তা সব দেশের নীতিনির্ধারকদের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দেয়। বাংলাদেশও একই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। দেখা গেছে, অনেক কর্মসূচিতেই যথাযথ ও সঠিকভাবে উদ্দীষ্ট বা টার্গেট জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয় না। বর্তমান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহ যেখানে অতিদরিদ্রদের অভিমুখী সেখানে প্রকৃত উপকারভোগীরা সম্পদ কাঠামোর কোথায় অবস্থিত তা নির্দেশ করছে। এটা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয়েছে যে, দরিদ্ররা স্বচ্ছলদের চেয়ে অধিকতর সুবিধা পাওয়ার কথা থাকলেও দরিদ্রদের অনেকেই মোটেই উপকৃত হয় না বা সুবিধা পায় না। বস্তুত, তুলনামূলকভাবে উচ্চ মাত্রায় ব্যয় করা সত্ত্বেও ২০১০সালে দরিদ্রদের মাত্র ৩৫শতাংশ সরকারের কোনো না কোনো সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি থেকে সুবিধা পেয়েছে।

জীবনচক্র কাঠামোর আলোকে বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতি এবং উপকারভোগী নির্বাচনের ধাপ:

### গর্ভধারণ এবং প্রাক শৈশবকাল

২০১০ সালের হিসাব অনুযায়ী যেসব পরিবারে ০-৪ বছর বয়সী শিশু সন্তান রয়েছে সেসব পরিবারে দারিদ্র্যের হার জাতীয় দারিদ্র্য হারের চেয়ে অনেক বেশি (৪১.৭ শতাংশ)। এ থেকে বোঝা যায়, বিশেষ করে মায়েরা কোনও উপার্জনশীল কাজে নিয়োজিত থাকতে সক্ষম না হলে পরিবারে কম বয়সী সন্তান থাকলে তা অতিরিক্ত ব্যয় ও চ্যালেঞ্জের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বস্তুত, অনেকনারীকেই (বস্ত্রশিল্পে নিয়োজিত নারীরাসহ) সন্তান জন্ম দেয়ার পর কাজ ছেড়ে দিতে হয়। যখন প্রায় দারিদ্র্য পরিবারগুলোকে এ হিসাবের ভেতরে অন্তর্ভুক্ত করা হয় তখন ০-৪ বছর বয়সী শিশু সন্তান বিশিষ্ট প্রায় ৫৭ শতাংশ পরিবারকে হয় দরিদ্র্য অথবা দারিদ্র্যের ঝুঁকিতে পতিত পরিবার হিসেবে গণ্য করা যায়।



প্রাক শৈশব কালে শিশুরা অপুষ্টি জনিত কারণে যেসব ঝুঁকির সম্মুখীন হয় সেগুলোর মধ্যে প্রধানতম হলো বয়সের তুলনায় উচ্চতা ও ওজন কম হওয়া। অপুষ্টি শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ব্যাহত করে, যার প্রভাব হয় জীবনব্যাপি। চিত্র ২.২ এ ২০০৪ ও ২০১৪ সালের মধ্যে কম উচ্চতা বা খর্বকায় ও কম ওজনের শিশুদের হারহ্রাস-বৃদ্ধির প্রবণতা দেখানো হয়েছে। শিশুর খর্বকায় হবার হার কমলেও এক্ষেত্রে এখনও অনেক চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে; বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে যেখানে খর্বাকৃতি শিশুর হার (৩৮ শতাংশ) শহর এলাকার (৩১ শতাংশ) তুলনায় উল্লেখযোগ্য ভাবে বেশি।

শিশুর খর্বকায় হওয়ার কারণ নানাবিধ ও জটিল ধরনের। তবে দারিদ্র্য হ্রাস ও অধিকতর পুষ্টি যোগানের মধ্যে জোরালো আন্তঃসম্পর্ক রয়েছে; উচ্চতর আয় অপুষ্টি হ্রাসে সহায়তা করে। দরিদ্র পরিবারগুলোতেই খর্বাকৃতি শিশুজন্মও হার বেশি হয়ে থাকে। আয় স্বল্পতা-পুষ্টির উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে কারণ তা খাদ্য বৈচিত্র্য কমিয়ে দিয়ে একে শুধুমাত্র ভাত নির্ভর করে ফেলে। আয়বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য হ্রাসের সাথে সাথে দেশে শিশু ও কম বয়সী ছেলেমেয়েদেও উন্নত পুষ্টিগুণ সম্পন্ন খাদ্য যোগানে অগ্রগতির ধারা অব্যাহত থাকবে।

## বিদ্যালয় গমনকাল

শিশুদের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে যে বড় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয় তাহলো স্কুলে ভর্তি হওয়া। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির হার বেড়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ৬-১০ বছরবয়সী দরিদ্র শিক্ষার্থী ভর্তির হার ২০০৫ সালের ৭২ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০১০ সালে ৭৮ শতাংশ হয়েছে এবং ১১-১৫ বছর বয়সীদের ক্ষেত্রে এ হার ৫৪ শতাংশ থেকে বেড়ে ৭০ শতাংশ হয়েছে। এই উভয় বয়স-গ্রুপে ছেলে শিক্ষার্থীর চেয়ে মেয়ে শিক্ষার্থীর ভর্তির হার বেশি। ভর্তির হার বৃদ্ধি পাওয়া একটি উৎসাহ ব্যঞ্জক প্রবণতা তবে এখনও আরও অনেক কিছু করার বাকি আছে, বিশেষকরে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে বিদ্যালয়ে গমনের ক্ষেত্রে।

ছেলে-মেয়েদের স্কুল-ব্যবস্থার বাইরে থেকে যাওয়ার নানাবিধ কারণ রয়েছে। এগুলোর মধ্যে দারিদ্র্য নিঃসন্দেহে একটি প্রধান কারণ। উচ্চতর বয়স শ্রেণিভুক্ত ছেলে-মেয়েদের মধ্যে দারিদ্র্য-হার কম হয়ে থাকে এবং তার কারণ হলো এদের মধ্যে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া। শিশু শ্রমিকদের বেশির ভাগই দরিদ্র পরিবার থেকে আসে। নব্বই দশকের মাঝামাঝি থেকে মেয়েদের মধ্যে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা

ব্যাপকভাবে হ্রাস পায় আর তা হয়েছে মেয়েদের জন্য মাধ্যমিক পর্যায়ে উপবৃত্তি কর্মসূচি প্রবর্তনের কারণে। এ থেকে বোঝা যায় যে, শিশুশ্রম ও বাল্য বিবাহের প্রধান কারণ দারিদ্র্য। কিছু কিশোরী মেয়ের ওপর তাদের ছোট ভাই-বোনদের দেখাশোনার দায়িত্ব এসে পড়ে ফলে তাদের বিদ্যালয় ত্যাগ করতে হয় এবং লেখাপড়া ছেড়ে দিতে হয়। শিশু পরিচর্যার অভাব এটাই নির্দেশ করে যে যদি নারীরা সন্তান জন্ম দেয়ার পর কাজে ফিরে আসতে চায় তাহলে তাদেরকে সন্তানের দেখাশোনা করার জন্য অন্য কাউকে খুঁজে নিতে হবে।

## তরুণ জনগোষ্ঠী

কিশোর-কিশোরী ও তরুণদেরকে যে প্রধান চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয় তাহলো তাদের দক্ষতার অভাব। তাদের অনেকেই মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা সমাপ্ত করতে পারেনা এবং তা পরিপূরণের জন্য পর্যাপ্ত কারিগরি প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা নেই। আরও সুনির্দিষ্ট করে বললে, একদিকে যেমন বুনিয়াদি শিক্ষা সম্পূর্ণ করার জন্য সমতুল্য কোনও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচিতে প্রবেশের সুযোগ নেই; অন্যদিকে দক্ষতা উন্নয়নমূলক এবং উত্তরণ সহায়ক কোন কর্মসূচিরও প্রচলন নেই। বস্তুত, ব্যবসায়ী সম্প্রদায় থেকে প্রায়শই এ অভিযোগ করা হয় যে দক্ষ শ্রমিকের অপ্রতুলতা একটি বড় প্রতিবন্ধক এবং একই কারণেই তৈরি-পোশাক কারখানাগুলোকে ঢাকার বাইরে স্থাপন সম্ভব হয়না। অবশ্য কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করাই একমাত্র সমাধান নয়। দীর্ঘমেয়াদে এটি নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ যে শ্রমবাজারের জন্য উপযোগী হয়ে গড়ে উঠতে অল্পবয়সী ছেলেমেয়ে এবং কিশোর-কিশোরীরা মাধ্যমিক শিক্ষালাভের পর্যাপ্ত সুযোগ পায়।

## কর্মোপযোগী জনগোষ্ঠী

দেশের তরুণ জনগোষ্ঠী যে বেকারত্বের সম্মুখীন তা কর্মোপযোগী জনগোষ্ঠীর মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। শ্রমশক্তি জরিপ ২০১০ থেকে দেখা গেছে, যেখানে উন্মুক্ত বেকারত্বের হার ৪.১ শতাংশ, সেখানে কর্মে নিয়োজিতদের প্রায় ৯ শতাংশ সপ্তাহে ২০ ঘন্টার কম কাজ করে। বাংলাদেশের বড় প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা হলো এর বিরাট শ্রমশক্তি যদিও এ শ্রমশক্তিকে পুরোপুরিভাবে কাজে লাগানো যাচ্ছে না। কর্মোপযোগী বয়সের জনগোষ্ঠী বিবিধ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। অনেকে মারাত্মক সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকটে ভুগে থাকেন যেগুলো থেকে উত্তরণ অত্যন্ত কঠিন। এগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বিশেষ বিশেষ এলাকায়, বিশেষত দেশের পশ্চিমাঞ্চল ও চর এলাকায়, সম্পদ বা বাজার ঘাটতি জনিত জমি বা আবাসন সংকট। শিক্ষার নিম্নমান ও নিম্ন সাক্ষরতার হার তাদের সংকটকে

আরও বাড়িয়ে দেয়। অনেকে (প্রকৃতপক্ষে শ্রমশক্তির এক-তৃতীয়াংশ) অনন্যোপায় হয়ে স্বল্প পারিশ্রমিকে দিনমজুরির কাজে (প্রধানত কৃষিক্ষেত্রে) নিয়োজিত হয় এবং চরম দারিদ্র্য দিনাতিপাত করে। সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা থেকে সহায়তা পাওয়া ছাড়া এসব পরিবার বংশপরম্পরায় প্রবাহিত দারিদ্র্যের এই দুষ্টচক্র ভাঙতে সক্ষম হবে না।

জেভার বৈষম্যের কারণে কর্মজীবী নারীরা নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়। শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ পুরুষদের চেয়ে কম (৩৬ বনাম ৮৩ শতাংশ)। নারীদের প্রতি সমাজের প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি ও পরিবারে তাদের দুর্বল অবস্থান (দর কষাকষি ক্ষমতা বিচারে) এর কারণ। নারী কর্মীদের মজুরিও কম এবং একই কাজের জন্য নারীরা পুরুষদের চেয়ে ৬০ শতাংশ কম মজুরিও পেয়ে থাকে। এসব কারণ ছাড়াও সন্তান লালন-পালনের দায়িত্বে নিয়োজিত হবার কারণে শ্রমশক্তিতে কিশোরী মেয়েদেও প্রবেশ ও টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়ে, যা কম বয়সী ছেলেমেয়ে বিশিষ্ট পরিবারের ক্ষেত্রে বিরাজমান দারিদ্র্যের উচ্চ স্তরকে ব্যাখ্যা করতে সহায়তা করে। যদিও নারীরা পোশাক শিল্পে উল্লেখযোগ্য কর্মসংস্থান পাচ্ছে, তাদের অনেক কেই সন্তান জন্ম দেয়ার পর চাকুরি ছেড়ে দিতে হয়।

একটি অপরিহার্য সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় একটি পরিবারকে শিশুদেও পাশাপাশি বয়স্ক জনগোষ্ঠী এবং শারীরিক ভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের দেখাশোনাও করতে হয়। কর্মজীবী পরিবারগুলোর উপর এটি এক ধরনের অনানুষ্ঠানিক কর, যা উৎপাদনমূলক কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগের ফলে তাদের সামর্থ্যকে সীমিত করে দেয়। নিজের ছেলেমেয়েদেরকে যে অর্থনৈতিক সমর্থন তারা দিতে পারতেন তা কমিয়ে দিতে দেয়। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশে বৃদ্ধ বয়সে অবসর ভাতা ও প্রতিবন্ধী সুবিধা যুক্তিসঙ্গত হারে প্রদান করা হয়, যা শিশু সন্তান বিশিষ্ট পরিবারগুলোর চাহিদা কমানো ছাড়াও কর্মজীবী পরিবারগুলোকে উল্লেখযোগ্য সুবিধা দিয়ে থাকে।

পরিবারের উপার্জনকারী ব্যক্তি যদি কোনও গুরুতর রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হয় তাহলে পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থান নীচে নেমে যেতে পারে। পরিবারগুলো সাধারণভাবে সবচেয়ে বেশি যে সমস্যাটির সম্মুখীন হয় তাহলো স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, ৯০ শতাংশ পরিবার দুর্বল স্বাস্থ্যকে অর্থনৈতিক সংকট ও সমস্যার প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। চিকিৎসা-খরচের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ নিজেদের উপার্জন থেকে নির্বাহ করতে হয়।

## প্রতিবন্ধিতা

প্রতিবন্ধিতা জীবনের যেকোন স্তরেই হতে পারে। দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮.৯ শতাংশ (৮ শতাংশ পুরুষ ও ৯.৩ শতাংশ নারী) প্রতিবন্ধী অর্থাৎ কোনোনা কোনো ধরনের প্রতিবন্ধিতার শিকার। তবে মারাত্মক প্রতিবন্ধীর হার মাত্র ১.৫ শতাংশ। জীবনচক্রের বিভিন্ন স্তরে প্রতিবন্ধিতার প্রকোপ ভিন্ন হয়ে থাকে। ৫০ এর কাছাকাছি বয়সে তা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। বয়স্কদের মধ্যেই প্রতিবন্ধিতার হার সবচেয়ে বেশি। আবার পুরুষদের চেয়ে নারীদের মধ্যে প্রতিবন্ধিতার হার বেশি হয়ে থাকে। দেশের এক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পরিবারে (৩১ শতাংশ) অন্তত একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি রয়েছে এবং ৬.৩ শতাংশ পরিবারে কেউ না কেউ আছে যে মারাত্মক প্রতিবন্ধী।

## বার্ধক্য বা বৃদ্ধ বয়স

বাংলাদেশের জনসংখ্যার বয়স কাঠামোতে পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে; বাড়ছে বয়স্ক মানুষের সংখ্যা। বর্তমানে জনসংখ্যার ৭ শতাংশ ষাটোর্ধ্ব বয়সী এবং আগত দশকগুলোতে তা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে। মোট জনসংখ্যায় বয়স্ক লোকের অংশ ২০৩০ সাল নাগাদ প্রায় ১২ শতাংশে এবং ২০৫০ সাল নাগাদ ২৩ শতাংশে পৌঁছাবে বলে অনুমিত হচ্ছে।

বয়োবৃদ্ধ হওয়ার সাথে সাথে দারিদ্র্য হার বৃদ্ধি পায়। কার্যকর বয়স্ক পেনশন ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে বাংলাদেশের অনেক বয়স্ক লোককে কাজ চালিয়ে যেতে হয়। বয়স্ক লোকেরা শ্রমবাজারে বৈষম্যের শিকার হতে পারে। বয়স্ক লোকদের ক্ষুদ্রঋণ প্রাপ্তির সুযোগও থাকে খুব কম। একটি জরিপে দেখা গেছে, বয়স্ক লোকদের মাত্র ১৯ শতাংশ ঋণ সুবিধা পায়। বয়স্ক লোক যেহেতু ক্রমশ দুর্বল ও অক্ষম হয়ে পড়ে, সেহেতু কাজ করাটা তখন একটা অনাকাঙ্ক্ষিত বাধ্যবাধকতা হয়ে দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে ব্যয় বিশেষ করে স্বাস্থ্য সেবা ব্যয় বেড়ে যেতে পারে, যা বয়স্ক লোকদের বয়স বাড়ার সাথে সাথে দারিদ্র্য হার কেন বাড়বে, বিশেষ করে যাদের বয়স আশির উপরে, তার কারণ নির্দেশ করে। তারা সাহায্য-সহায়তার জন্য ছেলেমেয়েদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং যদি তা না পায় তবে তা তাদেরকে অত্যন্ত অসুবিধাজনক অবস্থায় পড়তে হয়। জনসংখ্যার পরিবর্তনশীল বয়স কাঠামো এবং বয়স্ক লোকদের সাথে বাস করবে এমন জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান অনুপাত বিবেচনায় নিলে দেখা যায় যে এটা দারিদ্র্য ত্রাসে ভবিষ্যৎ অর্জনকে ব্যাহত করতে পারে।

## ৫.২ উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৬ এর উপধারা ১ (গ) অনুচ্ছেদেও ওয়ার্ড সভার কার্যাবলীতে উল্লেখ রয়েছে যে নির্ধারিত নির্ণায়কের ভিত্তিতে বিভিন্ন সরকারি কর্মসূচির উপকারভোগীদেও চূড়ান্ত অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত কওে উপকারভোগীদের সেবা প্রদানের জন্য ইউনিয়ন পরিষদেও নিকট হস্তান্তর করা হবে। কর্মসূচিসমূহের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদসহ অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবে। সম্ভাব্য উপকারভোগী চিহ্নিতকরণ, বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পরিচালনায় সহায়তাকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ হবে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। এ প্রেক্ষিতে ইউনিয়ন পরিষদ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের উপকার ভোগীর নির্বাচন বাছাই করার জন্য প্রক্রিয়া গ্রহণ করবে। ইউনিয়ন পরিষদ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের উপকার ভোগীর ও ভাতা প্রদানে ভূমিকা পালন করে থাকে।

বর্তমান বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম বেশ জটিল। বহুসংখ্যক কর্মসূচি নিয়ে যা গঠিত। সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার আওতায় ১৪২টি (২০১৬-১৭ অর্থ বছর) কর্মসূচি বর্তমানে বিদ্যমান রয়েছে ২৩ বা আরো বেশী মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক কর্মসূচিগুলো পরিচালিত হচ্ছে প্রত্যেক কর্মসূচি ভিন্ন ভিন্ন উপকার ভোগী নির্বাচন পদ্ধতি রয়েছে বা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ কর্তৃক প্রকাশিত হয়ে থাকে।

বিভিন্ন কর্মসূচিসমূহের ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে উদাহরণ স্বরূপ ইউনিয়ন পরিষদ ভূমিকা নিম্নরূপ:

- মুখ্য সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমসূহ অধিকাংশ ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়;
- ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে উপকারভোগী প্রাথমিক বাছাই সম্পন্ন হয়;
- উপকারভোগীদের সেবা পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ সার্বিক সহযোগিতা করে;
- উপকারভোগী এবং সেবা প্রদানকারীর মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদ যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে;

- ইউনিয়ন পরিষদ উপকারভোগী সম্পর্কে সকল ধরনের তথ্য সরবরাহ করে;
- সেবা প্রাপ্তিতে কোন অসুবিধা হলে উপকারভোগীকে ইউনিয়ন পরিষদ সহযোগিতা করে।

## ৫.৩ উপকারভোগীর নির্বাচন প্রক্রিয়া (কেইসের মাধ্যমে সমাধান)

### কেইস-১: স্বপ্নের ইউনিয়ন পরিষদ

ইউনিয়নের নাম বুধহাটা। সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি উপজেলার এ ইউনিয়ন স্বপ্ন প্রকল্পের কাজ শুরু হয় ২০১৪ সালের শেষের দিকে। স্থানীয় সরকার বিভাগের বাস্তবায়নাধীন এ প্রকল্পের ইউনিয়ন পরিষদেও মাধ্যমে ৩৬ জন দুঃস্থ, হত-দরিদ্র বিধবা, তালাক প্রাপ্তা এবং স্বামী পরিত্যক্তা মহিলার ১৮ মাসের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। আঠার থেকে পঞ্চাশ বছর বয়সী মহিলাদেও গ্রামীণ সরকারি সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের কাজের পাশাপাশি জীবন-দক্ষতা উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এসব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে চাকুরী শেষ হবার পরে হয় নিজেদের ছোট ব্যবসা বা আয় বর্ধক কাজ শুরু করতে পারবেনা হয় স্থানীয় ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোগে কর্মসংস্থান হবে।

স্থানীয় সরকার বিভাগের নির্দেশ না পাওয়ার পর বুধহাটা ইউনিয়ন পরিষদেও সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্বপ্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেয়া হয় “পারিবারিক বিরোধ নিরসন নারী ও শিশু কল্যাণ” বিষয়ক স্থায়ী কমিটির উপর। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে স্থায়ী কমিটির সব সদস্য মিলে প্রত্যেক ওয়ার্ডে অবহিত করা সভা আয়োজন করে। অবহিতকরণ সভায় উপস্থিত জনগণকে স্বপ্ন প্রকল্পের উপকার ভোগী মানদণ্ড (ক্রাইটেরিয়া), নির্বাচন পদ্ধতি/নির্বাচনের তারিখ এবং স্থান বিশদভাবে জানিয়ে দেয়া হয়।

একই সাথে ব্যাপক প্রচারণার জন্য মহিলাকর্মী নির্বাচনের সমুদয় বিষয়বস্তু লিফলেট এবং পোস্টারের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ স্থান এবং প্রতিষ্ঠানে টানিয়ে দেয়া হয় এছাড়া মাইক ব্যবহার কওে ও প্রচারণা চালানো হয়। প্রচারণায় ইউনিয়ন পরিষদের সংশ্লিষ্ট বা বাইরের কোন ব্যক্তির সাথে নিয়োগ পাবার জন্য কোন প্রকার আর্থিক লেনদেন না করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে জনসাধারণ এবং চাকুরী প্রত্যাশীদের জানানো হয়।

নির্ধারিত দিনে নয়টি ওয়ার্ড থেকে ১৮০ জন চাকুরী প্রার্থী হাজির হন। তাদেরকে ওয়ার্ড ভিত্তিক দাঁড় করিয়ে প্রত্যেকের ভোটার আইডি কার্ড বা ইউনিয়ন পরিষদ প্রদত্ত জন্ম সনদ দেখে অন্য প্রকল্প থেকে কোন ধরনের সাহায্য পায় কিনা তা নিশ্চিত হয়ে প্রাথমিক তালিকা করা হয়। এরপর তালিকা অনুসারে প্রত্যেক চাকুরী প্রার্থীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয় এবং এলাকার উপস্থিত গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও ওয়ার্ড মেম্বার এর মতামত সাপেক্ষে লটারীর তালিকা প্রস্তুত করা হয়।

৯টি ওয়ার্ড থেকে প্রায় ১০০ জনের নাম লটারিতে অন্তর্ভুক্ত হয়। জনসম্মুখে একটি ৭-৮ বছরের শিশুর মাধ্যমে ওয়ার্ড ভিত্তিক লটারী পরিচালিত হয়। প্রত্যেক ওয়ার্ড থেকে ৪ জন চূড়ান্ত তালিকায় এবং বাকীদের অপেক্ষমান তালিকায় রাখা হয়। লটারীতে নির্বাচিত প্রত্যেকে মহিলার বাড়ী সঙে জমিনে পরিদর্শনের মাধ্যমে তাদেও প্রদত্ত তথ্যাবলী যাচাই বাছাইয়ের পর নির্বাচন চূড়ান্ত করা হয়। পুরো নির্বাচনী প্রক্রিয়া ডিডিএলজি'র এর ইউএনও মহোদয় বা তাদেও প্রতিনিধি এবং ইউএনডিপি'র জেলা অফিসের কর্মকর্তাগণ তদারকি করেন। ইউনিয়ন পরিষদ কোন প্রকার দুর্নীতির আশ্রয় না নেয়ায় এবং প্রকৃত উপকারভোগী নির্বাচিত হওয়ায় ৩৬ জন নির্বাচিত মহিলাকর্মী নিরলসভাবে সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত কাজ করছে। গ্রামীণ সরকারী সম্পদ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করেন। ইউনিয়ন পরিষদ তাদেও প্রতিদিনের পাওনা ১৫ দিন পর পর ১৫০ টাকা দৈনিক মজুরী হিসেবে এবং দৈনিক ৫০ টাকা হাওে মহিলাদেও নামীয় ব্যাংক হিসাবে জমা করছে। চাকুরীর মেয়াদ শেষে প্রতিজন মহিলাকর্মী ২২,৫০০/- টাকা সঞ্চয় বাবদ হাতে পাবেন। যা দিয়ে তারা আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে জড়িত হতে পারবেন।

ইউনিয়নের জনগণ স্বপ্ন মহিলা কর্মীদের কাজে খুব খুশি আর মহিলাকর্মীরা 'স্বপ্ন' প্রকল্পের মাধ্যমে তাদেও জীবনের স্বপ্নপূরণ হবার আনন্দে আত্মহারা।

### প্রশ্ন:

১. স্বপ্ন প্রকল্পের পরিচালনায় ইউনিয়ন পরিষদের কোন স্থানীয় কমিটি জড়িত?
২. স্বপ্ন প্রকল্পের উপকারভোগী নির্বাচনে কি কি প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছিল?
৩. নির্বাচিত উপকারভোগী মহিলারা কেন ভালভাবে রাস্তা/সরকারি সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করছেন?
৪. কর্মরত মহিলারা কেন খুশী মনে কাজ করেন?



## কেইস - ২: হামরা টেকা দি কাজ পাছিবাহে, কাম করমু ক্যাঁ

কুড়িগ্রাম জেলার ভূরুঙ্গামারী উপজেলার চন্দ্রকোনা ইউনিয়ন পরিষদের সাথে উপজেলা সংযোগ সড়কের পাশে বসে আছে ১২ জন মহিলা শ্রমিক। যাদের গায়ে স্বপ্ন প্রকল্প লেখা এপ্রোন, সামনে বুড়ি, কোদাল, দরমুজ, কলসী এবং একটি দা পড়ে আছে। তারা নিজেদেও মধ্যে গল্পগুজব করছে আর পান খাচ্ছে।

চন্দ্রকোনা ইউনিয়ন পরিষদের প্রাক্তন সচিব মওলানা হাফেজ উদ্দিনসহ কয়েকজন হাটতে হাটতে উপজেলা বাজারের দিকে যাচ্ছেন। পথপার্শ্বে এতজন মহিলা শ্রমিক বসে আছে দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন কেন তারা কাজ না কওে বসে আছে? দলের পক্ষ থেকে লতিফা- যিনি ঐ দলের দলনেতা জবাব দিলেন আমরা ৮ টায় এসেছি, ২ ঘন্টা একটানা কাজ করার পর একটু জিরিয়ে নিচ্ছি। হাফেজ সাহেব তখন তাদের বললেন খুব ভালকিন্তু তোমাদের বুড়ি কোদালে তোমাটির চিহ্নমাত্র নেই। মনে হচ্ছে তোমরা কাজ শুরুই করনি।

মহিলারা না না অজুহাত দেয়া শুরু করলেন। হাফেজ সাহেব যেহেতু ইউনিয়ন পরিষদ সচিব ছিলেন এবং দীর্ঘদিন কেয়ার এরআরএমপি নামক প্রকল্পের কাজ তদারকি করেছেন তাই তিনি জানতেন যে প্রত্যেক মহিলা দলের কাছে ‘কাজ দেয়া এবং কাজ নেয়া’ একটি রেজিস্টার থাকে যা মূলত ১৫ দিনের কর্মপরিকল্পনা। এ পরিকল্পনা অনুসারে মহিলা দলের কাজ করার কথা। তিনি লতিফাকে সে রেজিস্টারটি দেখাতে বললেন। এবার লতিফা ভীষণভাবে খেপে গেল এবং হাফেজ সাহেবের মুখের উপর বলে ফেলল আপনি খোঁজ নেয়ার কে? “হামরা টেকা দি কাজ পাছিবাহে, কাম করমু ক্যাঁ।” হাফেজ সাহেব বুঝতে পারলেন ইউনিয়ন পরিষদ কিভুল করেছে। দুর্নীতির মাধ্যমে কাজ দেবার ফলেই ইউনিয়ন পরিষদের রাস্তাঘাট মেরামতের কাজ ঠিকমত হয় না। পাকা রাস্তার পাড়গুলো ভেঙ্গে যাচ্ছে আর দুর্ভোগ পোহাচ্ছে এলাকার জনগণ।

হাফেজ সাহেবএর পর মহিলাদের কাছে তার পরিচয় তুলে ধরলেন এবং মহিলাদের ভাল কাজ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করলেন। তিনি বললেন আমরা সকলে এ ইউনিয়ন পরিষদেও বাসিন্দা। এলাকার রাস্তাঘাট যাতায়াতের উপযোগী কওে রাখা আমাদের দায়িত্ব। তোমরা



সরকারি প্রকল্পের কাজ করছ তাই কাজটি করা প্রয়োজন। যদি এখন তোমরা রাস্তায় মাটি ভরাটের কাজ, না কর তবে বর্ষাকালে আমাদের ছেলেমেয়েরাই সময়মত স্কুল কলেজে যেতে পারবেনা। তাতে আমাদেরই ক্ষতি হবে। লতিফা এবং তার দল মওলানা সাহেবের কথা শুনে তাদেও ভুল বুঝতে পারল এবং পরিকল্পনা মাসিক কাজ শুরু করল।

### প্রশ্ন:

১. রাস্তায় কারা বসে গল্প করছিল?
২. তাদেও সামনে কি কি সামগ্রী/সরঞ্জাম রাখাছিল?
৩. মওলানা সাহেবের নাম কী? তিনি মহিলাদের কি জিজ্ঞাসা করেছিলেন?
৪. মহিলা দলনেত্রীর উত্তর কি ছিল? কেন তারা কাজ না কওে বসেছিল?
৫. কেন মহিলারা কাজ করতে শুরু করল?

৫.৪ প্রকল্পের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণে - কমিটিগঠন, বাস্তবায়ন, মনিটরিং এবং রিপোর্টিং এর গুরুত্ব।

প্রকল্পের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণে - কমিটিগঠন, বাস্তবায়ন, মনিটরিংএবংরিপোর্টিং এর গুরুত্ব

### স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণ

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনির আওতায় কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নের প্রধান করণীয় হচ্ছে সেবা প্রদান প্রক্রিয়ার কর্মসূচির ফলাফল নথিবদ্ধকরণ, এর ইতিবাচক ও নেতিবাচক সকল ফলাফল বিশ্লেষণ করা এবং ফলাফলসমূহ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণ।

স্বচ্ছতা হচ্ছে কোন কার্যক্রমের সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং এর প্রয়োগের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত নিয়মনীতি মেনে চলা। সিদ্ধান্ত গ্রহণ শৃঙ্খলিত পদক্ষেপ দ্বারা প্রভাবিত হবে। সরবরাহকৃত তথ্য প্রাসঙ্গিক ও বোধগম্য হতে হবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয় সকলে যখন ভালভাবে বুঝতে পারবে তখনই কার্যক্রমের স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে। প্রাসঙ্গিক ভাবে বলা যায় যে, দায়বদ্ধতা মূল্যায়নের জন্য অন্যতম একটি শর্ত। শুধু সরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নয় বেসরকারি ও সেচ্ছাসেবী সংস্থাসহ সমাজের সকল ধরনের সংগঠন তাঁদেও কার্যক্রমে সাধারণ জনগণের কাছে দায়বদ্ধতা রয়েছে। কে কার কাছে দায়বদ্ধ থাকবে সেটা নির্ভর করে যে সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপগুলো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত হয় তার উপর। সাধারণত:

সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের নিকট বেশী দায় বদ্ধ যারা গৃহীত সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপসমূহ দ্বারা প্রভাবিত। আইনের শাসন ও জবাবদিহিতা কখনও প্রতিষ্ঠিত করা যায়না যতক্ষণ পর্যন্ত কাজের দায়বদ্ধতা ও এর ফলাফল নিশ্চিত করা না যায়। জবাবদিহিতাকে সুশাসনের অন্যতম নির্দেশক ধরা হয় কিন্তু জবাবদিহিতাকে শক্তিশালী করতে হলে প্রতি কার্যক্রমের যেমন ফিডব্যাক প্রয়োজন হয় তেমনি কার্যক্রমের দায়বদ্ধতা থাকা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম সমূহের কার্যক্রম বাস্তবায়নের দায়বদ্ধতা শুধু উপকারভোগী নির্বাচনের জন্য কমিটির উপরই বর্তাবে না বরং যাদেও দ্বারা কমিটি গঠিত হয়েছে তারাও দায়বদ্ধ হবেন। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যে নিয়মাবলী রয়েছে পদ্ধতিগত ভাবে তা মেনেচলা, কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সকল তথ্য সংগ্রহ করা এবং তা বিশ্লেষণ কও পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের জন্য যে কাজগুলো সম্পাদন করতে হয় এর মধ্যে অন্যতম কার্যাদি হচ্ছে:

(১) উপকারভোগী নির্বাচন

(২) দরিদ্র জনযোষ্ঠি বা ঝুঁকিগ্রস্ত পরিবার/ ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহণ, সংরক্ষণ এবং তথ্য যাচাই;

(৩) কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে সহায়তা, অভিযোগ নিষ্পত্তি।

এ কর্মকান্ডসমূহ বাস্তবায়িত হবে নির্ধারিত কমিটির মাধ্যমে।

## ইউনিয়ন ভিজিএফ কমিটি

### কমিটির গঠন

১। চেয়ারম্যান ইউনিয়ন পরিষদ	- সভাপতি
২। ইউনিয়ন পরিষদের সকল সদস্য/সদস্যা	- সদস্য
৩। উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা (ব্লক সুপারভাইজার)	- সদস্য
৪। বিআরডিবি মাঠ সহকারী	- সদস্য
৫। ইউনিয়নের প্রতি ওয়ার্ড হতে ১ জন গণ্যমান্য ব্যক্তি (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
৬। ইউনিয়নের ১ জন শিক্ষক ও ১ জন মহিলা প্রতিনিধি (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
৭। ইউনিয়ন পরিষদের সচিব	- সদস্য সচিব

## কমিটির দায়িত্বাবলি

- ১) নির্ধারিত শর্ত ও মাপকাঠির ভিত্তিতে যাচাই-বাছাই করে উপকারভোগীদের তালিকা প্রস্তুতপূর্বক উপজেলা
- ২) ভিজিএফ কমিটিতে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা;
- ৩) উপজেলা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত ভিজিএফ কার্ড ওয়ার্ড ভিত্তিক ইস্যু করণের ব্যবস্থা করা;
- ৪) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে খাদ্যশস্য উত্তোলন ও বিতরণের ব্যবস্থা করা;
- ৫) ভিজিএফ কার্ডের তালিকা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা;
- ৬) ভিজিএফ কর্মসূচির নির্দেশিকা প্রাপ্তির সাথে সাথে কমিটি গঠন করে উপকারভোগীদের তালিকা প্রণয়নের কার্যক্রম শুরু করতে হবে;
- ৭) ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রণীত ভিজিএফ উপকারভোগীর তালিকা ইউনিয়ন পরিষদের নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শন করতে হবে;
- ৮) কমিটি খাদ্য সামগ্রী উত্তোলন, বিতরণ ও হিসাব সংরক্ষণের জন্য দায়ী থাকবে।  
কমিটির সভাপতি নিরীক্ষার জন্য খাদ্যশস্যের মজুদ রেজিস্টার, মাস্টার রোল ও অন্যান্য হিসাবপত্র সংরক্ষণ করবেন;
- ৯) উপকারভোগীর বিষয়ে অভিযোগ প্রাপ্তির পর তা তদন্তপূর্বক বাতিল ও নতুনভাবে মনোনয়ন করতে হবে।

## ইউনিয়ন ভিজিডি কমিটি

### কমিটি গঠন

- ১) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান -সভাপতি

- ২) ইউনিয়ন পরিষদের সকল সদস্য (সংরক্ষিত আসনের নির্বাচিত মহিলা সদস্যসহ) - সদস্য
- ৩) সহযোগী বেসরকারি সংস্থার (NGO) প্রতিনিধি - সদস্য
- ৪) একজন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক (মহিলা) - সদস্য
- ৫) একজন মুক্তিযোদ্ধা - সদস্য
- ৬) পরিবার পরিকল্পনা ওয়ার্ড কর্মী - সদস্য
- ৭) বিগত চক্রের দুইজন উপকারভোগী - সদস্য
- ৮) স্থানীয় ২ জন গণ্যমান্য ব্যক্তি (১ জন পুরুষ ও ১ জন মহিলা) - সদস্য
- ৯) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ সচিব - সদস্য সচিব

উপজেলা নির্বাহী অফিসার এই কমিটির ৪, ৭, ৮ নং ক্রমিকের সদস্য নির্বাচন করবেন এবং ৫ নং সদস্য উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারের সাথে আলোচনাপূর্বক নির্বাচন করবেন।

#### কমিটির দায়িত্বাবলি

- নির্ধারিত শর্ত মোতাবেক ভিজিডি মহিলাদের সঠিক নির্বাচন নিশ্চিত করা;
- গমের সঠিক বিতরণ নিশ্চিত করা, বিশেষ করে ভিজিডি মহিলারা যাতে মাসিক ৩০ কিলোগ্রাম খাদ্য রেশন পায় তা নিশ্চিত করা;
- নির্দিষ্ট বিতরণ তারিখেই যেন খাদ্য বিতরণ করা হয় এবং সঠিকভাবে যেন সব রেকর্ড (মাস্টার রোল, মজুদ রেজিস্টার, সঞ্চয় রেজিস্টার, পরিদর্শন বই) সংরক্ষণ করা হয় তার নিশ্চয়তা বিধান করা;
- ইউনিয়ন পরিষদের সচিব ভিজিডি কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে সার্বিক দায়িত্ব পালন করবেন;

- সহযোগী বেসরকারি সংস্থাকে (NGO) প্রয়োজনীয় সমর্থন প্রদান করা এবং উন্নয়ন প্যাকেজ সেবা প্রদানে তাদের সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা;
- বেসরকারি সংস্থার সঞ্চয় ব্যবস্থাপনার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;
- যে সমস্ত ইউনিয়নে বেসরকারি সংস্থার উন্নয়ন সহযোগী নেই সে সমস্ত ইউনিয়নে ভিজিডি মহিলাদের জন্য সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে বিশেষ সভার আয়োজন করা;
- খাদ্য পণ্যের নিরাপদ এবং সঠিক গুদামজাতকরণের নিশ্চয়তা বিধান করা;
- ইউনিয়ন পরিষদ কেন্দ্রে সাইনবোর্ড স্থাপন এবং উক্ত সাইনবোর্ডে কেন্দ্রের নাম, ভিজিডি মহিলার মোট সংখ্যা, খাদ্য রেশনের পরিমাণ, বিতরণ তারিখ, প্রত্যেক মহিলার বাধ্যতামূলক মাসিক সঞ্চয়ের পরিমাণ (২৫ টাকা) এবং ভিজিডি খাদ্য চক্রের মেয়াদকাল স্পষ্টভাবে লেখার নিশ্চয়তা বিধান করা;
- খাদ্য বিতরণের পরবর্তী মাসের ৫ তারিখের মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানগণ (ইউনিয়ন পরিষদ সেক্রেটারি এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন) যাতে মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট পেশ করেন তার নিশ্চয়তা বিধান করা। এক্ষেত্রে, প্রতিটি ইউনিয়নের কমপক্ষে বরাদ্দকৃত কার্ডের সংখ্যা হবে ৫০টি।

### ইউনিয়নে ওয়ার্ড পর্যায়ে বয়স্ক ভাতা কমিটি কমিটির গঠন

- |  |           |
|--|-----------|
| ১) সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের নির্বাচিত সদস্য | -সভাপতি   |
| ২) সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের মহিলা সদস্য     | -উপদেষ্টা |
| ৩) ওয়ার্ড সদস্যবৃন্দ                  | -সদস্য    |

## কমিটির কর্মপরিধি

- ১) বয়স্ক ভাতা প্রদানের জন্য প্রণীত নীতিমালার আলোকে প্রাথমিকভাবে প্রার্থী বাছাই করে তালিকা প্রণয়ন করবে;
- ২) চূড়ান্ত অনুমোদনের লক্ষ্যে প্রণীত তালিকা সংশ্লিষ্ট উপজেলা কমিটির নিকট পেশ করবে;
- ৩) প্রাথমিকভাবে প্রার্থী বাছাই সংক্রান্ত অভিযোগের নিষ্পত্তি করবে তবে আপিলের প্রসঙ্গ দেখা দিলে তা উপজেলা কমিটিতে নিষ্পত্তির জন্য প্রেরণ করবে।

## নির্বাচন স্থগিত এমন ইউনিয়ন পরিষদে ওয়ার্ড কমিটি

- ১) উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা - সভাপতি
- ২) ইউনিয়ন পরিষদের সচিব - সদস্য
- ৩) সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ২ (দুই) জন গণ্যমান্য ব্যক্তি (১ জন পুরুষ + ১ জন মহিলা) - সদস্য  
(উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)
- ৪) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের ইউনিয়ন সমাজকর্মী সদস্য-সচিব

## সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের মনিটরিং ও রিপোর্টিং

ফলাফল ভিত্তিক পরিবীক্ষণ কাঠামোর অধীনে সাধারণত তিনটি স্তরের প্রতিটি স্তরের জন্য অনেকগুলো নির্দেশক চিহ্নিত করা হয়, প্রতিটি স্তরের জন্য লক্ষ্য মাত্রা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। প্রতিটি লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ফলাফল অর্জন চিহ্নিত করতে পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়া পরিচালনা করা হয়। এজন্য প্রাসঙ্গিক উদাহরণ এবং সম্ভাব্য উপায় বা হাতিয়ারসমূহ নিম্নের ৩টি অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে, যা উপরে বর্ণিত তিনটি স্তরের সাথে সংগতিপূর্ণ।

## কর্মসূচিসমূহের পরিবীক্ষণ

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে অন্তর্ভুক্ত কর্মসূচি ওয়ারি পরিবীক্ষণের লক্ষ্য হবে কর্মসম্পাদন নির্দেশক সমূহের (Performance indicators) বিপরীতে তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ; এসব নির্দেশকের মধ্যে রয়েছে:

- সেবা গ্রহীতার সংখ্যা
- প্রদত্ত সুবিধার সংখ্যা
- সুবিধাভোগী প্রতি গড় সুবিধা
- খানার মোট আয় বা মাথাপিছু আয়ের শতাংশ হিসেবে সুবিধার প্রকৃত মূল্যমান

প্রকল্পের কর্মসূচির সচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক প্রভাবসমূহ মনিটরিং নির্দেশিক নিম্নরূপ:

পরিকল্পনা অনুযায়ী যাতে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা যায় তার নিশ্চয়তা বধানের প্রক্রিয়াই হচ্ছে মনিটরিং। সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম পদ্ধতিগত মনিটরিং নিম্নরূপ:

- কার্যক্রমে প্রতিবন্ধকতার উপাদানসমূহ ও কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের শর্তাদি চিহ্নিত করা;
- কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নের প্রতিটি পর্যায়ে সর্বোচ্চ সফলতা অর্জনের জন্য বাস্তবায়নের লক্ষ্য, বাস্তবায়ন পদ্ধতি, বাস্তবায়নের নির্দেশিকা সঠিক ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করা;
- কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়মিত পর্যালোচনা কওে ত্রুটি বিচ্যুতি চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

**মনিটরিং এর বিবেচ্য বিষয়সমূহ:**

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম বাস্তবায়নে সেবা প্রদান ব্যবস্থায় উন্নতি সাধন, ফলাফল নথিভুক্ত করা, বিকল্প উপায়সমূহের কার্যকারিতা বিষয় নীর্তিনির্ধারকের অবহিত করা এবং কর্মসূচি ধারাবাহিকতাও সম্প্রসারণের জন্য চলমান পরিবীক্ষণ করা প্রয়োজন। মনিটরিং কার্যক্রম কখন, কিভাবে করা হবে তা সুনির্দিষ্ট থাকা এবং ফলাফল ভিত্তিক মনিটরিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন তিনটি অংশে বিভক্ত হবে;

১. উপকারভোগী বাচাইয়ের যথার্থতা মনিটরিং

২. কর্মসূচি বাস্তবায়নকালীন সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের উপায়সমূহ পরিবীক্ষণকরণ

৩. কর্মসূচি বাস্তবায়ন পরবর্তী উপকারভোগীর আর্থসামাজিক অবস্থা যাচাই

কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নের জন্য গঠিত কমিটিসমূহের বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন সভা, সভার কার্য বিবরণী, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ইত্যাদি মনিটরিং আওতায় আনা প্রয়োজন;

**রিপোর্টিং**

মনিটরিং এর পরবর্তী কার্যক্রম হচ্ছে রিপোর্টিং অর্থাৎ কার্যক্রমের প্রতিবেদন তৈরি এবং প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট অফিস/ সংস্থায় প্রেরণ বিভিন্ন প্রয়োজন। প্রতিবেদন বা রিপোর্টিং মূলত মাসিক, ত্রৈমাসিক ষান্মাসিক বা বৎসর ভিত্তিতে করা যায়। সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা কর্তৃক নানাধরনের প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হয় এবং এ সকল প্রতিবেদন উক্ত

সংস্থাসমূহের কর্তৃপক্ষের অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়। ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের যে সকল কর্মসূচিসমূহ বাস্তবিত হয়ে এর কার্যক্রমের বিষয়াদি হালনাগাদ করে কর্তৃপক্ষের চাহিদা মোতাবেক মাসিক/ত্রৈমাসিক/ষ্মাসিক/বার্ষিক প্রদেবদন তৈরি করে নিকট প্রেরণ করা বাঞ্ছনীয়। রিপোর্টিং এর মাধ্যমে কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নের ধারাবাহিক অবস্থা, এর অগ্রগতি, কার্যক্রম বাস্তবায়ন সমস্যা, ত্রুটি, কার্যক্রমের উপযোগীতা, আর্থিক সংশ্লেস, সকল স্টেক হোল্ডারগণের সম্পৃক্ততার ধরণ এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা।

### রিপোর্টিং এর বিবেচ্য বিষয়সমূহ

১. রিপোর্টিং এর মেয়াদ/সময়
২. কর্মসূচিভিত্তিক সেবাগ্রহীতা বা উপকারভোগীর ধরণ
৩. কর্মসূচি ভিত্তিক সুবিধাভোগীদেও রিপোর্টিং মেয়াদ প্রদত্ত সুবিধা প্রাপ্তির ধরণ
৪. আর্থিক বিবরণ;
  - (ক) কর্মসূচি ভিত্তিক আর্থিক সংশ্লেস
  - (খ) প্রশাসনিক ব্যয়
  - (গ) অন্যান্য ব্যয় (যদি থাকে)
৫. প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়:
  - (ক) কর্মসূচি সংগে সংশ্লিষ্ট কর্মীর সংখ্যা
  - (খ) প্রশিক্ষণ/অবহিতকরণ কোর্স এর বিবরণ
  - (গ) ইউনিয়ন পরিষদের সংশ্লিষ্টতার বিবরণ
৬. কমিটি সমূহের কার্যক্রম
  - (ক) কর্মসূচি ভিত্তিক সভা
  - (খ) গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত
৭. কর্মসূচি



## অধিবেশন-৬

উপকারভোগীদের জীবনমান ও দক্ষতা উন্নয়নে ইউনিয়ন  
পরিষদেও ভূমিকা



## অধিবেশন-৬

বিষয়: উপকারভোগীদের জীবনমান ও দক্ষতা উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা  
সময়: ৬০ মিনিট

### উপবিষয়:

৬.১ কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং উপকারভোগীদের জীবনমান ও দক্ষতা উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা।

৬.২ উপকারভোগীদের তথ্যাবলি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা।

### উদ্দেশ্য:

- ✓ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর উপকারভোগীদের জীবনমান স্বাভাবিক রাখার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকাসমূহ বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হবেন।
- ✓ উপকারভোগীদের আর্থসামাজিক তথ্যাবলী সংগ্রহ করা। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি পূর্বের অবস্থা ও পরের অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহণের পদ্ধতি এবং প্রয়োজনীয়তা বলতে পারবেন।

### প্রশিক্ষণ পদ্ধতি:

- ✓ বক্তৃতা আলোচনা
- ✓ দলীয় আলোচনা
- ✓ ব্রেইনস্টমিং
- ✓ স্লাইড/পেস্টার প্রদর্শনী

### অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া:

ধাপ-১:

সময় ৩০ মিনিট

সূচনাতে সহায়ক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সম্পর্কে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য এবং সচিব এর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জানতে চাইবেন। উপকার ভোগীদেও জীবনমান ও দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে কর্মসূচির শেষ হওয়ার পর ইউনিয়ন পরিষদেও ভূমিকা এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নে দলীয় কাজের জন্য ৪টি দলে ভাগ করতে হবে। দলীয় কাজ উপস্থাপনার পর সহায়ক পূর্ব প্রস্তুত স্লাইড/ পোস্টারের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা উপস্থাপন করবেন।

ধাপ- ২:

সময়: ২০ মিনিট

এ পর্যায়ে সহায়ক উপকার ভোগীদের আর্থসামাজিক অবস্থা, জীবনযাপন পদ্ধতি, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা, তথ্য গ্রহণ প্রক্রিয়া, তথ্য সংরক্ষণ ইত্যাদি, পূর্বে প্রস্তুতকৃত একটি চেকলিষ্ট পূর্ব প্রস্তুতকৃত স্লাইড/ পোস্টারের মাধ্যমে উপস্থাপন করবেন।

ধাপ- ৩:

সময়: ১০ মিনিট

অংশগ্রহণকারীগণ কর্তৃক অধিবেশন ভিত্তিক আলোচনার সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন। সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন শেষে পরবর্তী দিনে সেশন উপস্থাপনের জন্য ৪টি জেলাকে নির্বাচিত করে ৪টি দলে ভাগ করে দিতে হবে। প্রতি দলে জন্য ৩জন কণ্ঠে অংশগ্রহণকারী নির্বাচন করতে হবে (একজন সহায়ক এবং ২ জন সহ-সহায়ক)।

## পাঠ সহায়িকা

### অধিবেশন- ৬: উপকারভোগীদের জীবনমান ও দক্ষতা উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা

#### ৬.১ প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং উপকারভোগীদের জীবনমান ও দক্ষতা উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা।

ক্ষুধানির্মূল ও গ্রামীণ দারিদ্র্য দূরীকরণের উপর বেশি নজর দেয়ার ফলে কর্মসূচিতে উপকারভোগীদের অংশগ্রহণ হার ও কর্মসূচির অর্থায়ন এ দুটো দিক দিয়ে বাংলাদেশে খাদ্য সহায়তা ও পল্লী কর্মসংস্থান ভিত্তিক কর্মসূচির প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।

সামাজিক নিরাপত্তা কার্যকর ভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে জীবনমান ও দক্ষতা উন্নয়নেই ইউনিয়ন পরিষদের জন্য বিবেচ্য বিষয়গুলো নিম্নরূপ:

- সামাজিক কার্যক্রমের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে সহায়তা করার জন্য সহজীকৃত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা;
- সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি পরিচালনায় ও বাস্তবায়নে স্থানীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের পেশাদারিত্বের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কার্যকর সেবাপ্রদান;
- সঠিক সুবিধা ভোগী চিহ্নিত করা;
- কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা জোরদার;

- কর্মসূচিসমূহের আওতায় সর্বাধিক ঝুঁকিগ্রস্ত পরিবার/জন গোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা গ্রহণ;
- সুবিধাভোগী নির্বাচন, প্রতিশ্রুত সুবিধা/ সেবা প্রদানে সচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ।

উপোরক্ত বিবেচ্য বিষয়সমূহ যথাযথভাবে কার্যকর করার দায়িত্ব ইউনিয়ন পরিষদের উপর বর্তায়। যে লক্ষ্যে কর্মসূচি বা স্তবায়নের মাধ্যমে উপকারভোগীদের জীবনমানের উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হলো:

যেহেতু বাংলাদেশের অধিক দরিদ্র জনগোষ্ঠী গ্রাম অঞ্চলে বসবাস করে এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষুধানিমূল ও দরিদ্রতা দূরীকরণের উপায় অতএব গ্রামীণ জনগণের খুবই নিকটবর্তী স্থানীয় সেবামূলক প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তার কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়ন যথাযথ বলে মনে করা হয়। এ প্রেক্ষিতে ইউনিয়ন পরিষদকে সামাজিক নিরাপত্তার কর্মসূচি বাস্তবায়নে জীবনমান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তার কর্মসূচিসমূহের উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটির বিবরণ নিচে দেওয়া হলোঃ

অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ভাতা প্রদান কর্মসূচি

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

অনগ্রসর প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অসহায়ত্ব, বেকারত্ব এবং সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের জন্য সরকার নিম্নবর্ণিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রতিবন্ধী ভাতা কর্মসূচি প্রবর্তনকরে:

১. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি প্রদত্ত সাংবিধানিক ও আইনগত প্রতিশ্রুতি পূরণ;
২. অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন;
৩. দুঃস্থ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় আনয়ন;
৪. সুনির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ পূর্বক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাছাইকৃত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য মাসিক ভাতা প্রদান;
৫. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিষয়টি জাতীয় কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তকরণ।

## কর্মসূচির পরিধি

সমগ্র বাংলাদেশ অর্থাৎ দেশের ৬৪ টি জেলার সকল শ্রেণীর পৌরসভা ও পল্লী এলাকার ইউনিয়নের ওয়ার্ড এবং সিটিকর্পোরেশনের থানাসমূহে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর আনুপাতিক হারে অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদান করা হবে।

## প্রার্থী নির্বাচনের মানদণ্ড

১. আবেদনকারীকে অবশ্যই বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন, ২০০১ এর সংজ্ঞানুযায়ী প্রতিবন্ধী হতে হবে;
২. বাছাইকালে আবেদনকারীর আর্থ- সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় আনতে হবে;
৩. ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে বৃদ্ধ/বৃদ্ধা প্রতিবন্ধীদেও অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে;
৪. ভূমিহীন ও গৃহহীন প্রতিবন্ধীগণ ভাতা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার লাভ করবে;
৫. নারী প্রতিবন্ধীদেও অগ্রাধিকার দিতে হবে;
৬. বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দিতে হবে;
৭. নতুন ভাতাভোগী মনোনয়নে অধিকতর দারিদ্র্য পীড়িত ও অপেক্ষাকৃত পশ্চাদপদ বা দূরবর্তী এলাকাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
৮. চিকিৎসার লক্ষ্যে গরীব মানসিক/অটিস্টিক প্রতিবন্ধীশিশু (বয়স শিথিল যোগ্য) এবং সম্পূর্ণ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

## ভাতা প্রাপকের যোগ্যতা ও শর্তাবলী

১. সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থায়ীবাসিন্দা হতে হবে;
২. প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন- ২০০১ অনুযায়ী জেলা সমাজসেবা কার্যালয় হতে নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র গ্রহণ করতে হবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যে জেলার স্থায়ীবাসিন্দা সে জেলা হতে নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র গ্রহণ করবেন;
৩. মাথাপিছু বার্ষিক আয় ৩৬,০০০ (ছত্রিশ হাজার) টাকার উর্ধে নয় এমন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ;
৪. আবেদনকারীকে অবশ্যই দুঃস্থ প্রতিবন্ধী হতে হবে;
৫. ৬ (ছয়) বছরের উর্ধে সকল ধরনের প্রতিবন্ধীকে ভাতা প্রদানের জন্য বিবেচনায় নিতে হবে;
৬. বাছাইকমিটি কর্তৃক নির্বাচিতহতেহবে।

## বয়স্কভাতা

### বয়স্কভাতা কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

দেশের বয়োজ্যেষ্ঠ দুঃস্থ, অবহেলিত, সুবিধাবঞ্চিত এবং অনগ্রসর মানুষের কল্যাণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি প্রবর্তন করে। বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:

১. বয়স্ক জনগোষ্ঠীর আর্থ- সামাজিক উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান;
২. পরিবার ও সমাজে তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি;
৩. আর্থিক অনুদানের মাধ্যমে তাঁদের মনোবল জোরদারকরণ;
৪. চিকিৎসা ও পুষ্টি সরবরাহ বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।

### কার্যক্রমের পরিধি:

সমগ্র বাংলাদেশ অর্থাৎ দেশের সকল সিটিকর্পোরেশন, ৬৪টি জেলার সকল উপজেলা, থানা, সকল শ্রেণীর পৌরসভা ও পল্লী এলাকার ইউনিয়ন পরিষদে বসবাসরত ৬৫ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সের পুরুষ এবং ৬২ বা তদুর্ধ্ব বয়সের মহিলা কিংবা সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত বয়সের ব্যক্তিকে জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির আওতাভুক্ত করা হবে।

### প্রার্থী নির্বাচনের মানদণ্ড:

- (ক) নাগরিকত্ব: প্রার্থীকে অবশ্যই বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিক হতে হবে।
- (খ) বয়স: সর্বোচ্চ বয়স্ক ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।
- (গ) স্বাস্থ্যগত অবস্থা: যিনি শারীরিকভাবে অক্ষম অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে কর্মক্ষমতাহীন তাঁকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে।
- (ঘ) আর্থ- সামাজিক অবস্থা:
  - (১) আর্থিক অবস্থার ক্ষেত্রে: নিঃস্ব, উদ্বাস্তু ও ভূমিহীনকে ক্রমানুসারে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
  - (২) সামাজিক অবস্থার ক্ষেত্রে: বিধবা, তালাক প্রাপ্তা, বিপত্ত্ববীক, নিঃসন্তান, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিদেরকে ক্রমানুসারে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
- (ঙ) ভূমির মালিকানা: ভূমিহীন ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে বসতবাড়ী ব্যতীত কোনো ব্যক্তির জমির পরিমাণ ০.৫ একর বা তার কম হলে তিনি ভূমিহীন বলে গণ্য হবেন।

## ভাতা প্রাপ্তির যোগ্যতা ও শর্তাবলী :

১. সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে;
২. জন্ম নিবন্ধন/জাতীয় পরিচিতি নম্বর থাকতে হবে;
৩. বয়স পুরুষের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ৬৫ বছর এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ৬২ বছর হতে হবে।

সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত বয়স বিবেচনায় নিতে হবে;

৪. প্রার্থীর বার্ষিক গড় আয় অনূর্ধ্ব ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা হতে হবে;
৫. বাছাই কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত হতে হবে।

বিঃ দ্রঃ বয়স নির্ধারণের ক্ষেত্রে জাতীয় পরিচয়পত্র, জন্ম নিবন্ধন সনদ, এসএসসি/সমমান পরীক্ষার সনদপত্র বিবেচনা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কোন বিতর্ক দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

## ভাতা প্রাপ্তির অযোগ্যতা:

১. সরকারি কর্মচারী পেনশনভোগী হলে;
২. দুঃস্থ মহিলা হিসেবে ভিজিডি কাডধারী হলে;
৩. অন্য কোনোভাবে নিয়মিত সরকারি অনুদান/ভাতা প্রাপ্ত হলে;
৪. কোনো বেসরকারি সংস্থা/সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান হতে নিয়মিতভাবে আর্থিক অনুদান/ভাতা প্রাপ্ত হলে।

## প্রার্থী বাছাই পদ্ধতি:

### বাছাই কমিটি:

১. বয়স্কভাতা প্রদানের লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য ইউনিয়ন পর্যায়ে একটি কমিটি থাকবে;
২. চূড়ান্তপ্রার্থী বাছাইয়ের জন্য উপজেলা পর্যায়ে একটি কমিটি থাকবে;
৩. সকল শ্রেণীর পৌরসভার জন্য একটি পৃথক কমিটি থাকবে;
৪. মহানগর এলাকার জন্য একটি কমিটি থাকবে;
৫. কমিটিসমূহ তাদেও কর্মপরিধি অনুযায়ী ভাতাভোগী নির্বাচন ও ভাতা বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

## বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা প্রদান কর্মসূচি

### কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

দেশের বয়োজ্যেষ্ঠ দুঃস্থ অবহেলিত, পশ্চাৎপদ, দরিদ্র এবং অনগ্রসর মানুষের কল্যাণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা কর্মসূচি প্রবর্তন করে। এ কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপঃ

১. বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান;
২. পরিবার ও সমাজে তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি;
৩. আর্থিক অনুদানের মাধ্যমে তাঁদের মনোবল জোরদার করা;
৪. চিকিৎসা সহায়তা ও পুষ্টি সরবরাহ বৃদ্ধিতে আর্থিক সহায়তা প্রদান;

### কর্মসূচির পরিধি:

বাংলাদেশের সকল উপজেলা ও উন্নয়ন সার্কেল এবং সকল শ্রেণীর পৌরসভায় প্রতিটি ওয়ার্ডে জনসংখ্যার ভিত্তিতে অতীব দরিদ্র দুঃস্থ অসহায় বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা মহিলাকে প্রতিমাসে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে এ ভাতা প্রদান করা হবে।

### বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ:

(ক) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সমাজসেবা অধিদফতর বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে। এ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া জেলা সমাজসেবা কার্যালয় এবং উপজেলা ও শহর সমাজসেবা কার্যালয়সমূহের সাংগঠনিক কাঠামোতে বিদ্যমান জনবল, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং ওয়ার্ড/ইউনিয়ন/ পৌরসভা এলাকার সংশ্লিষ্টজন প্রতিনিধিদেও সহায়তায় সম্পাদিত হবে।

(খ) এ কর্মসূচি সার্বিকভাবে তত্ত্বাবধানের জন্য মাননীয় অর্থ মন্ত্রীর সভাপতিত্বে ‘সামাজিক নিরাপত্তাবলয় কর্মসূচির সার্বিক তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি’ থাকবে। তাছাড়া জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে জেলা স্টিয়ারিং কমিটি এবং জাতীয় পর্যায়ে সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি থাকবে।



৮. প্রার্থী নির্বাচনের মানদণ্ড:

- (ক) নাগরিকত্ব: প্রার্থীকে অবশ্যই বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিক হতে হবে।
- (খ) বয়স: বয়স অবশ্যই ১৮ (আঠার) বছরের ঊর্ধ্বে হতে হবে। তবে সর্বোচ্চ বয়স্ক মহিলাকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।
- (গ) স্বাস্থ্যগত অবস্থা: যিনি শারীরিকভাবে অক্ষম অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে কর্মক্ষমতাহীন তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে।
- (ঘ) আর্থ-সামাজিক অবস্থা:
  - (১) আর্থিক অবস্থার ক্ষেত্রে: নিঃস্ব, উদ্বাস্ত ও ভূমিহীনকে ক্রমানুসারে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
  - (২) সামাজিক অবস্থার ক্ষেত্রে: নিঃসন্তান, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিদেরকে ক্রমানুসারে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
- (ঙ) ভূমির মালিকানা: ভূমিহীন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে বসতবাড়ী ব্যতীত কোন ব্যক্তির জমির পরিমাণ ০.৫ একর বা তার কম হলে তিনি ভূমিহীন বলে গণ্য হবেন।

৯. ভাতা প্রাপকের যোগ্যতা ও শর্তাবলী:

- ১. সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে;
- ২. জন্ম নিবন্ধন/জাতীয় পরিচিতি নম্বর থাকতে হবে;
- ৩. বয়ঃবৃদ্ধা অসহায় ও দুঃস্থ বিধবাবা স্বামী পরিত্যক্তা মহিলাকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে;
- ৪. যিনি দুঃস্থ, অসহায়, প্রায় ভূমিহীন, বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্তা এবং যার ১৬ বছর বয়সের নীচে ২টি সন্তান রয়েছে, তিনি ভাতা পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন;
- ৫. দুঃস্থ দরিদ্র বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তাদের মধ্যে যারা প্রতিবন্ধী ও অসুস্থ তারা ভাতা পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন;
- ৬. প্রার্থীর বার্ষিক গড় আয় : অনূর্ধ্ব ১২,০০০ (বার হাজার) টাকা হতে হবে;
- ৭. বাছাই কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত হতে হবে।

বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদেও ভাতা প্রাপ্তির অযোগ্যতা :

- ১. যিনি সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মজীবী;
- ২. যিনি উত্তরাধিকার সূত্রে পেনশনের সুবিধা পেয়ে থাকেন;
- ৩. যিনি দুঃস্থ মহিলা হিসেবে ভিজিডি কার্ডধারী;
- ৪. যিনি অন্য কোনভাবে নিয়মিত সরকারি অনুদান পেয়ে থাকেন;

৫. যিনি কোন বেসরকারি সংস্থা/সমাজ কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান হতে নিয়মিত আর্থিক অনুদান পেয়ে থাকেন।

প্রার্থী বাছাই পদ্ধতি:

বাছাই কমিটি:

১. বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা প্রদানের লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য ইউনিয়ন পর্যায়ে একটি কমিটি থাকবে।
২. চূড়ান্তপ্রার্থী বাছাইয়ের জন্য উপজেলা পর্যায়ে একটি কমিটি থাকবে।
৩. সকল শ্রেণীর পৌরসভার জন্য একটি কমিটি থাকবে।
৪. কমিটিসমূহ তাদের কর্মপরিধি অনুযায়ী ভাতা ভোগী নির্বাচন ও ভাতা বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ভিজিএফ কর্মসূচি

ক) উদ্দেশ্য

১. দুঃস্থ ও দরিদ্র জন সাধারণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
২. দুঃস্থ ও শিশুদের মধ্যে পুষ্টি অবনতি রোধে সাহায্য করা;
৩. উপকারভোগীদেরকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে সাময়িকভাবে সাহায্য করার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে অবদান রাখা;
৪. কর্মহীন সময়ে (Lean Period) দরিদ্র জনসাধারণকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা;
৫. প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা ইত্যাদি কারণে ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র জনসাধারণকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা।

ভিজিডি কর্মসূচি

উদ্দেশ্য

১. মহিলাদের বিপণনযোগ্য দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করা, সঞ্চয়ের মাধ্যমে বিনিয়োগের প্রারম্ভিক মূলধন সংগ্রহের জন্য উৎসাহিত করা এবং ঋণ প্রাপ্তিতে সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে উপার্জনক্ষম করে তোলা এবং চলমান উন্নয়ন কর্মসূচিগুলোতে অন্তর্ভুক্তকরণের জন্য যোগ্য করে তোলা;

২. ব্যবহারিক শিক্ষা এবং অন্যান্য মানব সম্পদ উন্নয়ন সম্পর্কিত দক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণে দরিদ্র মহিলাদের দলবদ্ধভাবে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের দুর্যোগ মোকাবেলা ও পুষ্টি উন্নয়নসহ সকল ক্ষেত্রে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

### ভিজিডি মহিলা নির্বাচনের শর্তাবলি

যে সকল পরিবারের মহিলা সদস্য নিম্নোক্ত শর্ত (অন্ততঃ ৩টি) পূরণ করবে তাঁরা বাছাইয়ের অগ্রাধিকার পাবেন। তবে, ভূমিহীন যেসব পরিবারের প্রধান মহিলা এবং অন্য কোন আয়ের উৎস নেই, সেইসব পরিবার অগ্রাধিকার পাবে। এ ছাড়া, ভিজিডি কর্মসূচির মাধ্যমে যে সকল পরিবারে গর্ভবতি মা অথবা ২৪ মাস বয়সের কম শিশু সন্তান রয়েছে তাকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১. প্রকৃত অর্থে ভূমিহীন অর্থাৎ যাদের কোন জমি নেই অথবা ০.১৫ একরের কম জমির মালিক। এক্ষেত্রে, ভূমিহীন পরিবার অগ্রাধিকার পাবে।
২. যেসব পরিবার দৈনিক অথবা অনিয়মিত দিন মজুর হিসাবে অতি সামান্য আয় করে জীবিকা নির্বাহ করে এবং সুনির্দিষ্ট কোন আয়ের উৎস নেই।
৩. পরিবারের গর্ভবতি মা অথবা ২৪ মাসের কম বয়সের শিশু সন্তান আছে (সন্তান সংখ্যা কোন ক্রমেই ২ জনের অধিক হবে না) তাদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং প্রতি ইউনিয়ন এ ধরনের পরিবারের জন্য ১০% কোটা নিশ্চিত করতে হবে।
৪. পরিবার প্রধান মহিলা এবং কোন উপার্জনক্ষম পুরুষ সদস্য অথবা অন্য কোন আয়ের উৎস নেই।
৫. একটি পরিবার কেবলমাত্র একটি ভিজিডি কার্ড পাবে।
৬. নির্বাচিত মহিলাগণ বিনাশর্তে এবং বিনামূল্যে ভিজিডি কার্ড পাওয়ার অধিকারী হবেন। কার্ড প্রাপ্তির বিনিময়ে কোন অবস্থাতেই কোন প্রকার সেবা বা মূল্য আদায় করা যাবে না।

### বাছাই প্রক্রিয়া

ইউনিয়ন পর্যায়ে ভিজিডি মহিলা বাছাইয়ের শর্তাবলী, প্রক্রিয়া এবং নির্দেশনাসমূহ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা ইউনিয়ন পর্যায়ে ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটির সাথে আলোচনা করে বাছাই সম্পর্কে সম্যক ধারণা দিবে। এই আলোচনা সভার পর 'ইউনিয়ন ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি' প্রতিটি ওয়ার্ডের জন্য পৃথক পৃথক চার সদস্য বিশিষ্ট ক্ষুদ্র দল গঠন করবে। এই ক্ষুদ্র দলের সদস্যগণ হবেন সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের পুরুষ ও মহিলা সদস্য, ইউনিয়ন পর্যায়ের একজন সরকারি কর্মচারী এবং ভিজিডি কার্যক্রমে নিয়োজিত এনজিও'র প্রতিনিধি। প্রতিটি ক্ষুদ্র দলের প্রধান হবেন সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের মহিলা সদস্য।

## গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ (কাবিখা/কাবিটা) কর্মসূচি

### উদ্দেশ্য

- ১) প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ এবং সাধারণ অবস্থায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়ন করাই এ কর্মসূচির উদ্দেশ্য;
- ২) এ কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হলো গ্রামীণ এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি, গ্রামীণ জনগণের আয় বৃদ্ধি, দেশের সর্বত্র খাদ্য সরবরাহের ভারসাম্য আনয়ন এবং দরিদ্র বিমোচনে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি।

## গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ (টি আর) কর্মসূচি

### উদ্দেশ্য

১. ছোট ছোট প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে সারাদেশে দরিদ্র/শ্রমিক/বেকার জনসাধারণের কর্মসংস্থানসহ শিক্ষা ও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) কর্মসূচিতে খাদ্যশস্য বরাদ্দ করা;
২. কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি সমাজের অর্থনৈতিকভাবে অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও দুঃস্থ জনগণের অংশগ্রহণে তাদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও এ কর্মসূচির অন্যতম উদ্দেশ্য।

## সেবা প্রদানে ইউনিয়ন পরিষদের করণীয়

- সকল ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মাধ্যমে উপকারভোগীদেও ডাটা বেইজ সংরক্ষণ;
- সঠিক উপকারভোগী নির্বাচনে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান;
- পূর্বে নির্বাচিত উপকারভোগী সঠিক না হলে তা বিধি মোতাবেক সঠিক উপকারভোগীকে প্রতিস্থাপন;
- সামাজিক নিরাপত্তা প্রয়োজন এমন ব্যক্তিদের তালিকাভুক্ত;
- প্রতি বছর উপকারভোগী সম্পর্কে আর্থিক ও সামাজিক তথ্যাদি সংগ্রহ ও হালনাগাদ করণ;
- সেবা প্রদানকারী সরকারি কার্যালয়ের সাথে নিবিড় সম্পর্ক রাখা;
- মানসম্মত সেবা প্রদানের জন্য সরকারি কার্যালয়সমূহকে সহযোগিতা করা।

## ৬.২ উপকারভোগীদের তথ্যাবলি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা।

বর্তমানযুগ তথ্য-প্রযুক্তির যুগ। যে দেশের তথ্যভাণ্ডার যত বেশী সমৃদ্ধ এবং যত বিচক্ষণ তার সাথে কাজে লাগাতে সক্ষম হচ্ছে সে দেশ তত বেশী শক্তিশালী। পৃথিবী এখন ২টি ভাগে বিভক্ত। এক অংশের জনগণ তথ্য ভাণ্ডারের সংগে সম্পৃক্ত, অপর অংশ তথ্য জগতের সুবিধা থেকে বঞ্চিত। ফলে সৃষ্টি হয়েছে ডিজিটাল ডিভাইড। গ্রামীণ জনগণের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন কর্মকান্ড তথ্যভিত্তিক করা অপরিহার্য। এ ক্ষেত্রেই উনিয়ন পরিষদের জন্য প্রণীত স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ৭৮, ৭৯ ও ৮০ নং ধারায় তথ্যপ্রাপ্তির, তথ্য সরবরাহ ও তথ্য ব্যবহারের দিকনির্দেশনা রয়েছে। আর্থিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে তথ্যকে যথাযথ প্রয়োগের বিধান রাখা হয়েছে।

তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারে তথ্য ও প্রযুক্তির ৪টি বৈশিষ্ট্য রয়েছে;

১. কার্যকর ও দ্বিমুখী যোগাযোগ
২. সার্বক্ষণিক সেবাপ্রাপ্তি
৩. স্বল্প যোগাযোগব্যয়
৪. ভৌগোলিক সীমারেখা ভিত্তিক

তথ্যেও অবাধ প্রবাহের মাধ্যমে উপজেলার আওতাধীন, ইউনিয়ন পরিষদ, সেবা সংস্থা, জাতি গঠনমূলক প্রতিষ্ঠান, হস্তান্তরিত ও অহস্তান্তরিত বিভাগ এলাকার সাধারণ জনগণের সেবা প্রদানসহ সামগ্রিক অর্থনৈতিক ও বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডে ব্যাপক অবদান রাখতে পারে। এলাকার সাধারণ জনগণের চাহিদা ও জীবনমান উন্নয়নের নিজস্ব পরিকল্পনা ইত্যাদি নীতি নির্ধারকদের নিকট জানাতে পারে।

ইউনিয়ন পরিষদের বিস্তৃত কার্যক্রমের মধ্যে তথ্য সংগ্রহ, তথ্য সমাবেশ, তথ্য সংরক্ষণ এবং তথ্য হালনাগাদ করে নিয়মিত ব্যবহার করা অত্যন্ত অপরিহার্য। বর্তমানে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে একটি ডিজিটেল সেন্টার রয়েছে এবং ডিজিটেল সেন্টারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে হালনাগাদ করণ, বিন্যাস, বিশ্লেষণ এবং ব্যবহার করা যেতে পারে।

তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য নিম্নোক্ত বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন

- ইউনিয়ন পরিষদকে ওয়ার্ড ভিত্তিক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে।
- তথ্যসমূহ অন্ততঃ প্রতি তিন মাস অন্তর বাৎসরিক সংগৃহীত তথ্য হালনাগাদ করতে হবে।
- জীবনচক্র ভিত্তিক তথ্য ভাগ কওে সংযোজন করতে হবে।
- তথ্য সংরক্ষণ এবং অত্র ইউনিয়নে ডিজিটাল সেন্টার কে ব্যবহার করতে হবে।

- খানা জরিপের ক্ষেত্রে প্রতিটি পরিবারের সদস্যগণের বয়স, শারিরিক সক্ষমতা/অক্ষমতা বিষয়
- পরিবারের আর্থিক অবস্থা যেমন-দরিদ্র অতিদরিদ্র ইত্যাদিও বিবরণ
- পরিবারের সদস্যগণের আয়ের উৎস
- পরিবারের কোন সদস্য বা পরিবার সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ইতোপূর্বে উপকারবোগী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন কি-না, কর্মসূচির ধরণ, বৎসর ইত্যাদি সংরক্ষণ।

### তথ্য সংগ্রহের উল্লেখযোগ্য দিক

- এলাকার আবহাওয়া, জলবায়ু, পরিবেশ জনগণের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিবরণ, ইত্যাদি নিয়মিত সংরক্ষণ ও হালনাগাদ করা।
- এলাকার সামগ্রিক জনগোষ্ঠীর জীবন চক্রের অবস্থা অর্থাৎ গর্বকালীন শিশুর অবস্থা থেকে বৃদ্ধ জনগোষ্ঠীর জীবনমানের বিবরণ সংরক্ষণ।
- এলাকার হতদরিদ্র, ভূমিহীন, বিভিন্ন পঙ্গু, অক্ষম, শারিরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধি সংরক্ষণ হালনাগাদ।
- তথ্যাবলী সংরক্ষণের ইউনিয়ন পরিষদ পৃথক রেজিস্ট্রার ব্যবহার করবে।
- ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার তথ্যাবলী সংরক্ষণ ও হালনাগাদ করবে।

# দ্বিতীয় দিন

❖ অধিবেশন উপস্থাপন

❖ স্থানীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন কৌশল

❖ স্থানীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ব্যবস্থাপনা

## অধিবেশন -৭

বিষয়: অধিবেশন উপস্থাপন

সময়: ৯০ মিনিট

### উপবিষয়:

৭.১ অধিবেশন পরিচালনায় প্রশিক্ষকের করণীয়

সেশন উপস্থাপন -

৭.২ সামাজিক নিরাপত্তার ধারণা ও সামাজিক সেবা

৭.৩ জীবনচক্র ভিত্তিক কর্মসূচি

৭.৪ উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া

৭.৫ সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্প বাস্তবায়নে ইউপি'র ভূমিকা।

### উদ্দেশ্য:

- ✓ প্রশিক্ষণার্থীগণ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য এবং সচিবগণের জন্য আয়োজিত প্রশিক্ষণে বিষয় ভিত্তিক সেশন পরিচালনার ক্ষেত্রে অধিক দক্ষতা অর্জন করবেন।

### প্রশিক্ষণ পদ্ধতি:

- ✓ বক্তৃতা আলোচনা
- ✓ প্রশ্ন উত্তর
- ✓ ব্রেইন স্টর্মিং
- ✓ স্লাইড/পোস্টার প্রদর্শনী

### অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া:

ধাপ-১:

সময় : ১৫ মিনিট

সহায়ক প্রশিক্ষণ পরিচালনার কৌশল ও করণীয় সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীগণের ধারণা জানতে চাইবেন। এরপর সহায়ক পূর্ব প্রস্তুত স্লাইড/ পোস্টার এর মাধ্যমে অধিবেশন পরিচালনায় প্রশিক্ষকের করণীয় বিষয়সমূহ তুলে ধরবেন।



ধাপ-২:

সময় : ৬০ মিনিট

৪টি দলের দলীয় উপস্থাপনা প্রশিক্ষণার্থীগণের মধ্যে ৪টি দলে দলীয় কাজের দল ভিত্তিক উপস্থাপনা।

ধাপ-৩:

সময় : ১৫ মিনিট

৪টি দলের উপস্থাপনা শেষে সহায়ক কর্তৃক দলীয় কাজের/উপস্থাপনার বিষয় প্রশিক্ষণার্থীগণের মতামত জানতে চাইবেন। প্রশিক্ষণার্থীগণের মতামতের সারসংক্ষেপ আলোচনা কওে অধিবেশন সমাপ্ত করবেন।

## পাঠ সহায়িকা

### ৭.১ অধিবেশন পরিচালনায় প্রশিক্ষকের করণীয়

প্রশিক্ষকগণের করণীয়/বর্জনীয়

- আলোচনার বিষয় সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা;
- প্রশিক্ষণার্থীদেও বুঝার মত সময় নিয়ে কথা বলা;
- পরিচ্ছন্ন উচ্চারণ;
- সহজ/প্রজ্ঞল ভাষা ব্যবহার;
- রাগ/উত্তেজনা পরিহার করা;
- পোষাক ও ব্যবহারে মার্জিত হওয়া;
- প্রশিক্ষণ কক্ষ অবলোকন করে নেয়া;
- কক্ষের আয়তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কথা বলা;
- প্রশিক্ষণের উপকরণ পূর্বেই পরীক্ষা করে নেয়া;
- প্রশিক্ষণার্থীদের সম্পর্কে ধারণা নেয়া;
- যথাযথভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধকরণ;
- প্রশিক্ষণার্থীদেও দিকে সামনে থেকে কথা বলা;
- সব সময় পজিটিভ কথা বলার চেষ্টা করা;

- মত প্রকাশে বাধা না দেয়া;
- নতুন ধারণা/তথ্য গ্রহণ করা;
- আলোচনার সময় উচ্ছল থাকা;
- শারীরিক ভাষা যথাযথ ভাবে প্রকাশ করা;
  - প্রশিক্ষণার্থীগণের মাঝামাঝি অবস্থান করে কথা বলার চেষ্টা করা;
  - সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণপরিচালনার চেষ্টা করা;
  - প্রশিক্ষণার্থীদেরকে প্রশ্ন করা এবং তাদের প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করা;
  - গল্প/অভিজ্ঞতা আলোচনার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রাণবন্ত করা;
  - কেউ হয়ে প্রতিপন্ন হতে পাও এমন বিষয়ে আলোচনা থেকে বিরত থাকা;
  - রাজনৈতিক আলোচনা থেকে যথাসম্ভব বিরত থাকা;
  - বিষয়ের বাহিরে আলোচনায় না যাওয়া;
  - সময় সুযোগ থাকলে অনুশীলনের ব্যবস্থা করা;
  - কথার ফাঁকে উদাহরণ দেয়ার চেষ্টা করা;
  - আঞ্চলিক ভাষায় কথা না বলা, তবে সাধু ভাষায় প্রচলিত শব্দের সাথে প্রশিক্ষণ এলাকার প্রচলিত শব্দ প্রয়োগ করা যেতে পারে;
  - সকলের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে কথা বলা;
  - আলোচনা/প্রশ্নের সময় কারো কথা নিয়ে হাসিঠাট্টা করা থেকে বিরত থাকা;
- সকলের কথার সমান গুরুত্ব দেয়া।
  - গাইডকরারমানসিকতারাকা;
  - একগ্রতা ও পারস্পরিক বোঝাপড়া থাকা;
  - ক্ষমতা ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকা;
  - কথাবলাএবং শোনার ধৈর্য থাকা;
  - প্রশিক্ষণের বিষয়কে বিশ্লেষণ করার দক্ষতা থাকা;
  - বিশাল বর্ণনা বা অতিসংক্ষেপে কথা শেষ না করে মাঝামাঝি অবস্থানে থাকা।

## পদ্ধতি

- একক বক্তৃতা;
- উভয় পক্ষের আলোচনা;
- গ্রুপ আলোচনা;
- প্রতিবেদন তৈরীর মাধ্যমে;
- অনুশীলনের মাধ্যমে;
- সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে;
- দল থেকে দলে;
- খেলার মাধ্যমে শিক্ষা;
- অভিজ্ঞতা বিনিময়;
- মত বিনিময়;
- বুদ্ধি খাঁটিয়ে শেখা;
- ছবি দেখানোর মাধ্যমে শেখা;
- ওয়ার্কশপের মাধ্যমে;
- হাতে কলমে শেখা;
- প্যানেল আলোচনা;

## অধিবেশন-৮

বিষয়: স্থানীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন কৌশল  
সময়: ৪৫ মিনিট

### উপবিষয়:

- ৮.১ স্থানীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন নীতিমালা।
- ৮.২ স্থানীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন কৌশল।

### উদ্দেশ্য:

মাঠপর্যায়ে এনআইএলজি কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য ইউনিয়ন পরিষদেও নির্বাচিত সদস্যগণের প্রশাসন অবহিতকরণ কোর্সের বিষয় ও কৌশল সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবে।

### প্রশিক্ষণ পদ্ধতি:

- ✓ বক্তৃতা আলোচনা
- ✓ প্রশ্ন উত্তর
- ✓ ব্রেইন স্টর্মিং
- ✓ স্লাইড/পেস্টার প্রদর্শনী

### অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া:

#### ধাপ-১:

সময় : ৩০ মিনিট

সহায়ক পূর্বে প্রস্তুতকৃত স্লাইডের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীগণকে মাঠপর্যায়ে এনআইএলজি কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য ইউনিয়ন পরিষদেও নির্বাচিত সদস্যগণের প্রশাসন অবহিতকরণ কোর্সেও বিষয় ও কৌশল সম্পর্কে উপস্থাপন করবেন।

## অধিবেশন - ৯

বিষয়: স্থানীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ব্যবস্থাপনা

সময়: ৪৫ মিনিট

উপবিষয়:

৯.১ স্থানীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ব্যবস্থাপনা

৮.২ স্থানীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ সমন্বয় করণ।

উদ্দেশ্য:

মাঠ পর্যায়ে এনআইএলজি কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের (চেয়ারম্যান, সদস্য) প্রশাসন অবহিতকরণ কোর্সের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির কোর্স পরবর্তী প্রতিবেদন প্রেরণের বিষয় সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবে।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি:

- ✓ বক্তৃতা আলোচনা
- ✓ প্রশ্ন উত্তর
- ✓ ব্রেইন স্টমিং
- ✓ স্লাইড/পোস্টার প্রদর্শনী

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া:

ধাপ-১:

সময় : ৪৫ মিনিট

সহায়ক পূর্বে প্রস্তুতকৃত স্লাইডের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীগণ কে মাঠপর্যায়ে এনআইএলজি কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য ইউনিয়ন পরিষদেও নির্বাচিত সদস্যগণের প্রশাসন অবহিতকরণ কোর্সের ব্যবস্থাপনা ও প্রতিবেদন প্রেরণ পদ্ধতি সম্পর্কে উপস্থাপন করবেন।

সমাপনী সেশন - ১০

কোর্স মূল্যায়ন ও সমাপনী

সময়: ৩০ মিনিট

উদ্দেশ্য:

- ✓ প্রশিক্ষণ পরবর্তী প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহ সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীগণের মূল্যায়ন যাচাই।
- ✓ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য অংশগ্রহণকারীগণ কে প্রত্যাশন করা।
- ✓ কোর্সের সমাপনীপর্ব পরিচালনা।

ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দের জন্য হ্যান্ড আউট  
ও  
অধিবেশন সূচি



**সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমে ইউনিয়ন পরিষদ**  
**অংশগ্রহণকারী: ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ**  
**অধিবেশন পরিচালন পরিকল্পনা**

অধিবেশন নং ও শিরোনাম	অধিবেশনের উদ্দেশ্যসমূহ	অধিবেশনের প্রধান আলোচ্য বিষয়সমূহ	সময় বন্টন	মোট সময়
অধিবেশন - ১ঃ সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম এবং জীবন চক্র ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা	<p>✓ সামাজিক নিরাপত্তার ধারণা, সামাজিক নিরাপত্তা এবং সামাজিক সেবা সম্পর্কে বলতে পারবেন।</p> <p>✓ ইউনিয়ন পরিষদ যে সবসামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের সাথে সমৃদ্ধ তা তুলে ধরতে সক্ষম হবেন এবং কার্যক্রম বাস্তবায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।</p> <p>✓ সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমসমূহ জীবন চক্রের আলোকে তুলে ধরতে সক্ষম হবেন।</p>	<p>৩.১ সামাজিক নিরাপত্তা ধারণা; সামাজিক নিরাপত্তা এবং সামাজিক সেবা।</p> <p>৩.২ সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা; ইউনিয়ন পরিষদ বর্তমানে কি কি সামাজিক নিরাপত্তা বেস্টনি প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত সেসব কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিয়মাবলী।</p> <p>৩.৩ জীবন চক্র ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমসমূহ চিহ্নিতকরণ।</p>	<p>১০ মিনিট</p> <p>২০ মিনিট</p> <p>৩০ মিনিট</p>	১ ঘন্টা

<p>অধিবেশন - ২ঃ</p> <p>সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়নে সঠিক উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া</p>	<p>✓ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী ভিত্তিক উপকারভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াসমূহ ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন।</p> <p>✓ একটি সফল সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী বাস্তবায়নে উপকারভোগী নির্বাচন সংক্রান্ত কেস পর্যালোচনার মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পর্কে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হবেন।</p> <p>✓ কর্মসূচীর মনিটরিং ও রিপোর্টিং এর পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।</p>	<p>২.১ জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল-এর আলোকে উপকারভোগী নির্বাচনের বর্তমান প্রেক্ষাপট।</p> <p>২.২ একটি সফল প্রকল্পের উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং কেস স্ট্যাডি।</p> <p>২.৩ কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণে- মনিটরিং এবং রিপোর্টিং এর গুরুত্ব।</p>	<p>১০ মিনিট</p> <p>৩০ মিনিট</p> <p>১০ মিনিট</p>	<p>১ ঘণ্টা</p>
<p>অধিবেশন - ৩:</p> <p>উপকারভোগীদেও জীবনমান ও দক্ষতা উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা</p>	<p>✓ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর আওতায় উপকারভোগীদেও জীবনমান স্বাভাবিক রাখার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদেও ভূমিকাসমূহ বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হবেন।</p> <p>✓ উপকারভোগীদের আর্থসামাজিক তথ্যাবলী সংগ্রহ করা। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর পূর্বাবস্থা ও পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি এবং প্রয়োজনীয়তা বলতে পারবেন।</p>	<p>৩.১ কার্যক্রমের বাস্তবায়ন এবং উপকারভোগীদেও জীবনমান ও দক্ষতা উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদেও ভূমিকা।</p> <p>৩.২ উপকারভোগীদের তথ্যাবলী সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা।</p>	<p>৪০ মিনিট</p> <p>২০ মিনিট</p>	<p>১ ঘণ্টা</p>



# সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে ইউনিয়ন পরিষদ

অংশগ্রহণকারী: ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য

## পাঠ সহায়িকা

অধিবেশন-১: সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম এবং জীবনচক্র ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা

সামাজিক নিরাপত্তা ধারণা, সামাজিক নিরাপত্তা এবং সামাজিক সেবা

### সামাজিক নিরাপত্তা

মানুষের দারিদ্র্যতা, আর্থ-সামাজিক ঝুঁকি ও বঞ্চনা ইত্যাদি প্রশমন এবং সর্বোপরি সমতা ভিত্তিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের জন্যে গৃহীত বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক উদ্যোগকে সাধারণ অর্থে সামাজিক নিরাপত্তা বলা হয়। তবে সামাজিক নিরাপত্তার সংজ্ঞার বিষয়ে বিভিন্ন দেশে ও সংস্থার দৃষ্টিভঙ্গীতে পার্থক্য রয়েছে। আমাদের দেশে সামাজিক ভাতা, খাদ্য নিরাপত্তা, মানব উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিমূলক কার্যক্রমসমূহকে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

### সামাজিক সেবা

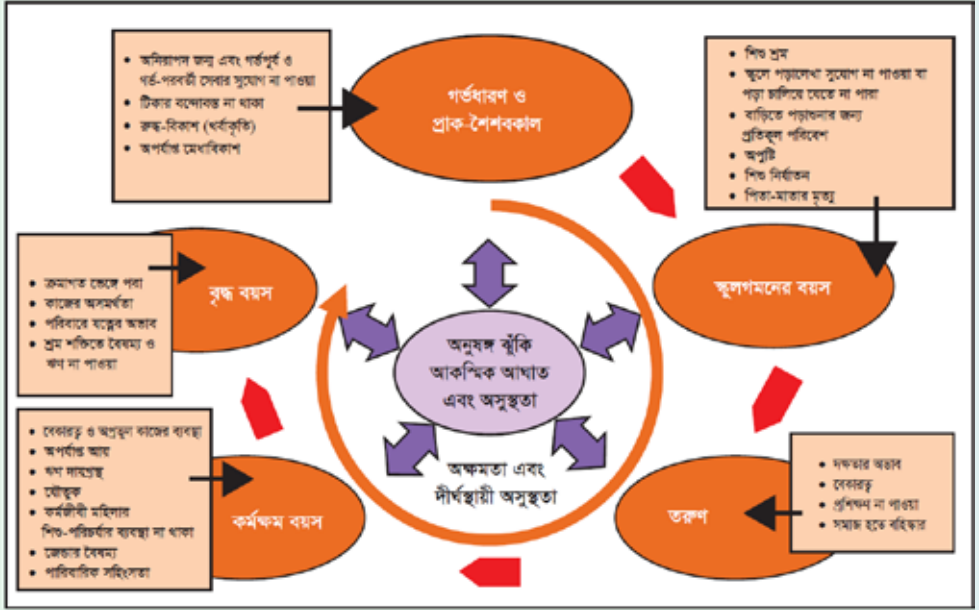
নাগরিক জীবনে একটি সমাজের অনেক ধরনের চাহিদা থাকে। অর্থাৎ, সমাজে বসবাস করতে হলে অনেক ধরনের সেবার প্রয়োজন হয়। যেমন- পানীয়-জলের সুবিধা, স্বাস্থ্য সুবিধা, স্যানিটেশন সুবিধা, শিক্ষার সুবিধা, যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধা ইত্যাদি নানাবিধ সেবা মানুষের জীবনযাত্রাকে সচল রাখে। এই সকল সুবিধা বা সেবার চাহিদা কিন্তু একটি পরিবার বা সমাজের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সংগে সেবার মান বা চাহিদা বাড়তে থাকে। জীবনমান উন্নয়নে সামাজিক এই ধরনের সেবা প্রদানে জাতীয় সরকার, স্থানীয় সরকার এবং বানিজ্যিক ভাবে সেবাদানকারী বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক প্রদানকরা হয়। সৃষ্টির শুরু থেকে সামাজিক সেবার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। সমাজ জীবনে সামাজিক সেবা খুবই অপরিহার্য।

সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা সামাজিক সেবার একটি অংশ বিশেষ। সামাজিক নিরাপত্তা সমাজের দুঃস্থ পরিবার বা অবহেলিত মানুষের জীবন রক্ষার জন্য নূন্যতম সহায়তা প্রদান করে। অপরদিকে সামাজিক সেবা হচ্ছে আরো ব্যাপক-জীবনমান রক্ষার জন্য বিভিন্ন সুবিধা প্রদান। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সামাজিক সেবার অংশ।

সামাজিক নিরাপত্তা হচ্ছে এক ধরনের ব্যবস্থা যার মাধ্যমে সমাজের ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা চলমান রাখা এবং সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণি ও সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আয়-বৈষম্য কমিয়ে আনা। সামাজিক নিরাপত্তার ধারণামূলক বিশ্লেষণ হচ্ছে নিম্নরূপ:

- দরিদ্র ও বিপন্ন জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সরকার প্রদত্ত সহায়তা;
- দারিদ্র্য নিরসনের অন্যতম হাতিয়ার:
  - সমাজের অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাসকরে;
  - ধনী ও অতিদরিদ্রের আর্থিক ব্যবধান কমাতে সহায়তা করে;
  - দরিদ্র পরিবােও নতুন অর্থনৈতিক সুযোগ তৈরী করে;
  - শিক্ষা, স্বাস্থ্য বা আয়-বর্ধক কাজে বিনিয়োগ করার সুযোগ তৈরী করে;
  - দেশের নিম্নবৃত্ত জনসাধারণের সার্বিক উন্নয়ন সাধিত হয়;
  - পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় করে;
  - দারিদ্র্য ঝুঁকি মোকাবেলায় ইন্স্যুরেন্স পলিসির মতো কাজ করে;
  - দেশের নিম্নবৃত্ত জনসাধারণকে দেশের সামগ্রীক উন্নয়নে সম্পৃক্ত করা;
  - সরকারের দক্ষতা ও জনসমর্থন বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

## জীবন চক্র ভিত্তিক ঝুঁকিসমূহ-



## জীবনচক্র ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় কার্যক্রম :

<b>ক. কর্মসূচি ও উপকারভোগীর ধরণ</b>
<b>১. শিশুদের জন্য কর্মসূচি (&lt;১-৪)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- মাতৃ, শিশু, প্রজনন স্বাস্থ্য</li> <li>- কমিউনিটি স্বাস্থ্যসেবা উদ্যোগ</li> </ul>
<b>২. বিদ্যালয়গামী শিশুদের জন্য কর্মসূচি</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- প্রাথমিক বিদ্যালয় উপবৃত্তি</li> <li>- মাধ্যমিক বিদ্যালয় উপবৃত্তি</li> <li>- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খাবার</li> <li>- এতিমদের জন্য কর্মসূচি</li> </ul>
<b>৩. ক. কর্মোপযোগীদের জন্য কর্মসূচি (১৯-৫৯ বছর)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- দরিদ্রদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন</li> <li>- পার্বত্য চট্টগ্রাম-এর জন্য খাদ্য সহায়তা</li> <li>- অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসৃজন কর্মসূচি</li> <li>- কাজের বিনিময়ে খাদ্য</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন</li> <li>- পল্লীকর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি</li> <li>- একটি বাড়ি একটি খামার</li> <li>- ২য় আশ্রয়ণ প্রকল্প</li> </ul>
<p>৩. খ. মহিলাদের জন্য কর্মসূচি (বয়স ১৯-৫৯)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (ভিজিডি)</li> <li>- বিধবা, পরিত্যক্তা ও দুঃস্থ মহিলাদের জন্য ভাতা</li> <li>- মাতৃ স্বাস্থ্য ভাউচার কর্মসূচি (এমএইচভিএস)</li> </ul>
<p>৪. বয়স্কদের জন্য ব্যাপক ভিত্তিক পেনশন ব্যবস্থা</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- বয়স্ক ভাতা</li> <li>- ভূমিহীন ও দরিদ্র মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আবাসন/গৃহনির্মাণ</li> <li>- মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সম্মানীভাতা</li> <li>- সরকারি কর্মচারীদের পেনশন</li> </ul>
<p>৫. প্রতিবন্ধীদের জন্য কর্মসূচি</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভাতা প্রদান</li> </ul>
<p>খ. ঝুঁকি প্রশমনমূলক সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমসমূহ একীভূতকরণ</p>
<p>৬. যৌথ (কোভেরিয়েট) ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য কর্মসূচিসমূহকে জোরদারকরণ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং (ভিজিএফ)</li> <li>- টেস্ট রিলিফ (টিআর)</li> <li>- গ্রাটুইটাস রিলিফ (জিআর)</li> <li>- খোলা বাজারে বিক্রয় (ওএমএস)</li> </ul>
<p>গ. ক্ষুদ্র ও বিশেষ কর্মসূচিসমূহ</p>
<p>৭. উদ্ভাবনীমূলক বিশেষ কর্মসূচিসমূহ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- উদ্ভূত ঝুঁকিসমূহ মোকাবেলায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ বিশেষ কর্মসূচির নকশা প্রণয়ন করবে</li> <li>- মুক্তিযোদ্ধা সুবিধা কর্মসূচি</li> <li>- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, দলিত, হিজড়া, চা বাগানের শ্রমিক, এইচআইভি আক্রান্তসহ বিভিন্ন অবহেলিত, সুবিধা বঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসূচি</li> </ul>

## পাঠ সহায়িকা

২য় অধিবেশন: সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়নে সঠিক উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া

জীবন-চক্র কাঠামোর আলোকে বাংলাদেশের দারিদ্র্যাবস্থা এবং উপকারভোগীর ধরণঃ

- গর্ভধারণ এবং প্রাক শৈশবকাল
- বিদ্যালয় গমনকাল
- তরুণ জনগোষ্ঠী
- কর্মোপযোগী জনগোষ্ঠী
- প্রতিবন্ধিতা
- বার্ধক্য বা বৃদ্ধ বয়স

উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া।

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৬ এর উপধারা ১ (গ) অনুচ্ছেদের ওয়ার্ড সভার কার্যাবলীতে উল্লেখ রয়েছে যে নির্ধারিত নির্ণায়কের ভিত্তিতে বিভিন্ন সরকারি কর্মসূচির উপকারভোগীদেও চূড়ান্ত অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত করে উপকারভোগীদের সেবা প্রদানের জন্য ইউনিয়ন পরিষদেও নিকট হস্তান্তর করা হবে।

কর্মসূচিসমূহের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদসহ অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবে। সম্ভাব্য উপকারভোগী চিহ্নিতকরণ, বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ ও পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পরিচালনায় সহায়তাকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ হবে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। এ প্রেক্ষিতে ইউনিয়ন পরিষদ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের উপকার ভোগীর নির্বাচন বাছাই করার জন্য প্রক্রিয়া গ্রহণ করবে। ইউনিয়ন পরিষদ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের উপকার ভোগীর ও ভাতা প্রদানে ভূমিকা পালন করে থাকে।

বর্তমান বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বেশ জটিল। বহুসংখ্যক কর্মসূচি নিয়ে যা গঠিত। সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার আওতায় ১৪২টি কর্মসূচি বর্তমানে বিদ্যমান রয়েছে ২৩ বা আরো বেশী মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক কর্মসূচিগুলো পরিচালিত হচ্ছে প্রত্যেক কর্মসূচি ভিন্ন ভিন্ন উপকারভোগী নির্বাচন পদ্ধতি রয়েছে বা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ কর্তৃক প্রকাশিত হয়ে থাকে।

বিভিন্ন কর্মসূচিসমূহের ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে উদাহরণস্বরূপ ইউনিয়ন পরিষদ ভূমিকা নিম্নরূপ:

- মুখ্য সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমসূহ অধিকাংশ ইউনিয়ন পরিষদেও মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়;
- ইউনিয়ন পরিষদেও মাধ্যমে উপকারভোগী প্রাথমিক বাছাই সম্পন্ন হয়;
- উপকারভোগীদের সেবা পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ সার্বিক সহযোগিতা করে;
- উপকারভোগী এবং সেবাপ্রদানকারীর মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদ যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে;
- ইউনিয়ন পরিষদ উপকারভোগী সম্পর্কে সকল ধরনের তথ্য সরবরাহ করে;
- সেবা প্রাপ্তিতে কোন অসুবিধা হলে উপকারভোগীকে ইউনিয়ন পরিষদ সহযোগিতা করে।

### কর্মসূচিসমূহের পরিবীক্ষণ

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে অন্তর্ভুক্ত কর্মসূচি ওয়ারি পরিবীক্ষণের লক্ষ্য হবে কর্ম সম্পাদন নির্দেশক সমূহের (Performance indicators) বিপরীতে তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ; এসব নির্দেশকের মধ্যে রয়েছে:

- সেবা গ্রহীতার সংখ্যা
- প্রদত্ত সুবিধার সংখ্যা
- সুবিধাভোগী প্রতি গড় সুবিধা
- খানার মোট আয় বা মাথাপিছু আয়ের শতাংশ হিসেবে সুবিধার প্রকৃত মূল্যমান

প্রকল্পের কর্মসূচির সচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা ক্ষেত্রে তাত্ক্ষণিক প্রভাব সমূহ মনিটরিং নির্দেশিকা নিম্নরূপ

পরিকল্পনা অনুযায়ী যাতে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা যায় তার নিশ্চয়তা বিধানের প্রক্রিয়াই হচ্ছে মনিটরিং। সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম পদ্ধতিগত মনিটরিং নিম্নরূপ:

- কার্যক্রমে প্রতিবন্ধকতার উপাদানসমূহ ও কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের শর্তাদি চিহ্নিত করা;

- কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নের প্রতিটি পর্যায়ে সর্বোচ্চ সফলতা অর্জনের জন্য বাস্তবায়নের লক্ষ্য, বাস্তবায়ন পদ্ধতি, বাস্তবায়নের নির্দেশিকা সঠিক ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করা;
- কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়মিত পর্যালোচনা করে ত্রুটি বিচ্যুতি চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

### মনিটরিং এর বিবেচ্য বিষয়সমূহ

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম বাস্তবায়নে সেবা প্রদান ব্যবস্থায় উন্নতি সাধন, ফলাফল নথিভুক্ত করা, বিকল্প উপায়সমূহের কার্যকারিতা বিষয় নীতি নির্ধারকের অবহিত করা এবং কর্মসূচি ধারাবাহিকতাও সম্প্রসারণের জন্য চলমান পরিবীক্ষণ করা প্রয়োজন। মনিটরিং কার্যক্রম কখন, কিভাবে করা হবে তা সুনির্দিষ্ট থাকা এবং ফলাফল ভিত্তিক মনিটরিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন তিনটি অংশে বিভক্ত হবে;

১. উপকারভোগী বাচাইয়ের যথার্থতা মনিটরিং
২. কর্মসূচি বাস্তবায়নকালীন সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের উপায়সমূহ পরিবীক্ষণ করণ
৩. কর্মসূচি বাস্তবায়ন পরবর্তী উপকারভোগীর আর্থসামাজিক অবস্থা যাচাই কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নের জন্য গঠিত কমিটি সমূহের বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন সভা, সভারকার্য বিবরণী, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ইত্যাদি মনিটরিং আওতায় আনা প্রয়োজন;

### রিপোর্টিং

মনিটরিং এর পরবর্তী কার্যক্রম হচ্ছে রিপোর্টিং অর্থাৎ কার্যক্রমের প্রতিবেদন তৈরি এবং প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট অফিস/ সংস্থায় প্রেরণ বিভিন্ন প্রয়োজন। প্রতিবেদন বারিপোর্টিং মূলত মাসিক, ত্রৈমাসিক ষান্মাসিক বাবৎসরভিত্তিতে করা যায়। সরকারী বেসরকারী সংস্থা নানাধরনের প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হয় এবং এ সকল প্রতিবেদন উক্ত সংস্থাসমূহের কর্তৃপক্ষের অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়। ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের যে সকল কর্মসূচিসমূহ বাস্তবিত হয়ে এর কার্যক্রমের বিষয়াদি হালনাগাদ করে কর্তৃপক্ষের চাহিদা মোতাবেক মাসিক/ ত্রৈমাসিক/ষান্মাসিক/বার্ষিক প্রদেবদন তৈরি করে নিকট প্রেরণ করা বাঞ্ছনীয়। রিপোর্টিং এর মাধ্যমে কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নের ধারাবাহিক অবস্থা, এর অগ্রগতি, কার্যক্রম বাস্তবায়ন সমস্যা, ত্রুটি, কার্যক্রমের উপযোগীতা, আর্থিক সংশ্লেস, সকল স্টেক হোল্ডারগণের সম্পৃক্ততার ধরণ এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা।

## রিপোর্টিং এর বিবেচ্য বিষয়সমূহ

৮. রিপোর্টিং এর মেয়াদ/সময়
৯. কর্মসূচিভিত্তিক সেবাগ্রহীতা বা উপকারভোগীর ধরণ
১০. কর্মসূচি ভিত্তিক সুবিধাভোগীদের রিপোর্টিং মেয়াদ প্রদত্ত সুবিধা প্রাপ্তিরধরন
১১. আর্থিক বিবরণ ;
  - (ক) কর্মসূচিভিত্তিক আর্থিক সংশ্লেস
  - (খ) প্রশাসনিক ব্যয়
  - (গ) অন্যান্য ব্যয় (যদি থাকে)
১২. প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়:
  - (ক) কর্মসূচি সংগে সংশ্লিষ্ট কর্মীর সংখ্যা
  - (খ) প্রশিক্ষণ/অবহিতকরণ কোর্স এর বিবরণ
  - (গ) ইউনিয়ন পরিষদের সংশ্লিষ্ট তার বিবরণ
১৩. কমিটি সমূহের কার্যক্রম
  - (ক) কর্মসূচি ভিত্তিক সভা
  - (খ) গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত
১৪. কর্মসূচি

## পাঠ সহায়িকা

### অধিবেশন-৩: উপকারভোগীদের জীবনমান ও দক্ষতা উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা

স্থানীয় পর্যায়ে জনগণের সবচেয়ে নিকটবর্তী স্বীকৃত একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদ। ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ের ঝুঁকিপূর্ণ দরিদ্র গোষ্ঠিকে চিহ্নিত করা সহজতর।

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ৪৭ ধারা অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলী মূলতঃ নিম্নরূপ:

- ৫) প্রশাসন ও সংস্থাপনবিষয়াদি
- ৬) জনশৃঙ্খলা রক্ষা
- ৭) জনকল্যাণমূলক কার্য সম্পাদিত সেবা
- ৮) স্থানীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের সম্পাদিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।



উল্লেখিত প্রধানকার্যাবলীর ভিত্তিতে ইউনিয়ন পরিষদ আইনের দ্বিতীয় তফশিলে ৩৯টি কার্যাবলি বিবরণ রয়েছে। উক্ত কার্যাবলীর (৩৯টি) মধ্যে ৮নং ক্রমিকে বর্ণিত পারিবারিক বিরোধ, যেমন- নারী ও শিশুকল্যাণ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম ও ৩১নং ক্রমিকে- বিধবা, এতিম, গরিব, দৃগুস্থ ব্যক্তিদের তালিকা সংখ্যা ও তাদের সাহায্য করার বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ আইনের ৪৪নং ধারা অনুযায়ী পরিষদের সকল কার্যাদি বিধি দ্বারা নির্ধারিতসীমার মধ্যে ও পদ্ধতিতে অর্থ্যাৎ, পরিষদের সভায় বা স্থায়ী কমিটিসমূহকে সভায় চেয়ারম্যান, সদস্যগণ কর্তৃক নিষ্পন্ন করার উল্লেখ রয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদের আইনের ৪৫ নং ধারার ১৩টি স্থায়ী কমিটি গঠনের বিধান রয়েছে। ১৩টি স্থায়ীকমিটির মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থায়ী কমিটি হচ্ছে সমাজকল্যাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা। কমিটির কার্যপদ্ধতির আওতায় কাজগুলো নিম্নরূপ:

- ইউনিয়ন এলাকায় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় বয়স্ক, বিধবা, প্রতিবন্ধী ও মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করা;
- ইউনিয়নে সামাজিক নিরাপত্তা বেটনী গড়ে তুলতে পরিষদকে সহায়তা করা;
- স্থানীয় সম্পদের সদ্যবহার এবং প্রকল্পের বিভিন্ন আর্থসামাজিক ও মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা;
- নিবন্ধিত স্থানীয় সেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান সমূহের উন্নয়ন মূলক কাজ পর্যবেক্ষণ ও কাজে গতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ইউনিয়ন পরিষদকে সুপারিশ করা;
- নারী ও শিশু নির্যাতন, বাল্যবিবাহ ও যৌতুক প্রতিরোধ ও নারীর শ্রীলতাহানী বন্ধের জন্য সামাজিক প্রতিরোধ তৈরিতে স্কুল, কলেজ, মজুব ও মাদ্রাসা শিক্ষক এবং মসজিদের ইমাম, মন্দিরের পুরহিতগণের মাধ্যমে প্রচারণা চালানোর ব্যবস্থা গ্রহণ।
- স্থানীয় প্রেক্ষাপট ও চাহিদার আলোকে এ বিষয়ে কমিটি কর্তৃক অগ্রাধিকারকৃত যে কোন কাজ;
- ইউনিয়ন পরিষদ ও সরকার প্রদত্ত অন্যান্য যে কোন কার্য সম্পাদন।

**সামাজিক নিরাপত্তা কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য বিবেচ্য বিষয়গুলো নিম্নরূপ**

- সামাজিক কার্যক্রমের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে সহায়তা করার জন্য সহজীকৃত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা;

- সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি পরিচালনায় ও বাস্তবায়নে স্থানীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের পেশাদারিত্বের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কার্যকর সেবাপ্রদান;
- সঠিক সুবিধা ভোগী চিহ্নিত করা;
- কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা জোরদার;
- কর্মসূচি সমূহের আওতায় সর্বাধিক ঝুঁকিগ্রস্ত পরিবার/জন গোষ্ঠিকে অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা গ্রহণ;
- সুবিধাভোগী নির্বাচন, প্রতিশ্রুতসুবিধা/ সেবাপ্রদানে সচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ।

### সেবাপ্রদানে ইউনিয়ন পরিষদের করণীয়

- সকল ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মাধ্যমে উপকারভোগীদের ডাটা বেইজ সংরক্ষণ;
- সঠিক উপকারভোগী নির্বাচনে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান;
- পূর্বে নির্বাচিত উপকারভোগী সঠিক না হলে তা বিধি মোতাবেক সঠিক উপকারভোগীকে প্রতিস্থাপন;
- সামাজিক নিরাপত্তা প্রয়োজন এমন ব্যক্তিদের তালিকা প্রস্তুত;
- প্রতিবছর উপকারভোগী সম্পর্কে আর্থিক ও সামাজিক তথ্যাদি হালনাগাদ করণ;
- সেবাপ্রদানকারী সরকারি কার্যালয়ের সাথে নিবিড় সম্পর্ক রাখা;
- মানসম্মত সেবাপ্রদানের জন্য সরকারি কার্যালয়সমূহকে সহযোগিতা করা।

### উপকারভোগীদের তথ্যাবলি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা

বর্তমানযুগ তথ্য-প্রযুক্তির যুগ। যে দেশের তথ্য ভাণ্ডার যত বেশি সমৃদ্ধ এবং যত বিচক্ষণ তার সাথে কাজে লাগাতে সক্ষম হচ্ছে সে দেশ তত বেশী শক্তিশালী। পৃথিবী এখন ২টি ভাগে বিভক্ত। এক অংশের জনগণ তথ্য ভাণ্ডারের সংগে সম্পৃক্ত, অপর অংশ তথ্য জগতের সুবিধা থেকে বঞ্চিত। ফলে সৃষ্টি হয়েছে ডিজিটাল ডিভাইড। গ্রামীণ জনগণের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড তথ্য ভিত্তিক করা অপরিহার্য। এ ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের জন্য প্রণীত স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ৭৮, ৭৯ ও ৮০ নং ধারায় তথ্য প্রাপ্তির, তথ্য সরবরাহ ও তথ্য ব্যবহারের দিকনির্দেশনা রয়েছে। অর্থাৎ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে তথ্যকে যথাযথ প্রয়োগের বিধান রাখা হয়েছে।

তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারে তথ্য ও প্রযুক্তির ৪টি বৈশিষ্ট্য রয়েছে

৫. কার্যকর ও দ্বিমুখী যোগাযোগ
৬. সার্বক্ষণিক সেবাপ্রাপ্তি
৭. স্বল্প যোগাযোগ ব্যয়
৮. ভৌগলিক সীমারেখা ভিত্তিক

তথ্যের অবাধ প্রবাহের মাধ্যমে উপজেলার আওতাধীন, ইউনিয়ন পরিষদ, সেবা সংস্থা, জাতিগনমূলক প্রতিষ্ঠান, হস্তান্তরিত ও অহস্তান্তরিত বিভাগ এলাকার সাধারণ জনগণের সেবাপ্রদানসহ সামগ্রিক অর্থনৈতিক ও বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ব্যাপক অবদান রাখতে পারে। এলাকার সাধারণ জনগণের চাহিদা ও জীবনমান উন্নয়নের নিজস্ব পরিকল্পনা ইত্যাদি নীতি নির্ধারকদের নিকট জানাতে পারে।

ইউনিয়ন পরিষদের বিস্তৃত কার্যক্রমের মধ্যে তথ্য সংগ্রহ, তথ্য সমাবেশ, তথ্য সংরক্ষণ এবং তথ্য হালনাগাদ করে নিয়মিত ব্যবহার করা অত্যন্ত অপরিহার্য। বর্তমানে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে একটি ডিজিটেল সেন্টার রয়েছে এবং ডিজিটেল সেন্টারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে হালনাগাদ করণ, বিন্যাস, বিশ্লেষণ এবং ব্যবহার করা যেতে পারে।

তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য নিম্নোক্ত বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন

- ইউনিয়ন পরিষদকে ওয়ার্ড ভিত্তিক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে।
- তথ্যসমূহ অন্ততঃ প্রতি তিনমাস অন্তর হালনাগাত করতে হবে।
- জীবনচক্র ভিত্তিক তথ্য ভাগ করে সংযোজন করতে হবে।
- তথ্য সংরক্ষণ এবং অত্র ইউনিয়নে ডিজিটাল সেন্টার কে ব্যবহার করতে হবে।
- খানা জরিপের ক্ষেত্রে প্রতিটি পরিবারের সদস্যগণের বয়স, শারিরিক সক্ষমতা/অক্ষমতা বিষয়
- পরিবারের আর্থিক অবস্থা যেমন-দরিদ্র অতিদরিদ্র ইত্যাদির বিবরণ
- পরিবারের সদস্যগণের আয়ের উৎস
- পরিবারের কোন সদস্য বা পরিবার সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ইতোপূর্বে উপকারভোগী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন কি-না, কর্মসূচির ধরণ, বৎসর ইত্যাদি সংরক্ষণ।

## তথ্য সংগ্রহের উল্লেখযোগ্য দিক

- এলাকার আবহাওয়া, জলবায়ু, পরিবেশ জনগণের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিবরণ, ইত্যাদি নিয়মিত সংরক্ষণ ও হালনাগাদ করা।
- এলাকার সামগ্রিকজনগোষ্ঠীর জীবন চক্রের অবস্থা অর্থাৎ গর্ভকালীন শিশুর অবস্থা থেকে বৃদ্ধ জনগোষ্ঠীর জীবনমানের বিবরণ সংরক্ষণ।
- এলাকার হতদরিদ্র, ভূমিহীন, বিভিন্ন পঙ্গু, অক্ষম, শারিরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী সংরক্ষণ হালনাগাদ।
- তথ্যাবলী সংরক্ষণের ইউনিয়ন পরিষদ পৃথক রেজিস্ট্রার ব্যবহার করবে।
- ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার তথ্যাবলী সংরক্ষণ ও হালনাগাদ করবে।

সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমে ইউনিয়ন পরিষদ  
অংশগ্রহণকারী: উপজেলা রিসোর্স টিম সদস্য

প্রাক/পরবর্তী প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন

পূর্ণমান: ৫০  
সময়: ২০ মিনিট

১. সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক সেবা কার্যক্রম কি? সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক সেবা এর পার্থক্য উল্লেখ করুন।
২. সরকার কর্তৃক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি গ্রহণের প্রেক্ষাপট সংক্ষেপে বর্ণনা করুন;
৩. সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় কোন কোন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন হচ্ছে;
৪. ইউনিয়ন পরিষদের ১৩টি স্থায়ী কমিটির মধ্যে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য কোন স্থায়ী কমিটির কথা বলা হয়েছে?
৫. জীবনচক্রের বয়সভিত্তিক ধাপসমূহ উল্লেখ করুন;
৬. জীবনচক্র ভিত্তিক ৫টি কর্মসূচির নাম লিখুন;
৭. নীচের কর্মসূচিভিত্তিক সুবিধা ভোগীর নাম লিখুন।
  - ক) ভিজিডি কর্মসূচি
  - খ) বয়স্ক ভাতা
  - গ) বিধবা ভাতা
  - ঘ) প্রতিবন্ধি ভাতা
৮. কর্মসূচি বাস্তবায়নে সচ্ছতা ও দায়বদ্ধতার ৩টি উপাদান লিখুন
৯. কর্মসূচিসমূহ মনিটরিং এর ৩টি নির্দেশিকা লিখুন
১০. সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে কোন কোন প্রতিষ্ঠান বেশী ভূমিকা রাখতে পারে এবং কেন।

## মডিউল রিভিউ ও অনুমোদন কমিটিঃ

১. বিজয় ভট্টাচার্য, অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ  
- আহবায়ক
২. মোঃ এনামুল কাদের খান, যুগ্ম-সচিব (ইউপি), স্থানীয় সরকার বিভাগ  
- সদস্য
৩. মোঃ গোলাম ইয়াহিয়া, পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ), এনআইএলজি  
- সদস্য
৪. মোঃ মোস্তফা কামাল মজুমদার, উপ-সচিব, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়  
- সদস্য
৫. ফয়জুল ইসলাম, উপ-প্রধান, জিইডি ও এনপিডি- এসএসপিএস প্রোগ্রাম  
- সদস্য
৬. মোঃ আশফাকুল আমিন মুকুট, সিনিয়র সহকারী সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ  
ও ডিএনপিডি- এসএসপিএস প্রোগ্রাম  
- সদস্য সচিব



জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি)

২৯ আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

এবং

সোস্যাল সিকিউরিটি পলিসি সার্পোর্ট (এসএসপিএস) প্রোগ্রাম  
মন্ত্রি পরিষদ বিভাগ ও সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার





## **Training of Trainers (ToT) Module**

### **Social Security Programme Implementation at Union Parishad**



National Institute of Local Government (NILG)  
and  
Social Security Policy Support (SSPS) Programme  
Cabinet Division and General Economics Division, Planning Commission  
Government of the People's Republic of Bangladesh







## **Training of Trainers (ToT) Module**

### **Social Security Programme Implementation at Union Parishad**



National Institute of Local Government (NILG)  
and  
Social Security Policy Support (SSPS) Programme  
Cabinet Division and General Economics Division, Planning  
Commission  
Government of the People's Republic of Bangladesh



# **Training of Trainers (ToT) Module Social Security Programme Implementation at Union Parishad**

Participants: Upazila Resource Team Members

Training Duration: 2 days

Adviser:

Mustafa Kamal Haider, (Additional Secretary), Director General, NILG

Module Compilation:

Golam Yahya, (Joint Secretary), Director (Training and Consultation)

Serajul Hossain, Former Deputy Director-NILG  
Nurul Islam, Research Officer, NILG

Expert Support:

Kajal Chatterjee (PhD), Training Specialist, SWAPNO Project, UNDP  
Md. Shahadat Hossain, Training Officer, SSPS Programme, UNDP

Cover Page Design:

Md. Shahadat Hossain, Training Officer, SSPS Programme, UNDP

Prepared by:

National Institute of Local Government (NILG)  
and

Social Security Policy Support (SSPS) Programme  
Cabinet Division and General Economics Division, Planning Commission  
Government of the People's Republic of Bangladesh

## Foreword



Social safety nets have placed social protection in the forefront in Bangladesh in incremental steps. Social protection has since long been part of the Government's development agenda. Disaster relief, focusing on vulnerability and extreme poverty and addressing marginalization are issues that play an important role in eradicating poverty.

The essence of the National Social Security Strategy (NSSS) is the lifecycle approach to social security, where needs of children, working age, elderly and persons with disabilities will be addressed. Even children below the age of 4 will be covered in this lifecycle approach. Social security will also pay attention to marginalized groups and the inclusion of ethnic and religious minorities. The Constitution of Bangladesh states that every citizen has a fundamental right to social security as the 'provision of basic necessities.'

In reality, the work of social protection is carried out at union level. In this regard, to strengthen the capacity of elected officials from Union Parishads and to ensure that social security programmes are implemented on the ground in line with the NSSS, NILG organized a two-day TOT training programme for Upazila resource team members. This training will then be cascaded to field level elected officials based on the module presented here. The module was developed in consultation with a number of stakeholders. I am expressing my heartfelt thanks and gratitude to them all.

It is my belief that this training module can play an important role in advancing the work of social protection in Bangladesh through effective field implementation in the spirit of the NSSS. Workers at grassroots levels will also find the module useful.

I am expressing my deepest thanks to the authors of this handbook. I am also conveying my gratitude to the Social Security Policy Support (SSPS) Programme. I am hopeful that the hard work which has gone into this module from participating officials, NILG staff and local elected officials will be successful.

**Mostafa Kamal Haider**  
**(Additional Secretary)**  
**Director General**  
**NILG**

## Table of Contents:

<b>Session</b>	<b>Topics</b>	<b>Page</b>
1	Objectives of the training, getting introduced and inauguration	1
2	Training rules, participants' expectations, and pre-evaluation of the course by the participants	9
3	Social Security Programmes and the Context of Developing National Social Security Strategy	11
4	Lifecycle based Social Security programmes	24
5	Appropriate beneficiary selection procedure and monitoring & reporting for successful implementation of Social Security programmes	34
6	Role of Union Parishad in Improving the Living Standard and Skill of Beneficiaries	52
7	Session Facilitation by Participants	69
8	Local level training programme implementation strategy	72
9	Local Level Training Programme Managing	77
	Handouts and Training Course Schedule for Elected Representatives of Union Parishad	74

# **Training of Trainers (ToT) Module**

## **Social Security Programme Implementation at Union Parishad**

**Participants: Upazila Resource Team Members**

### **Objectives of the Training**

#### **Main Objective of the Training**

The Upazila Resource Team (URT) members will be enriched with the knowledge and skill related to Social Security programmes so that in future they become more capable of providing training to Union Parishad Chairmen, Members and Secretaries on Social Security.

#### **Specific Objectives:**

At the end of the training the participants will be able to-

- ✓ Analyse the concept of Social Security and social service and explain on those Social Security programmes that involve Union Parishad for implementation;
- ✓ Present lifecycle based social security programmes in the light of lifecycle and analyse social and economic changes in the life of beneficiaries;
- ✓ Explain and analyse beneficiary selection procedures, policies of various ministries/divisions, transparency and accountability in forming committee, and monitoring and reporting methods and procedures;

- ✓ Explain the methods of collecting and preserving socio-economic data in case of helping beneficiaries maintain normal living standard and the role of Union Parishad in this regard; and
- ✓ Discuss the steps to be followed by the facilitator while conducting the training.

## **Training Duration: 2 Days (12 hours)**

## **Training Method**

The training will be conducted mainly in participatory method. Moreover, other techniques like lecture/discussion, question-answer, group discussion, case study, games etc. will also be applied. The training method will be as follows:

- ❖ Lecture/discussion
- ❖ Case study
- ❖ Group discussion (large or small group)
- ❖ Question-answer
- ❖ Stimulating game
- ❖ Practice
- ❖ Demonstration and visualization
- ❖ Experience sharing

## **Steps to be Followed by the Facilitator**

The following steps will be followed in order to make the training interesting and lively:

1. Prior to commencement of the training, the facilitator will have complete understanding of the contents to be presented in every session and training operation procedures, and prepare well. It is worth mentioning here that the facilitator will read the module well for developing complete understanding of the training contents and the procedures. Otherwise, it will not be possible for him/her to conduct the training properly.
2. The facilitator will collect or keep ready in advance all the materials to be used like transparent sheet, PowerPoint slides, handouts, pictures, discussion and practice materials etc. so that s/he does not have to search for these things during the session.
3. Moreover, other necessary equipment like computer/multimedia projector with laptop, marker, airliner, board, board marker, poster paper, VIPP card, scotch tape, push pin, notebook and pen for the participants, name card, and other supporting equipment must be collected prior to the training.
4. Facilitator has to ensure during the sessions that all the participants are taking part in the training actively. They must be given opportunity to share their experiences and opinions. It will make the training more interesting and participatory.
5. Equal importance should be given to all the participants and their opinions so that no one feels that the facilitator is being biased to someone else or giving more importance to someone else's opinion. Otherwise, it will demotivate them.
6. If any participant seems to be inattentive, the facilitator must try to draw his/her attention. One of the techniques of drawing attention can be asking for his/her opinion on a particular subject of discussion.
7. Discussing such type of things or giving such examples that may offend or embarrass anyone must be avoided during discussion. It would be better not to ask anyone a direct question. Moreover,

care must be taken that no negative criticism related to anything discussed arises.

8. Care must also be taken of that the discussion is always relevant. If any discussion deviates from the track, it must be brought back to the main focus.
9. In conducting sessions, the facilitator must try to make it interesting and lively. Some stimulating activities can be presented during the gaps between discussions to make the session interesting and lively.
10. At the beginning of every session a clear idea about the topic of that session should be given.
11. At the end of every session conclusion should be drawn by reviewing the main points discussed.
12. Every session should be conducted with confidence so that the participants receive the training with a sense of reliability and trust.

## **Training Policy**

- Attendance on time;
- Being attentive;
- Asking questions to clarify anything unclear;
- Being compassionate to each other;
- Being respectful to others' opinions;
- Not more than one person talking at the same time;
- Participating in all activities;
- Abiding by the rules of the training venue;
- Maintaining friendly relations;
- Keeping mobile phones switched off during discussion; and
- Not going out of the training room unless it is an emergency.



## **Sessions**

### **1. Objectives of the Training, Introduction and Inauguration**

### **2. Rules and Participants' Expectations related to the Training and Pre-evaluation of the Training Course by the Participants**

### **3. National Social Security Strategy and Its Development Context**

- Concept of Social Security; Social Security and social service.
- Social safety net programmes that are currently being implemented directly by Union Parishad.
- The context of the development of National Social Security Strategy and the present condition of the implementation of Social Security programmes

### **4. Lifecycle based Social Security Programmes:**

- The concept of lifecycle based Social Security programme
- Identifying lifecycle based Social Security programme

### **5. Right Beneficiary Selection Procedure and Monitoring & Reporting for Proper Implementation of Social Security Programmes:**

- The current perspective of beneficiary selection in the light of National Social Security Strategy;

- Beneficiary selection procedure according to rules of concerned ministry/division;
- Beneficiary selection procedure of a successful project and case study;
- Importance of committee formation, implementation, monitoring and reporting in ensuring transparency and accountability of a programme.

## **6. Role of Union Parishad in Developing the Living Standard and Skills of Beneficiaries**

- Role of Union Parishad in implementing programmes and developing the living standard of beneficiaries
- Collecting, preserving and managing data related to beneficiaries

## **7. Session Presentation**

- Steps to be followed by the facilitator in conducting a session  
Session Facilitation by Participants -
- The concept of Social Security and social service
- Lifecycle Based programmes
- Beneficiary selection procedure
- Role of Union Parishad in implementing Social Security programmes

## **8. Local Level Training Programme Implementation Strategy**

## **9. Local Level Training Programme Management**

## **10. Course Evaluation and Closing**

**Training of Trainers (ToT) Course**  
**Social Security Programme Implementation at Union Parishad**  
**Participants: Upazila Resource Team Members**  
**Training Programme Schedule**

**Day 1**

Session	Time	Topic
	8.30-9.00	Registration
1	9.00-9.30	Objectives of the training, getting introduced and inauguration
2	9.30-10.30	Training rules, participants' expectations related to the training, and pre-evaluation of the course by the participants
	10.30-11.00	Tea Break
3	11.00-12.00	<b>Social Security programmes, National Social Security Strategy and its development context</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Concept of Social Security, Social Security and social service;</li> <li>• Social Safety Net programmes that are currently being directly implemented by Union Parishad at present;</li> <li>• The context of developing National Social Security Strategy and the present condition of the implementation of Social Security programmes.</li> </ul>
4	12.00-1.00	<b>Lifecycle based Social Security programmes</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Concept of lifecycle based Social Security programme;</li> <li>• Identifying lifecycle based Social Security programmes.</li> </ul>
	1.00-2.00	Prayer & Lunch Break

5	2.00-3.30	<b>Appropriate beneficiary selection procedure and monitoring &amp; reporting for successful implementation of Social Security programmes</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• The current context of beneficiary selection in the light of National Social Security Strategy;</li> <li>• Beneficiary selection procedure as per the rules of concerned ministry/division;</li> <li>• Beneficiary selection procedure of a successful project and case study;</li> <li>• Importance of committee formation, implementation, monitoring and reporting in order to ensure transparency and accountability of a programme</li> </ul>
	3.30-3.45	Tea Break
6	3.45-5.00	<b>Role of Union Parishad in developing the living standard and skills of beneficiaries</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Role of Union Parishad in implementing Social Security programmes and improving the living standard and skills of beneficiaries</li> <li>• Collection, preservation and management of data related to beneficiaries</li> <li>• Forming groups for next day session facilitation and informing about group work</li> </ul>
<b>Day 2</b>		
	9.00-9.30	Review of the activities of the previous day
7	9.30-11.00	<b>Session facilitation by the participants:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steps to be followed by the facilitator for conducting a session</li> <li>• Concept of Social Security and social service</li> <li>• Lifecycle based programmes</li> <li>• Beneficiary selection procedure</li> <li>• Role of UP in implementing Social Security programmes</li> </ul>
	11.00-11.30	Tea Break

8	11.30-12.15	Local level training programme implementation strategy
9	12.15-1.00	Local level training programme management
10	1.00-1.30	Course evaluation and closing

## Session-1

**Topic: Objectives of the training, getting introduced and inauguration**

**Time:** 30 minutes

### Objectives:

- ✓ Informing the participants about the main objectives of the training by the Course Director/Course Coordinator;
- ✓ Introducing the participants to each other;
- ✓ Stimulating speech by the guests, and creating enabling environment.

### Training Methods:

- ✓ Lecture/discussion

### Session Conducting Process:

Step-1

Time: 5 minutes

The Course Director/Course Coordinator will welcome everyone and state the objectives of the training

## Step-2

Time: 5 minutes

The facilitator will introduce the participants to the guests. In this case, the participants will introduce themselves.

## Step-3

Time: 20 minutes

At this stage, the guests will give stimulating speech. They will mainly focus on the main areas of the training course. After the guests' speeches, the Course Director/Course Coordinator will close the session by giving thanks to the guests as well as to the participants.

## **Session-2:**

Topic: Training Rules, Expectations, and Pre-assessment of the Training Course by the Participants

**Time:** 60 minutes

### **Objectives:**

- ✓ Informing the participants about the rules and things to do for participating in the training course;
- ✓ Knowing the participants' expectations related to the learning outcomes of the training course;
- ✓ Pre-test (assessing) the training course.

### **Training Method:**

- ✓ Lecture/discussion
- ✓ Brainstorming
- ✓ VIPP card and poster presentation

## **Session Conducting Process:**

### **Step-1**

Time: 15 minutes

The session will be started by welcoming the participants. At this stage, the participants' interest will be stimulated with a stimulating game.

### **Step-2**

Time: 5 minutes

The facilitator will ask the participants about the rules of training course, and list their answers on a board or a sheet of paper.

### **Step-3**

Time: 10 minutes

The facilitator will Supply the participants with VIPP cards and markers and ask them to write down on the cards what they expect to learn from the training course. Then, s/he will collect the cards and present the points in the session.

### **Step-4**

Time: 20 minutes

Pre-assessing the training contents by the participants with questionnaire.

### **Step-5**

Time: 10 minutes

The facilitator will present the detailed programme schedule for 2 days through poster/slide. If relevant, s/he will make a comparative analysis of the participants' expectations and the programme schedule and make integration if there seems to be any gap or exception. Finally, s/he will announce the end of the session by thanking all.

**Session-3:**  
**Social Security Programmes and the Context of Developing**  
**National Social Security Strategy**





## **Session-3:**

### **Topic: Social Security Programmes and the Context of Developing National Social Security Strategy**

**Time:** 60 minutes

#### **Sub-topics:**

3.1 Concept of Social Security; Social Security and social service.

3.2 Context of the development of National Social Security Strategy and the guidelines given in National Social Security Strategy for implementing Social Security programmes (both theoretical and practical aspects)

3.3 Present condition of the implementation of Social Security programmes; Social Security programmes that involve Union Parishad for implementation and the rules of implementation of those programmes: Government gazettes, circulars, rules, policies etc.

#### **Objectives:**

At the end of the session the participants will be able to –

- ✓ Demonstrate understanding of Social Security, and analyse the concept of Social Security and social service;
- ✓ Talk about Government rules, gazettes, circulars, and SROs related to the implementation of Social Security programmes.
- ✓ Present on those Social Security programmes that involve Union Parishad for implementation, and explain the implementation procedures of those programmes;
- ✓ Give presentation on the necessity, background, implementation strategies, and theoretical aspects of Social Security programmes.

## **Training Method:**

- ✓ Lecture/discussion
- ✓ Brainstorming
- ✓ Question-answer

## **Session Conducting Process:**

### **Step-1**

Time: 15 minutes

The facilitator will ask the participants to share what they know about Social Security. The participants will list down their ideas in the form of points on a poster paper sheet. Then the facilitator will present the concept of Social Security. S/he will also present a comparative analysis of Social Security and social service through slides/posters prepared earlier.

### **Step-2**

Time: 25 minutes

The facilitator will get the participants' opinions about which activities of Union Parishad fall within Social Safety Net through question and answer. S/he will list down the main points on a poster paper sheet and preserve it for the next session. Then s/he will present the list of Social Safety Net programmes through slide/poster prepare earlier.

### **Step- 3**

Time: 20 minutes

At the beginning of this stage the facilitator will ask whether the participants know anything about National Social Security Strategy (NSSS), and s/he will discuss the context of developing NSSS in the light of their perceptions. After that, the facilitator will present the guidelines given in National Social Security Strategy (both theoretical and practical) through slides/posters prepared earlier.

## **Lesson Guide**

### **Session-3: Social Security Programmes and the Context of Developing National Social Security Strategy**

#### **3.1 The Concept of Social Security; Social Security and Social Service**

##### **Social Security**

Usually Social Security refers to those formal and informal initiatives which are taken with a view to mitigating poverty, socio-economic risks and deprivation of people and, above all, ensuring development based on equity. However, there are differences among various countries and agencies in terms of their approaches defining Social Security. In Bangladesh social allowances, food security, human resources development and employment generation related programmes are considered as Social Security programmes.

##### **Social Service**

There are different types of needs in a society. That means one needs various services to live in a society. Services like drinking water facility, healthcare facility, sanitation facility, education facility; communication facility, and others keep the day to day living of people going on. The standard or need of these facilities or services increases with the economic growth of a household or society. In order to ensure the development of living conditions of people such services are provided by the national government, local government institutions and non-government agencies that provide services commercially. Social service activities have been initiated since the beginning of the human civilization. Social services are very much essential for social life.

Social Security system is a part of social service. Social Security system provides the minimal support to the vulnerable households and socially excluded people to save their lives. On the other hand, social service refers

to the provision of various facilities for maintaining wider standard of life. Education and healthcare systems fall within the purview of social service.

The Government's Social Security Strategy is a core element of the other policies and programmes that together comprise the broader Social Development Framework (SDF). SDF serves as a greater umbrella under which there are other policies and programmes of the Government like poverty reduction strategy, education strategy, the health, nutrition and population strategy, the strategy for sanitation and water supply, the strategy for women and gender empowerment, the strategy for social inclusion of ethnic and religious minorities, the strategy for environmental protection and climate change management, the strategy for disaster management and so on. The main objective of the SDF is to have a comprehensive and consistent set of policies that can help Bangladesh achieve better equity and social justice in the context of its development effort.

### **3.2 Current status of the implementation of Social Security programmes and the Social Safety Net programmes that are directly implemented by Union Parishad at present**

#### **Chronology of the social safety net programmes and their current status**

The NSSS is grounded in learning from the lessons of past experience with Social Security in Bangladesh. There is a long history of formal Social Security in Bangladesh, which, in part, has shaped the nature of the current Social Security system. Recognizing the importance of Social Security in reducing poverty and inequality, there has been unwavering commitment from the Government of past decades to uphold a strong Social Security System responsive to the needs of poor and vulnerable citizens.

At independence, the main Social Security scheme in place was the government service pension. It was complemented by a Provident Fund

that provided the government and formal private sector employees a lump sum amount on retirement. In response to the 1974 food shortage and floods in the 1980s, new schemes were developed for poor families that were badly hit. The schemes were mainly public works and other food aid programmes, making use of foreign assistance. In the late 1980s the Government began to introduce schemes that addressed risks across the lifecycle, such as school stipend programmes. During the late 1990s, there was also significant investment by the Government supported by donors in various well-known programmes like widow and old age allowances managed by non-government organisations (NGOs). Those programmes provided a range of social services, including social transfers. Most of the foreign aids-based food support programmes were withdrawn by the middle of the first decade of 21<sup>st</sup> century. Instead of those programmes public finance (tax revenue) based food support programmes were started. There has also been a significant increase in small schemes undertaken by both NGOs and the Government. Those programmes included some elements of Social Security.

There has been a gradual growth in the proportion of transfers provided as cash instead of food, although cash is mainly provided through the lifecycle type programmes. As a result of these initiatives the list of Social Security programmes has been longer in last four decades. These programmes have contributed significantly to the economic growth achievement process as a supporting factor ensuring the capacity enhancement of the people for recovering from the effects of disaster along with mitigating the intensity of poverty.

### **Actual Scenario of Social Security programmes:**

The current Social Security System (SSS) of Bangladesh is quite complex, comprising a large number of programmes and managed by many ministries. According to a comprehensive official compilation prepared by the Ministry of Finance, there are 142 programmes under the Social Security System currently financed through the budget. The total amount being spent on these programmes in FY2016-17 is Tk. 340.6 billion, which is equivalent to 2.31 percent of GDP. These programmes are administered

by 23 or more-line ministries/divisions and there is no formal mechanism for sharing information among the implementing ministries/divisions. Because of the proliferation of programmes, the budget for most programmes is small and the average benefit per individual is low. While coverage of beneficiaries has increased, the targeting performance suggests that there is need for improvement.

The inclusion of children aged 0-4 years is very small in the Social Security programmes. Furthermore, only a small proportion of people with disabilities and elderly persons receive some form of benefit. Coverage is highest among school age children but the transfers they receive are low in value. It is such a problem that affects almost all Social Security schemes in Bangladesh.

There is a dominance of food-transfer and rural employment programmes in terms of beneficiary participation as well as funding because of the nation's focus on eliminating hunger and reducing rural poverty. With rapid GDP growth over the past 10 years and good agricultural performance, the incidence of hunger and food poverty is being reduced substantially. There is also evidence that the labour market in agriculture is tightening as reflected in growing agricultural real wages. In view of this changing economic landscape, the nature of poverty and the risk profile are also changing.

Much of the SSPs are focused on addressing the risks faced by the rural poor. With the evolving economic transformation in Bangladesh both the GDP and employment domination of the rural economy are declining. The urban economy is growing with an increasing number of poor and vulnerable in the urban areas. As a result, Social Security system needs to be rethought strategically to anticipate the importance of these changing economic and social dynamics. Therefore, it is necessary to develop programmes that focus not only on the rural poor but instead become a more inclusive system in which poor and vulnerable people can expect to access SSPs irrespective of where they live.

Social Security is such a system which supports the living of the poor and vulnerable people and reduces the income gap between the privileged and

deprived classes of the society. An analysis of the Social Security concept is as follows:

- supports provided by the Government to develop the living standard of the poor and the vulnerable;
- is one of the instruments of poverty alleviation;
- reduces economic discrimination in the society;
- helps reduce financial gap between the rich and the ultra-poor;
- creates new economic opportunity for poor households;
- creates opportunity for investing in education, health or income generating activities;
- ensures overall development of the low-income people of the country;
- strengthens family bonds;
- works as insurance policy in facing vulnerability to poverty;
- involves the low-income people of the country in the overall development of the country;
- plays a supporting role in increasing the efficiency of the Government and public support.

### **Role of Union Parishad in Implementing Social Security Programme**

Union Parishad is a local level service oriented institution that remains closest to people. It is easier to identify the vulnerable groups of poor people at local level with the help of Union Parishad. The key functions of Union Parishad according to Section 47 of Local Government (Union Parishad) Act, 2009 are as follows:

- 1) Administrative and establishment affairs
- 2) Maintenance of public discipline
- 3) Providing public welfare activities related services
- 4) Planning and implementation of local level economic and social development

The second schedule of Union Parishad Act states 39 functions of Union Parishad based on the key functions stated above. Among those functions (39), serial number 8 states the functions related to domestic conflict like functions related to women and children affairs, and serial number 31 states functions related to preparing the list of widows, orphans, poor and destitute people and providing support to them.

In accordance with Section 44 of Union Parishad Act, it is stated that all proceedings of the Parishad shall be carried out within the purview of the rules and following the procedures as defined by the Rules, i.e. by the Chairman and the members in the meeting of the Parishad or in the meeting of the standing committees. Under Section 45 of Union Parishad Act, there is provision of forming 13 standing committees. One of the important committees is Social Welfare and Disaster Management Committee. The activities that fall within the jurisdiction of the committee and its procedure are as follows:

- Monitoring the implementation of various projects undertaken by the Government under Social Security programme for the welfare of aged people, widows, people with disability and freedom fighters within the territory of the concerned Union Parishad;
- Assisting the Parishad in building Social Safety Net in the union;
- Making the best use of local resources and giving recommendation for necessary measures to organize poor and deprived people for the



social-economic and human resources development under various projects;

- Overseeing the development activities of various local level voluntary and social welfare organizations and sending recommendations to Union Parishad for the measures to be taken for the involvement of local people to accelerate the mobility of those activities;
- Taking measures to prevent violence against women and children, child marriage and dowry, develop social prevention against sexual harassment of women through publicity by involving the teachers of local schools, colleges and madrasas, imams of local mosques and the priests of local temples;
- Any other activity prioritized by the Committee from local perspective and in the light of local needs;
- Carrying out any other responsibility as assigned by Union Parishad and the Government.

### **Current Social Security programmes on larger scales are as follows:**

- 1) Pensions for Government Employees under the Ministry of Finance
- 2) (a) Old Age Allowance (b) Widow Allowance (c) Disability Allowance (d) Freedom Fighter Allowance under the Ministry of Social Welfare;
- 3) VGD under the Ministry of Women and Children Affairs;
- 4) Stipend for Primary Education under the Ministry of Primary and Mass Education
- 5) Stipend for Secondary Education under the Ministry of Education;
- 6) Disaster Management and Creating Employment under the Ministry of Forests, and Food for Work Programme;
- 7) Open Market Sales of Food Grains under the Ministry of Food.

**Union Parishad has roles in implementing the following Social Security programmes:**

<b>A.</b>	<b>Allowance Programmes</b>
1.	Old Age Allowance
2.	Allowance for Widowed, Deserted and Destitute Women
3.	Honorarium for Freedom Fighters
4.	Allowance for Insolvent People with Disability
5.	Grants for Government/Non-Government Orphanages
6.	Honorarium for Wounded Freedom Fighters

<b>B.</b>	<b>Food Security and Disaster Support</b>
1.	VGF (Vulnerable Group Feeding)
2.	OMS (Open Market Sales)
3.	TR (Test Relief)
4.	VGD (Vulnerable Group Development)
5.	GR (Gratuitous Relief)
6.	Economic Empowerment of the Ultra Poor
7.	Reserved Allocation- Natural Disaster

<b>C.</b>	<b>Government Work/Employment Creation</b>
1.	Food for Work
2.	EGPP
3.	Rural Employment Creation and Rural Infrastructure Maintenance Programme
4.	Skill Development Programme
5.	Rural Employment Opportunity

<b>D.</b>	<b>Human Resources Development and Social Empowerment</b>
1.	VGD-for Ultra Poor Women
2.	Maternal Health Voucher Scheme

## Social Security Projects and Programmes under the Ministry of Social Welfare:

Name of Programme	Name of Programme
Old Age Allowance	Rehabilitation of Acid Victims and People with Disability
Allowance for Widowed, Deserted and Destitute Women	Rural Social Service Programme
Allowance for Insolvent People with Disability	Rural Maternity Centre Programme
Honorarium for Freedom Fighters	Rehabilitation of Beggars
Capitation Grants for Non-Government Orphanages	Child Rearing at Government Child Homes
Stipend for Students with Disability	One Stop Service Centre for People with Disability

Among the standing committees of Union Parishad Social Welfare and Disaster Management Committee can play special role in implementing the programmes mentioned above.

### 3.3 Development Context of National Social Security Strategy (NSSS) and the Guidelines (both theoretical and practical) provided in NSSS for the Implementation of the National Social Security Programmes

#### Background

The Government of Bangladesh is strongly committed to reducing poverty in Bangladesh. This commitment is reflected in Vision 2021, the Perspective Plan of Bangladesh 2010-2021 and in the Sixth Five Year Plan FY11-FY15. The commitment seeks to build on past progress with poverty reduction and further deepen this progress by both addressing the root causes of poverty as well as by lowering the impact of vulnerabilities faced

by the poor population. Although the past success of the Government in poverty reduction is quite appreciable, still a substantial part of the population remains at the risk of falling into poverty due to various vulnerabilities. This includes the population that remains under the poverty line and those that are just above the poverty line (near-poor) but could easily fall below the poverty line because of these vulnerabilities. Evidence shows that the poor and near-poor group cannot cope with all the downside risks and shocks with their own resources.

Consequently, various social safety net programmes have emerged in Bangladesh to help the poor and near-poor address the downside risks and shocks that affect their well-being. Household Income and Expenditure Surveys (HIES) suggest that the coverage of these programmes for the poor and vulnerable households has increased. But data also suggest that a large proportion of the poor and vulnerable households do not have any access to these programmes. The average benefit of safety net programmes is low and falling in real terms. Consequently, the impact on poverty reduction with the amount of money spent in these programmes is much less than is possible with a better Social Security system.

## **National Social Security Strategy (NSSS):**

### **Guidelines provided in NSSS in the context of Social Development Framework:**

The Government's Social Security policy must be seen as a part of the other policies and programmes that together comprise the elements of its Social Development Framework (SDF). The main objective of the SDF is to have a comprehensive and consistent set of policies that can help Bangladesh achieve better equity and social justice in the context of its development effort. This focus of SDF is to be achieved through a range of policies and programmes encompassing the Government's poverty reduction strategy, the education strategy, the health, nutrition and population strategy, the strategy for sanitation and water supply, the strategy for inclusive finance, the strategy for women and gender empowerment, the strategy for social inclusion of ethnic and religious

minorities, the strategy for disaster management and Social Security strategy. These strategies and programmes are mostly complementary in nature and strengthen the impact on poverty reduction, reduce vulnerability of the poor and promote social cohesion.

### **The Vision of National Social Security Strategy:**

The government bears the constitutional obligation of ensuring the citizens' right to Social Security. In the long-term the objective is to move towards building a Social Security System that is available to all the people of Bangladesh who are in need of support. It is also expected that it will provide them not only a guaranteed minimum income, but also a comprehensive safety net for those who suffer shocks and crises that may push them into poverty. Therefore, the long-term vision for Social Security is to:

*Build an inclusive Social Security System (SSS) for all deserving (in terms of receiving the benefits of Social Security) Bangladeshis that effectively tackles and prevents poverty and inequality and contributes to broader human development, employment and economic growth.*

The current NSSS is designed with this long-term vision in mind. Therefore, over the next five years the Government will take appropriate steps towards achieving this vision, while being cognizant of the reality that substantial change will take time. The Government will focus on building the foundations of a progressive and inclusive system.

### **The goal for the NSSS is to:**

Reform the national Social Security System (SSS) by ensuring more efficient and effective use of resources, strengthened delivery systems and progress towards a more inclusive form of Social Security that effectively tackles lifecycle risks, prioritizing the poorest and most vulnerable members of society.

## **Programme Consolidation along the Life Cycle Risks:**

The NSSS will strengthen the transformation towards a lifecycle system by consolidating programmes in a small number of priority schemes. The aim is to identify the high priority schemes and make the system more inclusive by incorporating a higher proportion of poor and vulnerable people within it. This will be achieved by gradually increasing coverage of priority schemes and ensuring that selection processes prioritize the inclusion of poor and vulnerable families. The NSSS benefits will be non-discriminatory and will be available to all poor and vulnerable people who satisfy the income criteria and other selection criteria relating to life-cycle or disability described below, irrespective of religion, ethnicity, profession and location.

## **Guidelines Provided in NSSS (both theoretical and practical):**

In identifying the priorities of a Social Protection Floor progressing along a prioritized track in the context of Bangladesh the following factors must be considered: institutional capacity, financial capacity, sluggishness of the existing system of administrative framework, and essential social and economic needs etc. In the first few years of the implementation of NSSS emphasis must be put on the ultra poor and the most vulnerable people of the society. In that case, the priority challenges that have to be considered in the coming 5 years are:

- A shift from current discretionary to a targeted universal approach to avoid leakages and under-coverage.
- Expanding coverage of core schemes for the extreme/hard-core poor and most vulnerable people of the society, focusing on mother and child, adolescent and youth, working age, the elderly and people with disabilities. A basic objective for the next five years would be to support the elimination of hard-core/extreme poverty as much as possible.

- For this to be effective, given the dire circumstances of the extreme poor, progressive but substantive scaling up of the 'graduation' programmes that offer real and direct income earning opportunities and formal and informal work to the poorest will be required.
- Ensuring that the most vulnerable women are provided with income security and greater opportunities to engage in the labour market.
- Initiating a social insurance system that enables people to invest in their own Social Security, providing protection against the risks of old age, disability, unemployment and maternity.
- Expanding coverage to the residents of urban areas and to the socially excluded people (health, education and nutrition).
- Ensuring that the Social Security system supports an effective disaster response system.
- Strengthening the delivery systems for priority transfers by establishing advanced Management Information Systems and professional staff.
- Expanding awareness of the Social Security programmes for the beneficiaries and motivating potential contributors.

## Session- 4

### Lifecycle Based Social Security Programmes





## **Session-4**

### **Topic: Lifecycle Based Social Security Programmes**

Time: 60 minutes

#### **Sub-topics:**

4.1 Concept of Lifecycle based Social Security Programmes

4.2 Identifying Lifecycle Based Social Security Programmes

#### **Objectives:**

At the end of the session the participants will be able to:

- ✓ Analyse concept of lifecycle based Social Security programme as well as the scenario of the socio-economic changes in the life of the beneficiaries.
- ✓ Identify the Social Security programmes in the light of lifecycle

#### **Training Method:**

- ✓ Lecture/discussion
- ✓ Brainstorming
- ✓ Question-answer
- ✓ Slide/poster presentation
- ✓ Exercise

## **Session Conducting Process:**

### **Step-1**

**Time: 15 minutes**

The facilitator will ask the participants to share what they know about lifecycle based Social Security system. The facilitator will hear from 3/4 participants' and then s/he will explain the concept of lifecycle based Social Security system through slides/posters prepared earlier.

### **Step-2**

**Time: 30 minutes**

At this stage the facilitator will divide the participants into 4 groups for group exercise. In this case, the exercise will be done through a matrix. The first column of the matrix will contain the names of the concerned ministries/divisions, the second column will contain the names of programmes, and the third column will contain the stages of lifecycle. The four groups of participants will identify which programme falls within the coverage of which stage of lifecycle and put tick marks on the relevant stage of lifecycle. Finally, the groups will give presentation or share on their findings.

### **Step-3**

**Time: 15 minutes**

When the presentation is over the facilitator will discuss about lifecycle based Social Security programmes through slides/posters prepared earlier. Finally, s/he will close the session with thanks to the participants.

## **Lesson Guide**

### **Session-4: Lifecycle Based Social Security Programmes**

#### **4.1 Concept of Lifecycle Based Social Security Programme:**

Social Security systems are established, not only to tackle poverty, but to provide families with protection against the challenges, shocks and crises that make them susceptible to falling into or go deeper into poverty. Some crises can hit at any time, such as ill health or covariate shocks like natural disasters or economic recessions. Others are risks faced by individuals across the lifecycle, from birth to old age.

The Social Security systems of most countries gradually evolve to address the risks and challenges across the lifecycle. In essence, countries shape their Social Security systems to provide support to various demographic groups, although most countries also have a small safety net to address covariate risks or need additional support.

#### **Existing Social Security Provisions at Various Stages of Lifecycle:**

Various stages of lifecycle and the major Social Security programmes of Bangladesh that address the risks at those stages are discussed below. The strengths and weaknesses of those programmes are also discussed here, especially focussing on the existing gaps in the Social Security benefits provided at various stages of lifecycle.

#### **Early Childhood**

Although infants in Bangladesh face various challenges, especially challenges like malnutrition, their access to the existing Social Security programmes is very insignificant. The little amount of allowance given for

lactating mothers under the Ministry of Women and Children Affairs is known as Maternity Allowance for Poor Lactating Mothers. Only one lac households in the country receive this allowance. It shows that there exists a substantial deficiency in the provision of Social Security for children. Addressing this huge gap is one of the biggest challenges of National Social Security Strategy.

## **School Age Children**

The highest coverage of Social Security schemes is during school age, mainly via the Primary and Secondary Student Stipends. Around 13 million children receive stipends, with the majority at primary school. Coverage is around 24 percent of primary school age children and 17 percent of secondary school age children. There is a small transfer provided by the Ministry of Social Welfare for children with disabilities, but it only reaches 18,600 children in total, a tiny proportion of the total number of children in need. The transfer level of the stipends is low. One child receives Tk.100 per month from the Primary School stipend but, if there are more than two recipients in a family, the overall transfer reduces.

While coverage is relatively high for the stipends, support for children with disabilities is minimal. It is not possible to know how many children have a disability. Current coverage of children with disabilities can be estimated at around only 5 percent.

However, the main challenge with Social Security schemes for school age children is the size of the transfers – they are too small to have a meaningful impact. Another important aspect is nutrition which has not been properly addressed by mid-day school meals.

## **Working Age (including young people)**

There are 10 specific Social Security schemes for people of working age. Total number of workfare schemes is 8 of which the two largest programmes are the Food for Work Programme (FWP) and the Employment Generation Program for the Poorest (EGPP). The aim of these programmes is to help create employment in rural areas during

agricultural lean period to create jobs for those who might need them, especially women. The work typically involves support for building rural infrastructure. These programmes use up considerable resources.

The other set of schemes for working age people are directed towards women. The largest is the Allowance for Widows. Around 23 percent of the beneficiaries are over 62 years of age.

The Vulnerable Group Development (VGD) schemes provide transfers of 30 kg of grain per month, which has a value to families that is equivalent to Tk. 900 per month. Women also receive support to establish small enterprises. Some 2.2 million women benefit from this programme

An important Social Security intervention for working age women – although not a direct cash transfer – is childcare for young mothers, to enable them to continue at work. However, provision of childcare in Bangladesh is very limited. A very small number of factories provide childcare facilities for employees while the Ministry of Women and Children Affairs also provides some centres, mainly in Dhaka.

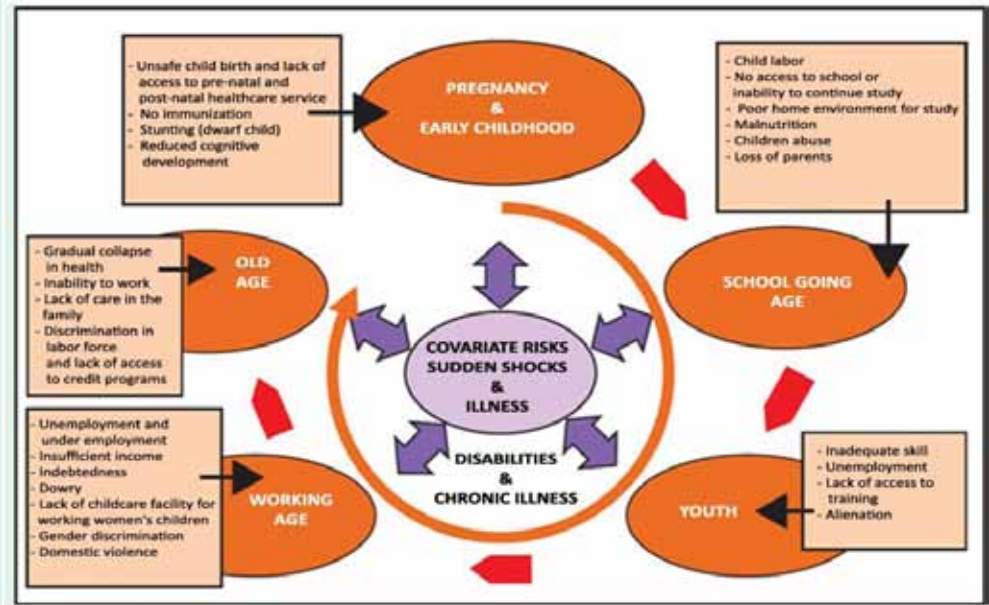
## **Missing Programmes for Working Age Group**

In the formal sector, two missing areas of Social Security for working age group are the absence of unemployment insurance program and the injured workers' insurance. The importance of the latter has emerged in a big way following a series of devastating fire and building collapse events in the ready-made garments industry. As Bangladesh continues to develop the manufacturing and organized services based income and employment opportunities, the importance of these two Social Security interventions will grow. The lack of any social insurance is even more pronounced for the informal sector. The strategy for reforming the present Social Security system will need to pay attention to these aspects of protection for the working age population.

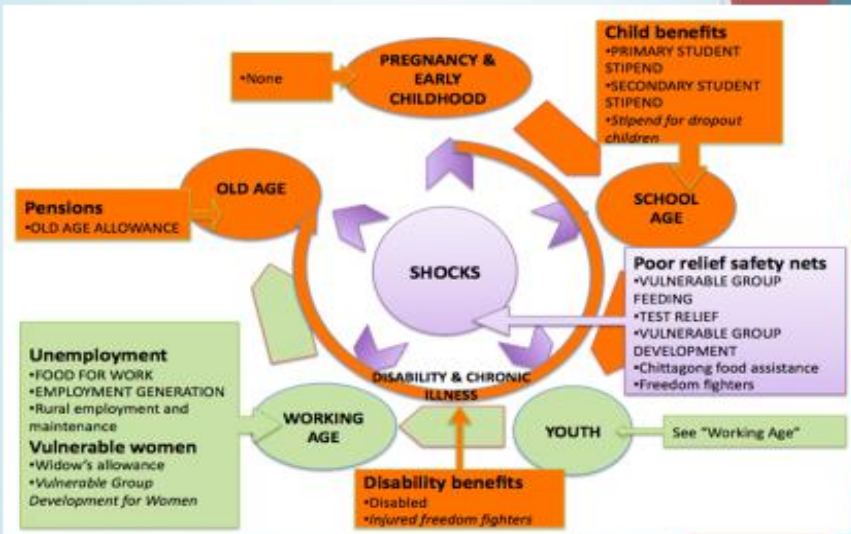
## **Programmes for the Old Age**

The highest level of Social Security spending in Bangladesh is on programmes that address the risks associated with old age. In terms of budgets, the Government Service Pension is the largest Social Security scheme in Bangladesh. Most of the benefits of the government pension likely accrue to the non-poor household. The Old Age Allowance has grown in recent years and now reaches 2.5 million people. In addition, the allowance for Insolvent Freedom Fighters is almost certainly mainly for older people while many of the recipients of the Widows' Allowance are elderly. In theory, therefore, coverage of old age pensions may be between 35 percent and 40 percent of men over 65 years and women over 63 years.

# Lifecycle Based Risks



## Mapping the Programmes across the Lifecycle



## 4.2 Identifying Lifecycle Based Social Security Programmes

### Types of Beneficiaries of various programmes under lifecycle based Social Security

The characteristics of beneficiaries and scope of works are described below:

<b>Programme-Type of Beneficiaries</b>
1. Programmes for Children (<1-4) <ul style="list-style-type: none"><li>- Maternal, child and Reproductive Healthcare</li><li>- Community Healthcare Initiative</li></ul>
2. Programmes for School Going Children <ul style="list-style-type: none"><li>- Stipend for Primary Education</li><li>- Stipend for Secondary Education</li><li>- Primary School Tiffin Programme</li><li>- Program for the Orphans</li></ul>
3.a) Programmes for Working Age Group (19-59 years) <ul style="list-style-type: none"><li>- Economic Empowerment of the Poor</li><li>- Food Assistance for Chittagong Hill Tracts</li><li>- Employment Generation Programme for the Poorest</li><li>- Food for Work</li><li>- Social Development Foundation</li><li>- Rural Employment and Road Maintenance Programme</li><li>- One House One Farm</li><li>- Ashrayon-2 Project</li></ul>
3. b) Programmes for Women (19-59 years) <ul style="list-style-type: none"><li>- Vulnerable Group Development (VGD)</li><li>- Widowed, Deserted and Destitute Women Allowance</li><li>- Maternal Health Voucher Scheme (MHVS)</li></ul>
4. Comprehensive Pension System for Aged People <ul style="list-style-type: none"><li>- Old Age Allowance</li><li>- Residence for Landless and Insolvent Freedom Fighters</li><li>- Honorarium for Freedom Fighters</li><li>- Pension for Retired Government Employees</li></ul>



<b>Programme-Type of Beneficiaries</b>	
5. Programmes for People with Disability Allowance for Insolvent People with Disabilities	
<b>Consolidation of Risk Mitigation Related Social Protection Programmes</b>	
6. Strengthening Programmes for the Management of Covariate Risks <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vulnerable Group Feeding (VGF)</li> <li>- Test Relief (TR)</li> <li>- Gratuitous Relief (GR)</li> <li>- Open Market Sales (OMS)</li> </ul>	
<b>Small Scale and Special Programmes</b>	
7. Special Innovative Programmes <ul style="list-style-type: none"> <li>- Concerned line ministries will develop the outline of special programmes to address the emerging risks</li> <li>- Freedom Fighter Allowance Programme</li> <li>- Programmes for indigenous/small ethnic groups, hermaphrodites, tea estate workers, and various deprived and marginalized groups of people including HIV victims</li> </ul>	

### Exercise on Lifecycle Based Programmes under Various Ministries

Name of Ministry	Name of Programme	Lifecycle			
		School Going Age	Youth	Working Age	Old Age
1. Ministry of Social Welfare	1. Old Age Allowance 2. Allowance for Widow and Women Tortured by their Husbands 3. Allowance for Insolvent				

Name of Ministry		Lifecycle			
	Name of Programme	School Going Age	Youth	Working Age	Old Age
	People with Disability 4. Maternity Allowance for Poor Mothers 5. Honorarium for Freedom Fighters 6. Street Children Rehabilitation Centre 7. Rehabilitation of People Engaged in Begging and Alternative Occupation for them 8. Stipend for Students with Disability 9. Grants for Disabled Children's' Schools				
2. Ministry of Local Government, Rural Development	1. Rural Infrastructure Development 2. One House One Farm				

Name of Ministry		Lifecycle			
	Name of Programme	School Going Age	Youth	Working Age	Old Age
and Cooperatives					
3. Ministry of Disaster Management and Relief	1. TR (Food) 2. GR (Food) 3. Food for Work (FW) 4. Cash for Work (CW) 5. TR (Cash) 6. Employment for the Ultra Poor 7. VGF				
4. Ministry of Women and Children Affairs	1. Women's Skill Based Training Programme for Livelihood 2. Street Children Rehabilitation Centre 3. Early Education for Children's Development				
5. Ministry of Health and Family	1. Clinical Contraception Services Delivery 2. Family				

Name of Ministry		Lifecycle			
	Name of Programme	School Going Age	Youth	Working Age	Old Age
Welfare	Planning Field Services Delivery				
6. Ministry of Education	1. Stipend for Secondary Education				
7. Ministry of Finance	1. Pension for Government Employees				
8. Ministry of Food	1. OMS				

## **Session-5**

### **Appropriate Beneficiary Selection Procedure and Monitoring & Reporting for Successful Implementation of Social Security Programmes**



## **Session-5**

### **Topic: Appropriate Beneficiary Selection Procedure and Monitoring & Reporting for Successful**

#### **Implementation of Social Security Programmes**

Time: 90 Minutes

#### **Sub-topics:**

5.1 Present context of beneficiary selection in the light of National Social Security Strategy;

5.2 Beneficiary selection procedure as per the existing rules of concerned Ministry/division;

5.3 Beneficiary selection procedure of a successful project and a case study analysis.

5.4 Importance of committee formation, implementation, monitoring and reporting in order to ensure transparency and accountability of a programme

#### **Objectives:**

At the end of the session the participants will be able to-

- ✓ Explain beneficiary selection procedure in Social Security programmes;
- ✓ Describe the policies of various ministries/divisions related to beneficiary selection under Social Security programmes
- ✓ Explain and analyse the beneficiary selection procedures of Social Security programmes by reviewing the case of a successful Social Security programme;

- ✓ Demonstrate understanding of transparency and accountability in forming committee for various programmes under Social Security programme;
- ✓ Explain the methods and procedures of monitoring and reporting.

### **Training Method:**

- Lecture/Discussion
- Question-answer
- Case Study
- Brainstorming
- Slide/Poster Presentation
- 

### **Session Conducting Process:**

#### **Step-1**

Time: 15 minutes

The facilitator will ask the participants to share their experiences related to beneficiary selection procedure in Social Security programmes. Then s/he will discuss about the current context of beneficiary selection in the light of National Social Security Strategy.

#### **Step-2**

Time: 15 minutes

At this stage the facilitator will discuss the guidelines for beneficiary selection in several programmes of various ministries/divisions through slides/posters prepared earlier.

#### **Step-3**

Time: 40 minutes

The participants will work in groups and evaluate/analysis a few cases of beneficiary selection. They will be divided into 4 groups, and each group will find out answer to some questions related to beneficiary selection through a specific case. Then they will present their findings through poster. Later on the facilitator will present the contexts of the cases and ask the participants to share their views on both positive and negative aspects.

Finally, the facilitator will give presentation on reporting procedure through slide/poster prepared earlier. He will focus on reporting procedure, necessity of reporting in programme implementation, and how to ensure transparency and accountability through reporting.

## **Lesson Guide**

### **Session-5: Appropriate Beneficiary Selection Procedure and monitoring & reporting for Successful Implementation of Social Security Programmes**

#### **5.1 Present Context of Beneficiary Selection in the Light of National Social Security Strategy**

Since most of the developing countries are going through a gradual transition towards lifecycle based Social Security system, the most common question that arises is how to ensure maximum inclusion of the poor and vulnerable households in public finance based programmes. It is a big challenge to the policy makers in all countries how to select or target the poor. Bangladesh also faces the same challenges. It has been observed that identifying appropriate target population following correct procedure is not always possible in most of the programmes. Present Social Security programmes, which are ultra poor oriented, indicate which level of poverty profile the actual beneficiaries belong to. It is quite obvious that a large portion of the poor are not getting access to these programmes at all though they are supposed to enjoy more benefit compared to the solvent. In 2010 only 35% of the poor enjoyed the benefit of some or other Social Security programmes of the despite substantial expenditure in those programmes.



## **Poverty Situation of Bangladesh and the Steps in Beneficiary Selection in the Light of Lifecycle:**

### **Pregnancy and Early Childhood**

Poverty rates in 2010 in households with children aged 0-4 years are—at 41.7 percent—much higher than national poverty rates, indicating the challenges and additional expenses caused by having young children, in particular if mothers are unable to work. Indeed, some women—including many in the garment industry—have to give up work once they have children. When the near poor are included, around 57 percent of households with children aged 0-4 years could be regarded as poor or vulnerable to poverty

Major risks faced by children at early stages of childhood are stunting and underweight due to under-nutrition. Under-nutrition impacts on their cognitive development, affecting them throughout their whole lives. Despite progress in reducing the rate of stunting among children, it is evident that the challenge remains significant, especially in rural areas where stunting levels—at 38 percent—are significantly higher than in urban areas (at 31 percent).

The causes of stunting are complex but there is a strong correlation between poverty reduction and improved nutrition, suggesting that higher incomes help reduce under-nutrition. The highest rates of stunting prevail among poor families. Low incomes are likely to impact negatively on nutrition because they restrict dietary options and increase the proportion of rice in the diet. As incomes rise and poverty falls, Bangladesh will likely continue to make progress in improving nutrition of young children.

### **School Age**

As children grow, a major challenge they face is attending school. In recent years, school enrolment has increased. For example, school enrolment among poor children aged 6-10 years increased from 72 percent in 2005 to 78 percent in 2010, while among those aged 11-15 it increased from 54

percent to 70 percent. Enrolment among girls is higher than for boys in both age groups. The increase in enrolment is an encouraging trend but it is evident that much still needs to be done, in particular in upper primary and secondary schools.

While there is a range of reasons for children staying out of school, poverty is a significant cause. Poverty rate is lower for higher age children. This is probably due to an increase in child labour among older children. The majority of child labourers are from poorer households. The main reduction in child labourers since the mid-1990s has been among girls, which reflects the impact of the introduction of the Female Secondary Stipend programme and suggests that poverty does drive child labour and child marriages. It is also likely that some adolescent girls come under pressure to care for younger siblings and, as a result, leave school. The absence of childcare facilities means that if women want to return to work after giving birth they will have to find others to care for their children.

## **Young People**

The main challenge faced by adolescents and young people is lack of skills. Many do not gain sufficient secondary education and there is not enough vocational training available to compensate. More specifically, there is neither easy access to equivalent non-formal education programme to complete basic education nor skills development programmes to transition into. Indeed, businesses complain that insufficient skilled labour is a major impediment to growth, while also discouraging garment companies from locating outside Dhaka. However, providing vocational education alone is not the solution. In the long-term, it is probably more important to ensure that children and adolescents gain an adequate secondary education to prepare them for the labour market.

## **The Working Age Population**

The challenge of underemployment faced by young people is reflected in the rest of the working age population. As indicated by the 2010 Labour Force Survey, while open unemployment rate is 4.1 percent, some 9 percent of the employed are working less than 20 hours per week.

Bangladesh's great competitive advantage is its large pool of labour, yet this is currently underutilized. The challenges faced by the working age population are diverse. Many suffer from severe social and economic disadvantages that are extremely difficult to overcome. These include a lack of access to land or residence in areas – such as the western region or the Chars - where resources and/or markets are limited. Low levels of education and literacy compound their disadvantages. Many – indeed a third of the labour force – have no option but to engage in low-paid daily wage labour, mainly in the agricultural sector, with many living in absolute poverty. Without assistance from Social Security, these families will be unable to break out of the intergenerational cycle of poverty.

Working women face additional disadvantages due to gender discrimination. Female labour force participation is low – at 36 percent – compared to 83 percent for men. This may reflect traditional attitudes to women and their weak bargaining power within households. Wages for female workers are also low, and they earn up to 60 percent less than men for the same work. The ability of adolescent girls and young women to enter and remain in the labour force is constrained by these factors and also childcare responsibilities, which may help explain the high levels of poverty among families with young children. Although women are finding significant employment in garment factories, many have to leave once they give birth.

An inadequate Social Security system means that families with children also have to provide care and support to those elderly people and people with disabilities who are in need of assistance. In effect, this is an informal tax on working families that limits their ability to invest in productive activities while reducing the support they can give to their own children. In other developing countries, old age pensions and disability benefits paid at reasonable levels are able to reduce demands on families with children, with significant benefits for working families.

Family wellbeing can deteriorate significantly if breadwinners suffer shocks, in particular illness. Health shocks are the most common challenges faced by households. Studies have suggested that 90 percent of households identified poor health as the main cause of economic

difficulties. Around two-thirds of treatment costs relate to out-of-pocket expenditure.

## **Disability**

Disability can occur at any stage of life. Around 8.9 percent of the population – 8 percent of males and 9.3 percent of females – has some form of disability, although those who could be regarded as severely disabled comprise 1.5 percent. Disability prevalence varies over the lifecycle, with a significant increase from around age 50. By far the highest rates of disability are among older people. Prevalence is also higher among women than among men. A significant proportion of households – 31 percent – have a disabled member, while 6.3 percent have someone with a severe disability.

## **Old Age**

Demographic changes are taking place in Bangladesh – the number of aged people is increasing. Currently, around 7 percent of the population is over 60 years and this will increase significantly in the coming decades. It will reach 12 percent by 2030 and 23 percent by 2050.

Poverty rates increase with ageing. In the absence of an effective old age pension system many older people in Bangladesh continue to work, but often with insecure and vulnerable livelihoods. Older people can face discrimination in the labor market. Indeed, older people are often denied access to micro-credit. One survey found that only 19 percent of older people were able to access credit. As the elderly become increasingly frail and disabled, work becomes less of an option, while costs – in particular for health care – can rise, which may explain why poverty rates increase as older people age, in particular for those above 80 years. They become more dependent on their children for support, which, if not forthcoming, can place them in a very disadvantageous position. Given the changing age structure of the population and increasing proportions of the population that will be living with older people, this could undermine future achievements in poverty reduction.

## 5.2 Beneficiary Selection Procedures

With regard to the functions of the ward meeting, Local Government (Union Parishad) Act, 2009, Section 6, Sub-section 1(C) states that the final priority list of the beneficiaries of various government programmes shall be prepared based on various indicators and handed over to Union Parishad for providing benefit to the selected beneficiaries. In providing benefits to the beneficiaries, programmes shall work in close coordination with other local government institutions including Union Parishad. Local Government institutions shall work as an important instrument to provide support in identifying potential beneficiaries, conflict management, monitoring and evaluation of Social Security programmes. In this case, Union Parishad shall take necessary measures to select beneficiaries of Social Security programmes following the required procedures. Usually, Union Parishad plays important role in selecting beneficiaries and transferring benefits of Social Security programmes.

The present Social Security system of Bangladesh is quite complicated which is constituted of a large number of programmes. Under the Social Security system at present there are 142 (FY2106-17) programmes which are being implemented by 23 or more ministries/divisions. Every program has its own procedures of beneficiary selection which may vary to some extent from those of other programmes. The beneficiary selection procedures are published by the concerned ministries/divisions.

In transferring benefits under various Social Security Programmes, Union Parishad, for example, can play the following roles:

- Most of the key Social Security programmes are implemented by Union Parishad;
- The primary selection of beneficiary is done by Union Parishad;
- Union Parishad provides all types support in transferring benefits of Social Security programmes to the beneficiaries;

- Union Parishad works as a linking agent between the beneficiaries and the service providers;
- Union Parishad provides all types of information related to the beneficiaries;
- Union Parishad provides assistance to the beneficiaries in case they face any difficulty in getting the benefit of Social Security programmes.

### **5.3 Beneficiary Selection Procedure (through case study)**

#### **Case- 1: A Union Parishad of SWAPNO Project**

The name of the Union Parishad is Budhhata. SWAPNO project started in 2014 in this Union under Ashashuni Upazila of Satkhira District. This project was implemented through Union Parishad under Local Government Division which generated 18-month employment for 36 destitute, hardcore-poor women, and widowed, divorced and deserted women. Rural women aged 18-50 have been provided with life skill based training as well as employed for the maintenance of public property. As a result of the this training they will either start small scale income generating activities or get employment in small or medium scale enterprises at the end of the tenure of their employment.

The Standing Committee for Domestic Conflict Management, Women and Children Welfare was given the responsibility of implementing SWAPNO Project as per the decision of Budhhata Union Parishad meeting upon receiving order from Local Government Division. All the members of the Committee arranged informing meeting in every ward under the overall leadership of the Union Parishad Chairman. All the people of the union present in the meeting were informed in detail about the beneficiary selection criteria, selection procedure and date of selection for SWAPNO Project.

Moreover, in order to employ women workers, leaflets and posters were hung in important places and institutions and announcement was made through mike for wide circulation. In the circulation the common people as well as the candidates were clearly informed with emphasis not to involve in any kind of financial transaction with anyone inside or outside the union Parishad for getting the employment.

In total 180 candidates were present from the selected 9 wards. They were asked to stand separate queues as per their respective wards. Their National ID Card or birth certificate issued from the union Parishad was checked. Besides, it was ensured whether they got any benefit from any other programme. Then a primary list of the candidates was prepared. The enlisted candidates were interviewed and a list for lottery was prepared in consultation with the honourable persons of the locality and the ward members present there.

The names of 100 women from 9 wards were included in the list for lottery. Ward-wise lottery was conducted publicly with the help of a 7-8 years old child. From every ward 4 candidates were selected for the final list and others were kept on the waiting list. Selection of the candidates on the final list prepared by lottery was finalized after physical verification of the information provided by them through home visit. The whole selection process was monitored by the UNO of DDLG or their representatives and the officials of UNDP District office. Since the Union Parishad did not involve in any corruption for the selection, appropriate beneficiaries were selected and that is why those 36 women workers are now working tirelessly from 8:00 am to 2:00 pm. They work for repairing and maintaining rural public infrastructures. The Union Parishad pays each of them after every 15 days at the rate of daily 150 Taka and deposits daily 50 Taka at the bank account of each of them. At the end of the tenure of their employment each of them will get 22,500 Taka from their savings. They will be able to invest this money in some income generating venture.

The people of the union are very pleased with the performance of the SWAPNO women workers and the women workers are overwhelmed with the joy of the fulfilment of dream through this project.

## **Questions:**

1. Which standing committee of the Union Parishad is involved in the operations of SWAPNO Project?
2. What are procedures maintained in selecting beneficiaries of SWAPNO Project?
3. Why are the selected beneficiaries able to maintain roads/public property properly?
4. Why are the women working happily in the project?

### **Case-2: We paid for getting the job, why should we work?**

It was the link road between Chandrakona Union Parishad of Bhurungamari Upazila under Kurigram District and the Upazila Sadar. 12 women workers were having a casual talk sitting by the side of the link road. They were wearing apron with 'SWAPNO Project' written on it, and there were baskets, spades, rammer, pitchers, and a chopper in front of them. They were talking casually among themselves and chewing betel leaves.

Mawlana Hafez Uddin, former secretary of Chandrakona Union Parishad, was going towards upazila bazaar on foot. As he saw so many women workers talking and sitting beside the road, he asked them why they were talking and sitting idly instead of working. The leader of the group Latifa spoke out on behalf of the group, "We came at 8 in the morning and worked for 2 hours. Now we are having rest for a while." Mr. Hafez told, "Well, but I don't see any trace of mud on your baskets and spades. It seems that you have not started to work at all."

The women were trying to show different excuses. Since Mr. Hafez was a former Union Parishad Secretary and had a long experience of supervising the works of RMP programme of CARE, he knew very well that every group or women workers is supposed to have a register with them for keeping records of 'assignment and delivery of work'. It is actually their action plan for 15 days and they are supposed to work as per this action plan. He



asked Latifa to show him the register. She got very angry and replied on his face, "Who are you to ask for the register? We paid for getting the job. Why should we work?" Mr. Hafez understood what a great blunder the Union Parishad made. If workers are employed through corruption, the roads of Union Parishad are not repaired properly. The sides of the bitumen roads were breaking down and the people of the locality were suffering for this.

Then Mr. Hafez disclosed his identity to the women and motivated them to work well. He told, "We all are the inhabitants of this Union. It is our own responsibility to keep the roads of our locality well-maintained for our own use. You are working under Government project, so you should do the work properly. If you do not fill the sides of the road with mud, our children will not be able to reach school and college on time in the rainy season. That will be our loss." Latifa and her group got convinced by what Mr. Hafez said and realized what they were doing was not right. They agreed to work as per the action plan.

### **Questions:**

1. Who were talking on the roadside?
2. Which things/instruments were there in front of them?
3. What is the name of the Mawlana? What was he asking the women?
4. What was the reply of the leader of the women? Why were they sitting and talking instead of working?
5. Why did the women start working?

## **5.4 Importance of committee formation, implementation, monitoring, and reporting for ensuring transparency and accountability of project**

### **Ensuring transparency and accountability**

Documentation of the outcomes of programmes, analyzing both positive and negative aspects of the outcomes and ensuring transparency and accountability while analyzing the outcomes are the key steps in the implementation of Social Security programmes.

Transparency means compliance with the rules and policies in making decision and applying them in a programme. Steps in decision making must be taken in a disciplined manner. The information provided must be relevant and clear. Transparency of a programme will be ensured only when everyone concerned understands the decision making process. Similarly, accountability is one of the criteria for evaluation. Not only the public institutions, but all types of social organizations including private and voluntary organizations are accountable to the common people for their activities. Who will be accountable to whom depends on which decisions and steps are taken by a particular organization. Usually organizations and institutions are accountable to them who are affected by the decision or steps taken. Rule of law and liability culture can never be established until and unless the accountability of activities and its effects are ensured, Accountability is considered one of the indicators of good governance, but in order to strengthen accountability it is essential to have feedback and commitment in every programme. Therefore, not only the beneficiary selection committee, but also the persons who form the committee must be accountable. In order to ensure proper implementation of a programme it is essential to comply with the rules for programme implementation systematically, collect all the necessary data related to programme implementation, analyse the data and take future steps accordingly.

Some of the important activities related to the implementation of Social Security programmes are as follows:

- (1) Beneficiary selection;
- (2) Collecting, preserving and verifying data related to poor people or vulnerable households/persons;
- (3) Providing assistance in removing impediments to programme implementation, and redressing grievances;

All these activities will be implemented by the concerned committees.

## **Union VGF Committee**

### **Committee Formation**

1. Chairman of the concerned Union Parishad - Chair
2. All members/female members of the concerned Union Parishad - Member
3. Sub-Assistant Agricultural Officer (Block Supervisor) - Member
4. BRDB Field Assistant - Member
5. One honourable person from each ward of the union - Member  
(nominated by Upazila Nirbahi Officer)
6. 1 teacher and 1 Woman representative from the union - Member  
(nominated by Upazila Nirbahi Officer)
7. Union Parishad Secretary - Member Secretary

## **Functions of the Committee**

- 1) Preparation of beneficiary list based on the defined criteria and indicators;
- 2) Sending beneficiary list to Upazila VGF Committee for approval;
- 3) Taking measures to issue wardwise VGF cards approved by Upazila VGF Committee;
- 4) Taking measures for drawing and disbursing food grains within specified time;
- 5) Preserving the list of VGF cards in the appropriate procedure;
- 6) Steps must be taken for the preparation of beneficiary list immediately after receiving VGF Programme Guideline;
- 7) The list of the VGF beneficiaries at union level must be displayed on the Union Notice Board;
- 8) The Committee shall remain accountable for drawing, disbursing and preserving food grains. The Chair of the Committee shall preserve the food grain stock register, master roll, and other documents related to accounts management for audit;
- 9) If any complaint is lodged about the list of beneficiary, it shall be cancelled after investigation and new beneficiaries shall be nominated.

## Union VGD Committee

### Committee Formation

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1. Chairman of the concerned Union Parishad   | -Chair               |
| 2. All members of the concerned Union Parishad<br>(including the female members from the reserved<br>seats) | -Member              |
| 3. Representative from development partner NGO  | -Member              |
| 4. 1 teacher of government primary school (Female)  | -Member              |
| 5. 1 freedom fighter  | -Member              |
| 6. Ward level Family Planning Worker  | -Member              |
| 7. 2 beneficiaries from the previous cycle  | -Member              |
| 8. 2 honourable persons of the locality (1 man and 1<br>woman)  | -Member              |
| 9. Secretary of the concerned Union Parishad  | -Member<br>Secretary |

The Upazila Nirbahi Officer shall nominate the members against serial no. 4, 7 and 8 of this committee, and the member against serial no. 5 shall be nominated in consultation with Upazila Freedom Fighter Commander.

### Functions of the Committee

- Selecting the right women as beneficiaries of VGD programme based on the set criteria;
- Ensuring proper distribution of wheat especially ensuring that each of the VGD beneficiary women gets monthly 30 kilogram ration;

- Ensuring that the food grain is distributed on the fixed date and records (master roll, stock register, savings register, inspection book) are kept and preserved properly;
- The secretary of Union Parishad, as the Member Secretary of VGD Committee, will take the overall responsibility;
- Providing necessary support to the development partner NGOs and assisting them in providing development package services;
- Ensuring proper implementation of savings management by the NGOs;
- Organizing special meeting for VGD women in order to develop social awareness in those unions where there is no development partner NGO;
- Ensuring safe and proper storing of food grains;
- Ensuring that a signboard is installed at the Union Parishad office and the name of the office, number of VGD women, quantity of ration, date of distribution, amount of mandatory monthly savings of every woman (Tk. 25), and the tenure of VGD food cycle are written clearly on the signboard;
- Ensuring that the UP Chairman submits monthly progress report to Upazila Nirbahi Officer by the 5<sup>th</sup> day of the month following the month of distribution of food grain (UP secretary will take necessary measures in this regard). In this case, in every Union the number of allocated cards shall be 50.

## **Old Age Allowance Committee at Ward Level in the Union**

### **Committee Formation**

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Elected member of the Concerned ward | -Chair   |
| 2. Female member of the concerned ward  | -Adviser |
| 3. Ward members                         | -Member  |

### **Function of the Committee**

- 1) Preparing the list of candidates for Old Age Allowance after the primary selection as per the set policy;
- 2) Sending the primary list to the Upazila Committee for final approval;
- 3) Redressing grievances related to the primary selection, and refer to the Upazila Committee in case of appeal, if any;

## **Ward Committee in those Unions where Election is Suspended**

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1) Upazila Social Service Officer  | - Chair           |
| 2) Union Parishad Secretary  | -Member           |
| 3) 2 (two) honourable persons from the concerned ward<br>(1 man and 1 woman, nominated by Upazila Nirbahi Officer) | - Member          |
| 4) Union Social worker of the concerned union  | -Member Secretary |

## **Monitoring and Reporting in Social Security Programmes**

There are three levels of a result based monitoring system and at every level there are some indicators. It is important to set objectives for each level. Monitoring is conducted to identify result against each objective. Relevant examples and possible means or instruments in this regard are discussed in the following three paragraphs which are consistent with the three levels mentioned above.

## **Monitoring of Individual Programmes**

The objective of individual programmes-wise monitoring in National Social Security Strategy will be to collect and preserve data against the performance indicators. The indicators include:

- Number of clients served
- Number of benefits paid
- Average benefit per recipient
- Actual benefit value as percentage of household income or per capita income

## **Monitoring of the Immediate Impacts to Ensure Transparency and Accountability of the Programmes under the Project**

Monitoring means ensuring programmes are implemented as per their plans. The systematic monitoring of Social Security programmes is as follow:

- Identifying the elements of impediments to and criteria for implementing programme;
- Observing the aims, procedures of implementation and the compliance with the guidelines for implementation of a programme in order ensure maximum success at every level of a programme.
- Reviewing the progress of implementation regularly, identifying faults and lapses and taking corrective measures accordingly.

## **Things to be Considered in Monitoring:**

It is essential to conduct ongoing monitoring in the implementation of National Social Security Strategy in order to ensure the improvement in the service rendering system, recording results, informing the policy makers about the effectiveness of alternative means, and maintaining consistent continuation and expansion of programmes. When and how monitoring



will be conducted must be specified. Result based monitoring programme will be divided into three parts:

1. Monitoring the appropriateness of beneficiary selection;
2. Monitoring the identification of problems and the means of solution during the implementation of programme;
3. Monitoring the verification of Socio-economic condition of the beneficiaries in the post-implementation phase.

It is also essential to ensure the monitoring of the activities of the committees formed for the implementation of a programme like committee meetings, proceedings and decisions of meetings etc.

## **Reporting**

Next step after monitoring is reporting, i.e. preparing report and sending it to the concerned office/agency. Reporting can be monthly, quarterly, half-yearly or yearly basis. In government and non-government agencies various types of reports are prepared and sent to the management/authority for information and necessary action. It is necessary to regularly update about the activities under the Social Security programmes implemented by Union Parishad, prepare monthly quarterly/half-yearly/yearly reports send them as per the requirement of the proper authority. Reporting gives perception on the consistency, progress, problems and faults related to programme implementation, appropriateness of programmes, financial involvement, and involvement of all stakeholders, and overall management of programme implementation.

### **Things to be Considered in Reporting:**

1. Reporting time/deadline
2. Programme-wise type of beneficiaries of benefit recipients

3. Programme-wise type of benefit provided during the reporting phase
4. Financial statement-
  - (a) Programme-wise financial involvement
  - (b) Operational cost
  - (c) Other expenditure, if any
5. Institutional affairs-
  - (a) Number of staff members related to the concerned programme
  - (b) Description of training/informing course
  - (c) Description of the nature of involvement of Union Parishad
6. Activities of the Committees-
  - (a) Programme-wise meeting
  - (b) Important decisions
7. Programme

## Session-6

### Role of Union Parishad in Improving the Living Standard and Skill of Beneficiaries



## **Session-6**

### **Topic: Role of Union Parishad in Improving the Living Standard and Skill of Beneficiaries**

Time: 60 minutes

#### **Sub-topics:**

6.1 Role of Union Parishad in implementing programmes and in improving the living standard and skill of beneficiaries

6.2 Collecting, preserving and managing data related to beneficiaries

#### **Objectives:**

At the end of the session the participants will be able to-

- Explain and analyse the role of Union Parishad in helping the beneficiaries of Social Security programmes maintain a normal lifestyle;
- Describe the procedure and necessity of collecting data related to the socio-economic condition of beneficiaries, especially data related to their conditions before and after Social Security programmes.

#### **Training Method:**

- ✓ Lecture/Discussion
- ✓ Group discussion
- ✓ Brainstorming
- ✓ Slide/poster presentation

## **Session Conducting Process:**

### **Step-1**

Time: 30 minutes

At the outset the facilitator will ask to share what they know about the roles and responsibilities of Chairmen, Members and Secretaries of Union Parish in implementing Social Security programmes. The participants will be divided in 4 groups for group work on the role of Union Parishad in implementing Social Security programmes, and post-implementation data collection in case of improving the living standard of beneficiaries. When the group presentation is over, the facilitator will give presentation on the role of Union Parishad in this regard through slides/posters prepared earlier.

### **Step-2**

Time: 20 minutes

At this stage, the facilitator will present through a checklist and slide/poster prepared earlier on the necessity of collecting data related to the socio-economic condition of the beneficiaries, their lifestyle, economic activities, data collection procedure, data preservation etc.

### **Step-3**

Time: 10 minutes

Finally, the participants will present a summary of the session-wise discussion. When the presentation is over 4 districts will be selected to form 4 groups for presentation on the following day. Each group will consist of 3 participants (1 facilitator and 2 co-facilitators).

## **Lesson Guide**

### **Session-6: Role of Union Parishad in Improving the Living Standard and Skill of beneficiaries**

#### **6.1 Role of Union Parishad in Programme Implementation and Improving the Living Standard and Skills of Beneficiaries**

Social Security system in Bangladesh abounds in food assistance and rural employment related programmes in terms of both participation rate of beneficiaries and financing as most it stresses more hunger elimination and poverty reduction.

Things to be considered by union Parishad in operating Social Security system effectively and improving the living standard and skills of beneficiaries are as follows:

- Establishing simplified institutional system in order to assist the planning, implementation, monitoring and evaluation process of Social Security programmes;
- Providing effective service by increasing professionalism and skills of concerned local social workers in operations and implementation of Social Security Programmes;
- Identifying appropriate beneficiaries;
- Strengthening data collection and preservation system for the preparation of effective implementation plan;
- Taking measures to ensure the inclusion of most vulnerable households/people within the coverage of programmes;
- Ensuring transparency and accountability in beneficiary selection and transfer of promised benefits/services.

It is the responsibility of Union Parishad to make sure that the above mentioned steps are effectively implemented. With that goal, the description of the improvement of the living standard and skills of beneficiaries through programme implementation is presented below:

Most of the poor people live in the rural areas in Bangladesh and Social Security programmes are the means of elimination of hunger and poverty of the rural poor. It is quite natural that the implementation of Social Security programmes through Union Parishad is considered appropriate because Union Parishad is such a kind of service oriented institution that remains closest to the rural people. Considering this, Union Parishad is assigned with the implementation of various Social Security programmes in order to improve the living standard and skills of rural people. Description of some Social Security programmes where UP can play a vital role for changing the real poor life, for example, is presented below:

### **Disability Allowance Programme for Insolvent People with Disability:**

#### **Goals and Objectives:**

With the following goals and objectives, the Government undertook Disability Allowance Program for providing Social Security to insolvent people with disability, addressing their helplessness and unemployment problems:

1. Fulfilling the Constitutional and legislative commitments to the people with disability;
2. Socio-economic development of people with disability;
3. Bringing destitute people with disability within the coverage of Social Security programmes;
4. Providing monthly allowance to people with disability selected by proper authority following specific policy in this regard;
5. Incorporating disability affairs in National Action Plan.

### **Coverage of the Programme:**

The programme will run all over Bangladesh. Insolvent people with disability in the wards of all the unions and municipalities in 64 districts and area sunder city corporations will be provided with disability allowance proportionately.

### **Beneficiary Selection Criteria:**

1. The applicant must be a person with disability as defined by Disability Welfare Act, 2001;
2. While selecting beneficiary the socio-economic condition of the applicant shall be considered;
3. In giving allowance aged persons with disability shall be given priority;
4. Landless and homeless persons with disability shall get priority in getting allowance;
5. Women with disability shall be given priority;
6. Persons with multiple disabilities shall get priority;
7. In case of selecting new beneficiaries more poverty stricken, underdeveloped and remote areas shall be given priority;
8. With a view to facilitating medical care, poor, mentally ill/autistic children with disability (condition of age can be relaxed) shall be given priority;

### **Eligibility Criteria for Getting Allowance:**

1. Must be a permanent resident of the concerned area;



2. In accordance with Disability Welfare Act, 2001 a person with disability must have registration and identity card issued from District Social Service Office. A person with disability shall receive registration and identity card from the same district of which s/he is a permanent resident;
3. Must be a person with disability having an annual income not exceeding 36,000 (thirty six thousand) Taka;
4. The applicant must be a destitute/distressed person with disability;
5. All types of disabled people above 6 (six) years old shall be considered for allowance;
6. Must be selected by the selection committee.

## **Old Age Allowance**

### **Goals and Objectives of Old Age Allowance Programme:**

The Government initiated Old Age Allowance for the welfare and development of aged destitute, excluded, deprived and underdeveloped people of Bangladesh. The goals and objectives of Old Age Allowance Programme are as follows:

1. Socio-economic development and Social Security of the aged population;
2. Enhancing their dignity in the family as well as in the society;
3. Enhancing their mental strength through financial allowance;
4. Providing support to enhance healthcare and nutritional supplies.

### **Coverage of the Programme:**

Men aged 65 years or older and women aged 62 years or older or persons of a certain age time-to-time specified by the Government residing in the

city corporation areas, upazilas, municipalities and unions all over Bangladesh under 64 districts will be selected for Old Age Allowance Programme according to the proportion of the population.

### **Eligibility Criteria to become an Applicant:**

- (a) Citizenship: Must be a permanent citizen of Bangladesh.
- (b) Age: Persons of highest age shall be given priority.
- (c) Health Condition: Persons who are physically disabled or incapable of working shall get highest priority.
- (d) Socio-economic Condition:
  - (1) In case of financial condition: Destitute, homeless, and landless people will get priority respectively in order of importance.
  - (2) In case of social condition: Widows, divorcees, widowers, childless people and people detached from home shall get priority respectively in order of importance.
- (e) Land Ownership: Landless people shall get priority. In this case, if any person owns 0.5 acres or less area of land excluding homestead s/he shall be considered landless.

### **Eligibility Criteria for Getting Allowance:**

1. Must be a resident of the concerned area;
2. Must have birth registration/National ID number;
3. Age must be minimum 65 in case of men and minimum 62 in case of women. However, Other ages, as specified by the Government time-to-time, shall be taken into consideration;
4. Average annual income of applicant must not be exceeding 10,000 (ten thousand) Taka;
5. Must be selected by the selection committee;

**N.B.:** National ID card, birth certificate, SSC/equivalent certificate shall be referred to for calculating age. If any dispute arises, the decision of the committee shall be deemed final.

### **Ineligibility for Getting Allowance:**

1. If entitled to government pension;
2. If holds VGD card as destitute woman;
3. If receives any other type of regular government grants/allowance;
4. If receives any other type of regular grants/allowances from any other agency/social welfare organization.

### **Selection Procedures:**

#### **Selection Committee:**

1. There shall be a committee at the union level for the primary selection of beneficiary of Old Age Allowance Programme;
2. There shall be a committee at upazila level for the final selection of beneficiary;
3. There shall be a separate committee for each Municipality;
4. There shall be a separate committee for city corporation area;
5. The committees shall take measures for beneficiary selection and transfer of allowance as per the scope of their activities;

## **Allowance Programmes for Widowed, Deserted and Destitute Women**

### **Goals and Objectives of the Programme:**

The government undertook Allowance Programme for Widowed, Deserted and Destitute Women for the welfare and development of the aged destitute excluded underdeveloped and poor people of the country. The goals and objectives of this programme are as follows:

1. Socio-economic development and Social Security of widows and women abandoned by husband;
2. Enhancing their dignity in the family as well as in the society;
3. Enhancing their mental strength through financial allowance;
4. Facilitating healthcare and providing financial support for increase in nutritional supplies.

### **Coverage of the Programme:**

This allowance will be given to extremely poor, destitute and distressed widows and women abandoned by husband in all upazilas, development circles, and all the wards of all types of municipalities of Bangladesh. The allowance will be given on monthly basis at the rate fixed by the Government.

### **Implementing Authority:**

- (a) Department of Social Services under the Ministry of Social Welfare of the Government of Bangladesh will implement Allowance Programmes for Widowed, Deserted and Destitute Women. This implementation procedure will be carried out with the support of existing manpower in the organizational structures of District Social Service Offices and Upazila Social Service Offices, officials working

in the District and Upazila administration, and people's representatives of the concerned wards/unions/municipalities.

- (b) There shall be a ' Cabinet Committee for Overall Oversight of Social Security programme sheaded by Honourable Minister, Ministry of Finance. In addition to that, there shall be a District Steering Committee headed by the Deputy Commission of the concerned district, and a National Steering Committee headed by the Secretary, Ministry of Social Welfare.

### **Eligibility Criteria for Applicant Selection:**

- (a) Citizenship: The applicant must be a permanent citizen of Bangladesh.
- (b) Age: Must be 18 years or older. However, women of highest age shall be given priority.
- (c) Health Condition: Persons with physical incapability, i.e. those who are completely unable to work shall be given highest priority.
- (d) Socio-economic Condition:
  - (1) In case of financial condition: Destitute, homeless and landless people shall be given priority respectively.
  - (2) In case of social condition: Childless people and people detached from family shall be given priority respectively.
- (e) Land ownership: Landless applicants shall be given priority. In this case, if any person owns 0.5 acres or less area of land excluding homestead, s/he shall be considered landless.

### **Eligibility Criteria for Getting Allowance:**

1. Must be a permanent resident of the concerned area;

2. Must have birth registration/National ID number;
3. Aged, distressed and destitute widows or women abandoned by husband shall be given priority;
4. Those who are destitute, distressed and near landless, widowed or abandoned by husband and have 2 children aged below 16 years shall be given priority for allowance;
5. Among destitute and poor widowed, and deserted women those who are ill and those who have disability shall get priority for allowance;
6. Applicant's average annual income must not be exceeding 12,000 (twelve thousand) Taka;
7. Must be selected by the selection committee.

### **Ineligibility for Allowance:**

An applicant shall be ineligible for allowance if s/he-

1. is an employee in any government or non-government institution;
2. is an heir to pension benefit;
3. holds VGD card as a destitute woman;
4. enjoys any other government grants on regular basis;
5. enjoys any other grants from non-government agencies/social service organization on regular basis.

## **Beneficiary Selection Procedures**

### **Selection Committee:**

1. There shall be a committee at union level for primary selection of applicants for Allowance for Widowed, Deserted and Destitute Women.
2. There shall be a committee at upazila level for the final selection of beneficiaries.
3. There shall be a separate committee for each of the municipalities.
4. The committees shall take measures for beneficiary selection and transfer of benefit as per their terms of reference.

## **VGF Programme**

### **Objectives:**

1. Ensuring food security of the distressed and poor people;
2. Providing support to distressed people and children in preventing nutritional degradation;
3. Contributing to the elimination of poverty by providing temporary support to the beneficiaries to develop their social and economic conditions;
4. Providing food support to poor people during the lean period;
5. Providing support to people affected by various events of natural disaster like cyclone, flood, draught etc.

## **VGD Programme**

### **Objectives:**

1. Creating opportunities for training, motivating to mobilize capital for initial investment through savings, and making capable of earning by creating opportunities for access to loan and making capable of being included in the ongoing development programmes in order to enhance women's sellable skills;
2. Developing women's social awareness related to coping with disaster, and all sectors including nutrition development through active group participation of poor women in practical education and other training programmes on human resources development.

### **Eligibility Criteria for Selecting VGD Women**

Women of those households that fulfil the following criteria (at least any three) shall get priority in the selection process. However, those landless households shall get priority which are headed by women and have no other source of income. Moreover, those households that have pregnant mothers or children aged below 24 months shall get priority to be included in the VGD Programme.

1. Actual landless households, i.e. those households that have no land at all or have less than 0.15 acres of land shall get priority.
2. Those households that earn very little amount on daily basis or as irregular day labourer or have no specific source of regular income.
3. Those households that have pregnant mother or children aged below 24 months (number of children shall, in no circumstances, be more than 2) shall be given priority and at the union level 10% quota for such households shall be ensured.



4. Households that are headed by women and have no male members or no other source of income shall get priority.
5. One household shall get only one VGD card.
6. Selected women shall be entitled to VGD card unconditionally and free of cost. In no circumstances service charges or price against card shall be charged.

### **Selection Procedures:**

Upazila Women Affairs Officer will arrange a consultation meeting with Union VGD Women Selection Committee and discuss in detail about the eligibility criteria and selection procedure and give necessary instructions in this regard. After this consultation meeting, Union VGD Women Selection Committee will form a separate 4-member small team for each ward. The small team will be constituted of the male and female members of the concerned ward, one government employee of union level and one representative from the NGO involved in VGD programme. The female member of the concerned ward will be the leader of the small team.

### **Rural Infrastructure Repair and Maintenance (Food for Work/Food for Cash) Programme**

#### **Objectives:**

- 1) The main objective of this programme is to implement various projects to construct/reconstruct rural infrastructure damaged in natural disaster, and repair rural infrastructure for its development (Food for Work) in normal time;
- 2) The main goal of this programme is to generate employment in the rural areas, raise income of rural people, bring balance in the food supply throughout the country and have a positive impact on poverty elimination.

## **Rural Infrastructure Repair and Maintenance (TR) Programme**

### **Objectives:**

1. Creating employment for the poor/labourers/unemployed people throughout the country and allocating food for Rural Infrastructure Maintenance Programme (TR) for the development of public welfare institutions by undertaking taking and implementing small scale projects;
2. Along with employment generation, ensuring food security of economically weaker and destitute population of the society through their participation is also one of the objectives of this programme.

### **Role of Union Parishad in Rendering Service**

- Preserving database of the beneficiaries of all types of Social Security programmes;
- Putting maximum emphasis on selecting appropriate beneficiary;
- Replacing inappropriate beneficiaries by appropriate ones as per the rules if the earlier selection is found incorrect;
- Preparing list of people that need Social Security;
- Collecting and updating financial and social data on beneficiaries every year;
- Maintaining close liaison with service providing government offices;
- Cooperating with government offices for rendering quality service.

## **6.2. Collection, Preservation and Maintenance of Data on Beneficiaries**

The current age is the age of information technology. The richer the database of a country is and the more skilfully it can use its database, the more powerful it is. The world is now divided into two parts – one is closely connected to information technology, and the other is deprived of this facility. As a result, one kind of digital division is created. It is essential to make the empowerment of rural people and activities for their development information based. In this regard, Section 78, 79 and 80 of Local Government Act (Union Parishad), 2009 provides guidelines on access to information, dissemination of information and use of information. That means there is provision of proper utilization of information for socio-economic development.

### **Use of Information Technology**

There are 4 key features of information technology:

1. Effective and two-way communication
2. All time access to service
3. Low cost communication
4. Based on geographical boundary

Union Parishads under Upazilas, service provider agencies, nation building organizations, handed over divisions and those which are not handed over yet can contribute substantially to the overall economic development and various other development activities along with providing service to the people of the concerned areas by ensuring free flow of information. They can inform the policy makers about the needs of the common people and their own plans for developing their living standard.

In various types of activities of Union Parishad it is essential to collect, compile, preserve, update and use information. At present every Union Parishad has a digital centre which can be utilized to collect, update, permute, analyse and use data.

**Following matters need to be considered in collecting, preserving and managing data:**

- Union Parishad will have to collect data related to ward-wise poor people.
- Collected data of a particular year must be updated at least once in a quarter.
- Lifecycle based data must be arranged in different parts according to the stages of lifecycle.
- For collecting data of the whole union the digital centre of that concerned union must be used.
- In case of household survey, information must be collected on age, physical fitness/disability of every member of a household.
- Description of the financial condition of each household e.g. poor, ultra-poor etc. must be recorded.
- Information about the income source of the members of each household must be collected.
- Whether any member of the household was selected as beneficiary of any Social Security programmes earlier, and if selected, type of programme, year etc. must be recorded and preserved.

## **Important Aspects of Data Collection**

- Preserving and regularly updating information about the weather and climate, environment, description of the activities of the people of the concerned locality;
- Preserving data on the overall condition of the lifecycle of the population of the concerned locality like condition of child in mother's womb, living standard of the aged population etc.
- Preserving and updating data on the ultra-poor, landless people, people with various types of disability, physical inability, intellectual disability;
- Union Parishad will maintain separate register for preserving data;
- Union Digital Centre will preserve and update data on regular basis.

# Day 2

**Session Facilitation by Participants**

**Strategy for local level programme implementation**

**Programme management at local level**

## **Session-7**

### **Topic: Session Facilitation by Participants**

Time: 90 Minutes

#### **Sub-topics:**

- 7.1 Steps to be taken by the facilitator to conduct the session presentation
- 7.2 Concept of Social Security and social service
- 7.3 Lifecycle based programmes
- 7.4 Beneficiary selection procedures
- 7.5 Role of UP in implementing Social Security projects

#### **Objectives:**

At the end of the session the participants will be able to-

- ✓ acquire further skills in conducting subject based sessions in the training programmes organized for Union Parishad Chairmen, Members and Secretaries.

#### **Training Method:**

- ✓ Lecture/Discussion
- ✓ Question-answer
- ✓ Brainstorming
- ✓ Slide/poster presentation

#### **Session Conducting Process:**

Step-1

Time: 15 minutes

The facilitator will ask the participants to share their opinions about the techniques of conducting a session and things to do in this regard. Then s/he will give a presentation through slides/posters prepared earlier on steps to be followed by a facilitator for conducting a session.

## Step-2

Time: 60 minutes

The participants will facilitate on their select topic. All participants being divided in 4 groups for group facilitation and each group will facilitate the topic with 15 minutes.

## Step-3:

Time: 15 minutes

When facilitation is over the facilitator will ask the participants to share their overall opinions on group facilitation. After a brief discussion on the participants' opinion the facilitator will close the session.

## Lesson Guide

### 7.1 'Things to do' for the Facilitator in Conducting Session

#### Dos/Don'ts for the Facilitator

- Have clear perception of the topic of discussion;
- Speak in clear pronunciation;
- Use easy/simple language;
- Avoid anger/excitement;
- Be decent in dress and behaviour;
- Observe the set up and condition of the training room;
- Set your voice level according to the size of the room;
- Check training materials and equipment prior to the starting of training programme;
- Develop perception about the participants;
- Keep eye contact with the participants;
- Maintain face-to-face contact with your audience while talking;
- Always speak with a positive tone;
- Do not stop anyone from expressing his/her opinion;



- Accept new idea/information;
- Remain lively in discussion;
- Express appropriate body language;
- Try to stand in the middle of the participants while talking;
- Try to conduct session with everyone's active participation;
- Ask questions to the participants and encourage them to ask questions;
- Make your session lively by telling stories/sharing experiences;
- Do not discuss anything that may humiliate others;
- Try as much as possible to avoid political discussion;
- Do not discuss anything that is not relevant to the topic;
- Give exercise if time allows;
- Try to give relevant examples in your discussion;
- Do not speak in any regional dialect. However, some words from the dialect of the training region may be used along with the Standard words;
- Show respect to everyone while speaking;
- Do not laugh at anyone's expression during discussion/question;
- Give equal importance to everyone's opinion;
- Discuss with a mind to guide;
- Keep concentration and maintain mutual understanding;
- Remain aware of power and responsibility;
- Keep patience while talking and listening to others;
- Develop required skill for analyzing the subject of the training;
- Make your discussion neither too long nor too short.

## **Training Method**

- Single speech;
- Pair discussion;
- Group discussion;
- Report preparation;
- Exercise;
- Learning through problem solving;
- Cross group discussion;
- Learning through game;
- Experience sharing;
- Sharing opinion;
- Learning through application of intelligence;
- Learning through picture display;
- Learning through workshop;
- Learning by doing;
- Panel discussion.

## **Session-8**

### **Topic: Local Level Training Programme Implementation Strategy**

Time: 45 minutes

#### **Sub-topics:**

8.1 Local level training programme implementation policy

8.2 Local level training programme implementation strategy

#### **Objectives:**

At the end of the session the participants will be able to explain the subject and strategies of the training course on informing administrative procedure implemented by NILG at the field level for the elected UP members.

#### **Training Method:**

- ✓ Lecture/Discussion
- ✓ Question-answer
- ✓ Brainstorming
- ✓ Slide/poster presentation

#### **Session Conducting Process:**

Step-1:

Time: 30 minutes

The facilitator will give presentation through slides/poster prepared earlier on the subject and strategies of the training course on informing administrative procedure implemented by NILG at the field level for the elected UP members.

## **Session-9**

### **Topic: Local Level Training Programme Managing**

**Time: 45 minutes**

#### **Sub-topics:**

##### **9.1 Managing Local Level Training Programmes**

- a. Coordination of allocated fund for local level training programmes

#### **Objectives:**

At the end of the session the participants will be able to explain the management and dissemination of report of the training course on informing administrative procedure to be implemented by NILG at the field level for the elected UP representatives (Chairmen, members).

#### **Training Method:**

- ✓ Lecture/discussion
- ✓ Question-answer
- ✓ Brainstorming
- ✓ Slide/poster presentation

#### **Session Conducting Process:**

Step-1

Time: 45 minutes

The facilitator will give presentation through slides/posters prepared earlier on the management and dissemination of report of the training course on informing administrative procedure implemented by NILG at the field level for the elected UP representatives (Chairmen, members)

## **Final Session-10**

### **Course Evaluation and Closing**

Time: 30 minutes

#### **Objectives:**

- ✓ Conducting post- training evaluation of the training course by the participants;
- ✓ Issuing certificate of participation to the partisans;
- ✓ Conducting the closing session of the training course.

## Handouts and Training Course Schedule for Elected Representatives of Union Parishad



## Social Security Programme Implementation at Union Parishad

**Participants: Elected Representatives of Union Parishad**  
**Session Operations Plan**

Session Number and Session Title	Session Objectives	Discussion Topics of the Session	Time Distribution	Total Time
Session-1: Social Security programmes and the Lifecycle based Social Security	At the end of the session the participants will be able to –	1.1 Concept of Social Security; Social Security and social service.	10 minutes	1 hour
	✓ Demonstrate understanding of Social Security, and analyse the concept of Social Security and social service;	1.2 Present condition of the implementation of Social Security programmes; Social security programmes that involve Union Parishad for implementation and the rules of implementation of those programmes.	20 minutes	
	✓ Give presentation on those Social Security programmes that involve Union Parishad for implementation, and explain the implementation procedure of those programmes;	1.3 Identifying lifecycle based Social Security programmes	30 minutes	

Session Number and Session Title	Session Objectives	Discussion Topics of the Session	Time Distribution	Total Time
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Talk about Social Security programmes in the light of lifecycle.</li> </ul>			
Session-2: Correct Procedure of Beneficiary Selection for Successful Implementation of Social Security Programmes	<p>At the end of the session the participants will be able to-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Explain beneficiary selection procedure in Social Security Programmes;</li> <li>✓ Explain and analyse beneficiary selection procedure of Social Security programmes by reviewing the case of a successful</li> </ul>	<p>2.1 The current context of beneficiary selection in the light of National Social Security Strategy</p> <p>2.2 Beneficiary selection procedure of a successful programme and case study.</p> <p>2.3 Importance of committee formation, implementati</p>	<p>10 minutes</p> <p>30 minutes</p> <p>10 minutes</p>	1 hour



Session Number and Session Title	Session Objectives	Discussion Topics of the Session	Time Distribution	Total Time
	<p>Social Safety Security programme;</p> <p>✓ Explain the methods and procedures of monitoring and reporting.</p>	<p>on, monitoring and reporting in order to ensure transparency and accountability of a programme</p>		
Session-3: Role of Union Parishad in Developing the Living Standard and Skills of the Beneficiaries	<p>At the end of the session the participants will be able to-</p> <p>✓ Explain and analyse the role of Union Parishad in helping the beneficiaries of Social Security programmes maintain a normal lifestyle;</p> <p>✓ Describe the procedure and necessity of collecting data related to the socio-</p>	<p>3.1 Role of Union Parishad in implementing Social Safety Security programmes and improving the living standard and skills of the beneficiaries</p> <p>6.1 3.2 Collection, preservation and management of data related to the beneficiaries</p>	<p>40 minutes</p> <p>20 minutes</p>	1hour

Session Number and Session Title	Session Objectives	Discussion Topics of the Session	Time Distribution	Total Time
	economic condition of the beneficiaries, especially data related to their conditions before and after Social Security programmes.			

# **Role of Union Parishad in Implementing Social Security Programmes**

**Participants: Union Parishad Chairmen and Members**

## **Lesson Guide and Handout**

### **Session-1: Social Security Programmes, National Social Security Strategy and its Development Context**

#### **1.1 The Concept of Social Security; Social Security and Social Service**

##### **Social Security**

Usually Social Security refers to various those formal and informal initiatives which are taken with a view to mitigating poverty, socio-economic risks and deprivation of people and, above all, ensuring equity based development. However, there are differences among various counties and agencies in terms of their approaches to defining Social Security. In Bangladesh social allowances, food security, human resources development and employment generation related programmes are considered Social Security programmes.

##### **Social Service**

There are different types of needs in a society. That means one needs various services to live in a society. Services like drinking water facility, healthcare facility, sanitation facility, education facility; communication facility, and others keep the day to day living of people going on. The standard or need of these facilities or services increases with the economic growth of a household or society. In order to ensure the development of

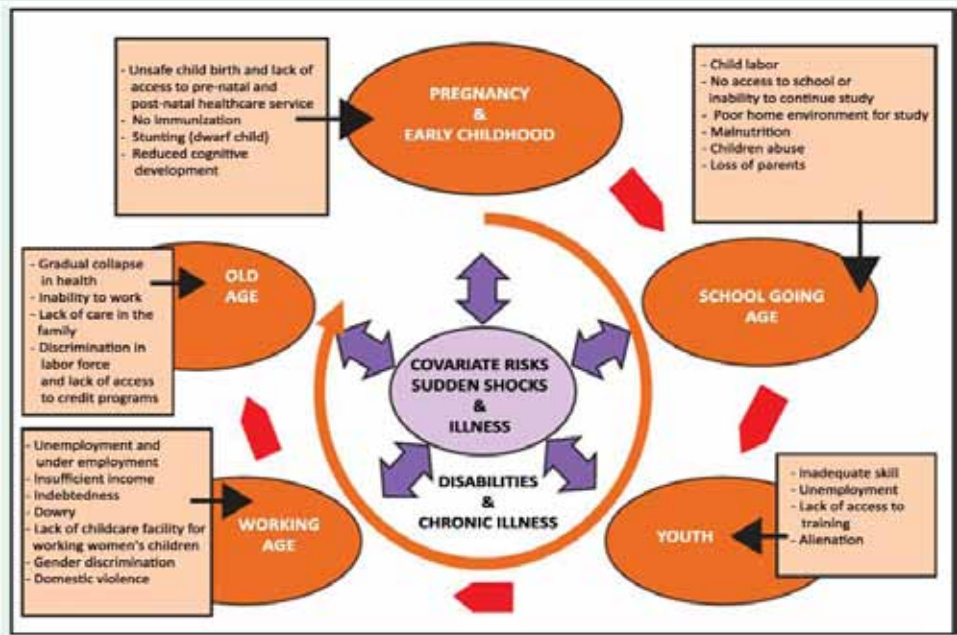
living conditions of people such services are provided by the national government, local government institutions and non-government agencies that provide services commercially. Social service activities have been initiated since the beginning of the human civilization. Social services are very much essential for social life.

Social Security system is a part of social service. Social Security system provides the minimal support to the vulnerable households and socially excluded people to save their lives. On the other hand, social service refers to the provision of various facilities for maintaining wider standard of life. Education and healthcare systems fall within the purview of social service.

Social Security is such a system which supports the living of the poor and vulnerable people and reduces the income gap between the privileged and deprived classes of the society. An analysis of the Social Security concept is as follows:

- supports provided by the Government to develop the living standard of the poor and the vulnerable;
- is one of the instruments of poverty alleviation;
- reduces the economic discrimination in the society;
- helps reduce the financial gap between the rich and the ultra-poor;
- creates new economic opportunity for poor households;
- creates opportunity for investing in education, health or income generating activities;
- ensures overall development of the low income people of the country;
- strengthens family bonds;
- works as insurance policy in facing vulnerability to poverty;
- involves the low income people of the country in the overall development of the country;
- plays a supporting role in increasing the efficiency of the Government and public support.

# Lifecycle Based Risks



## Programmes under Lifecycle Based Social Security System:

Programme-Type of Beneficiaries	
1. Programmes for Children (<1-4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maternal, child and Reproductive healthcare</li> <li>- Community Healthcare Initiative</li> </ul>
2. Programmes for School Going Children	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stipend for Primary Education</li> <li>- Stipend for Secondary Education</li> <li>- Primary School Tiffin Programme</li> <li>- Programme for Orphans</li> </ul>

<b>Programme-Type of Beneficiaries</b>
<p>3.a) Programmes for Working Age Group (19-59 years)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Economic Empowerment of the Poor</li> <li>- Food Assistance for Chittagong Hill Tracts</li> <li>- Employment Generation Programme for the Poorest</li> <li>- Food for Work</li> <li>- Social Development Foundation</li> <li>- Rural Employment and Road Maintenance Programme</li> <li>- One House One Farm</li> <li>- Ashrayon-2 Project</li> </ul>
<p>3. b) Programmes for Women (19-59 years)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vulnerable Group Development (VGD)</li> <li>- Widowed, Deserted and Destitute Women Allowance</li> <li>- Maternal Health Voucher Scheme (MHVS)</li> </ul>
<p>4. Comprehensive Pension System for Aged People</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Old Age Allowance</li> <li>- Residence for Landless and Insolvent Freedom Fighters</li> <li>- Honorarium for Freedom Fighters</li> <li>- Pension for Retired Government Employees</li> </ul>
<p>5. Programmes for People with Disability Allowance for Insolvent People with Disabilities</p>
<b>Consolidation of Risk Mitigation Related Social Protection Programmes</b>
<p>6. Strengthening Programmes for the Management of Covariate Risks</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vulnerable Group Feeding (VGF)</li> <li>- Test Relief (TR)</li> <li>- Gratuitous Relief (GR)</li> <li>- Open Market Sales (OMS)</li> </ul>
<b>Small Scale and Special Programmes</b>
<p>7. Special Innovative Programmes</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Concerned line ministries will develop the outline of special programmes to address the emerging risks</li> <li>- Freedom Fighter Allowance Programme</li> <li>- Programmes for indigenous/small ethnic groups, hermaphrodites, tea estate workers, and various deprived and marginalized groups of people including HIV victims</li> </ul>

## **Lesson Guide and Handout**

### **Session-2: Appropriate Beneficiary Selection Procedure and Monitoring & Reporting for Successful Implementation of Social Security Programmes**

#### **Poverty Situation and Type of Beneficiaries in Bangladesh in the Light of Lifecycle Structure:**

- Pregnancy and early childhood
- School going age
- Young Population
- Working age population
- Disability
- Old age

#### **Beneficiary Selection Procedures**

With regard to the functions of the ward meeting, Local Government (Union Parishad) Act, 2009, Section 6, Sub-section 1(C) states that the final priority list of the beneficiaries of various government programmes shall be prepared based on various indicators and handed over to Union Parishad for providing benefit to the selected beneficiaries.

In providing benefits to the beneficiaries, programmes shall work in close coordination with other local government institutions including Union Parishad. Local Government institutions shall work as an important instrument to provide support in identifying potential beneficiaries, managing conflict, monitoring and evaluation of Social Security programmes. In this case, Union Parishad shall take necessary measures to select beneficiaries of Social Security programmes following the required procedures. Usually, Union Parishad plays important role in selecting beneficiaries and transferring the benefits of Social Security programmes.

The present Social Security system in Bangladesh is quite complicated which is constituted of a large number of programmes. Under the Social Security system at present there are 142 (FY2106-17) programmes which

are being implemented by 23 or more ministries/divisions. Every programme has its own procedures of beneficiary selection which may vary to some extent from those of other programmes. The beneficiary selection procedures are published by the concerned ministries/divisions.

In transferring allowances under various Social Security Programmes Union Parishad, for example, can play the following roles:

- Most of the key Social Security programmes are implemented by Union Parishad;
- The primary selection of beneficiary is done by Union Parishad;
- Union Parishad provides all types of support in transferring benefits of Social Security programmes to the beneficiaries;
- Union Parishad works as a linking agent between the beneficiaries and the service providers;
- Union Parishad provides all types of information related to beneficiaries;
- Union Parishad provides assistance to beneficiaries in case they face any difficulty in getting the benefit of Social Security programmes.

### **Monitoring of Individual Programmes**

The objective of individual programmes-wise monitoring in National Social Security Strategy will be to collect and preserve data against the performance indicators. The indicators include:

- Number of clients served
- Number of benefits paid
- Average benefit per recipient
- Actual benefit value as percentage of household income or per capita income

### **Monitoring of the Immediate Impacts to Ensure the Transparency and Accountability of Programmes under a Project**

Monitoring means ensuring that programmes are implemented as per their plans. The systematic monitoring of Social Security programmes is as follow:



- Identifying the elements of impediments to and criteria for implementing programme;
- Observing the aims, procedures of implementation and compliance with the guidelines for implementation of a program in order ensure maximum success at every level of a program.
- Reviewing the progress of implementation regularly, identifying faults and lapses and taking corrective measures accordingly.

### **Things to be Considered in Monitoring:**

It is essential to ensure ongoing monitoring in the implementation of National Social Security Strategy in order to ensure the improvement in the service rendering system, recording results, informing the policy makers about the effectiveness of alternative means, and maintaining consistent continuation and expansion of programmes. When and how monitoring will be conducted must be specified. Result based monitoring programme will be divided into three parts:

1. Monitoring the appropriateness of beneficiary selection;
2. Monitoring the identification of problems and the means of solution during the implementation of programme;
3. Monitoring the verification of Socio-economic condition of the beneficiaries in the post-implementation phase.

It is also essential to ensure the monitoring of the activities of the committees formed for the implementation of a programme like committee meetings, proceedings and decisions of meetings etc.

### **Reporting**

The next step after monitoring is reporting, i.e. preparing report and sending it to concerned office/agency. Reporting can be monthly, quarterly, half-yearly or yearly basis. In government and non-government agencies various types of reports are prepared and sent to the management/authority for information and necessary action. It is necessary to regularly update about the activities under the Social Security

programmes implemented by Union Parishad, prepare monthly quarterly/half-yearly/yearly reports send them as per the requirement of the proper authority. Reporting gives perception on the consistency, progress, problems and faults related to programme implementation, appropriateness of programmes, financial involvement, and involvement of all stakeholders, and overall management of programme implementation.

### **Things to be Considered in Reporting:**

1. Reporting time/deadline
2. Programme-wise type of beneficiaries or benefit recipients
3. Programme-wise type of benefit provided during the reporting phase
4. Financial statement-
  - (a) Programme-wise financial involvement
  - (b) Operational cost
  - (c) Other expenditure, if any
5. Institutional affairs-
  - (a) Number of staff members related to the concerned programme
  - (b) Description of training/informing course
  - (c) Description of the nature of involvement of Union Parishad
6. Activities of the Committees-
  - (a) Program-wise meeting
  - (b) Important decisions
7. Programme

## **Lesson Guide and Handout**

### **Session-3: Role of Union Parishad in Improving the Living Standard and Skills of beneficiaries**

#### **Role of Union Parishad in Implementing Social Security Programme**

Union Parishad is a recognized local level service oriented institution that remains closest to people. It is easier to identify the vulnerable groups of poor people at local level with the help of Union Parishad. The key functions of Union Parishad according to Section 47 of Local Government (Union Parishad) Act, 2009 are as follows:

- 1) Administrative and establishment affairs
- 2) Maintenance of public discipline
- 3) Providing public welfare activities related services
- 4) Planning and implementation of local level economic and social development

The second schedule of Union Parishad Act states 39 functions of Union Parishad based on the key functions stated above. Among those functions (39), like serial number 8 states the functions related to domestic conflict like functions related to women and children affairs, and serial number 31 states functions related to preparing the list of widows, orphans, poor and destitute people and providing support to them.

In accordance with Section 44 of Union Parishad Act, it is stated that all proceedings of the Parishad shall be carried out within the purview of the rules and following the procedures as defined by the Rules, i.e. by the Chairman and the members in the meeting of the Parishad or in the meeting of the concerned Standing Committee. Under Section 45 of Union Parishad Act, there is provision of forming 13 standing committees. One of the important committees is Social Welfare and Disaster Management Committee. The activities that fall within the jurisdiction of the committee and its procedure are as follows:

- Monitoring the implementation of various projects undertaken taken by the Government under Social Security programme for the welfare of aged people, widows, people with disability and freedom fighters within the boundary of the concerned Union Parishad;
- Assisting the Parishad in building Social Safety Net in the union;

- Making the best use of local resources and giving recommendation for necessary measure to organize poor and deprived people the socio-economic and human resources development under various projects;
- Overseeing the development activities of various local level voluntary and social welfare organizations and sending recommendations to Union Parishad for the measures to be taken for the involvement of local people to accelerate mobility of those activities;
- Taking measures to prevent violence against women and children, child marriage and dowry, develop social prevention against sexual harassment of women through publicity by involving the teachers of local schools, colleges and madrasas, imams of local mosques and the priests of local temples;
- Any other activity prioritized by the Committee from local perspective and in the light of local needs;
- Carrying out any other responsibility assigned by Union Parishad and the Government.

**Things to be considered by Union Parishad in operating Social Security system effectively and improving the living standard and skills of beneficiaries are as follow:**

- Establishing simplified institutional system in order to assist the planning, implementation, monitoring and evaluation process of Social Security programmes;
- Providing effective service by enhancing professionalism and skills of concerned local social workers in operations and implementation of Social Security Programmes;
- Identifying appropriate beneficiaries;

- Strengthening data collection and preservation system for the preparation of effective implementation plan;
- Taking measures to ensure the inclusion of most vulnerable households/people within the coverage of programmes;
- Ensuring transparency and accountability in beneficiary selection and transfer of promised benefits/services.

### **Role of Union Parishad in Rendering Service**

- Preservation of database related to the beneficiaries of all types of Social Security programmes;
- Putting maximum emphasis on selecting appropriate beneficiary;
- Replacing inappropriate beneficiaries by appropriate ones as per the rules if the earlier selection is found incorrect;
- Preparing list of people that need Social Security;
- Collecting and updating financial and social data on beneficiaries every year;
- Maintaining close liaison with service providing government offices;
- Cooperating with government offices for rendering quality service.

### **Collection, Preservation and Maintenance of Data on Beneficiaries**

The current age is the age of information technology. The richer the database of a country is and the more skilfully it can use it database, the more powerful it is. The world is now divided into two parts – one is closely connected to information technology, and the other is deprived of this facility. As result, one kind of digital division is created. It is essential to make the empowerment of rural people and activities for their development information based. In this regard, Section 78, 79 and 80 of Local Government Act (Union Parishad), 2009 provides guidelines on access to information, dissemination of information and use of

information. That means there is provision of proper utilization of information for socio-economic development.

## **Use of Information Technology**

There are 4 key features of information technology:

1. Effective and two-way communication
2. All time access to service
3. Low cost communication
4. Based on geographical boundary

Union Parishads under Upazilas, service provider agencies, nation building organizations, handed over divisions and those which are not handed over yet can contribute substantially to the overall economic development and various other development activities as well as provide service to the people of the concerned areas by ensuring free flow of information. They can inform the policy makers about the needs of the common people and their own plans for developing their living standard.

It is very essential to collect, compile, preserve, update and use information in various types of activities of Union Parishad. At present every Union Parishad has a digital centre which can be utilized to collect, update, permute, analyse and use data.

### **Following matters need to be considered in collecting, preserving and managing data:**

- Union Parishad will have to collect data related to ward-wise poor people.
- Collected data of a year must be updated at least once in a quarter.
- Lifecycle based data must be arranged in different parts according to the stages of lifecycle.

- For collecting data of the whole union the digital centre of that concerned union must be used.
- In case of household survey, information must be collected on age, physical fitness/disability of every member of a household must be collected.
- Description of the financial condition of each household e.g. poor, ultra-poor etc. must be recorded.
- Information about the income source of the members of each household must be collected.
- Whether any member of the household was selected as beneficiary of any Social Security programmes earlier, and if selected, type of programme, year etc. must be recorded and preserved.

### **Important Aspects of Data Collection**

- Preserving and regularly updating information about the weather and climate, environment, description of the activities of the people of the concerned locality;
- Preserving data on the overall condition of the lifecycle of the population of the concerned locality like condition of child in mother's womb, living standard of the aged population etc.
- Preserving and updating data on the ultra-poor, landless people, people with various types of disability, physical inability, intellectual disability;
- Union Parishad will maintain separate register for preserving data;
- Union Digital Centre will preserve and update data on regular basis.

# **Role of Union Parishad in Implementing Social Security Programmes**

**Participants: Upazila Resource Team Members**

## **Pre-Training/Post-Training Evaluation**

**Full Marks: 50**

**Time: 20 minutes**

1. What do you mean by 'Social Security' and 'Social Service' programmes? Differentiate between Social Security and Social Service.
2. Discuss in brief the context in which the Government undertook Social Security programme.
3. Which Social Security programmes are being implemented under the Ministry of Social Welfare?
4. Out of 13 standing committees of Union Parishad which committees are supposed to implement Social Security programmes?
5. Mention the stages of lifecycle based on age.
6. Write down names of 5 lifecycle based programmes.
7. Write down the names of beneficiaries against the following programmes:
  - a) VGD Programme
  - b) Old Age Allowance
  - c) Widow Allowance
  - d) Disability Allowance
8. Mention 3 elements of transparency and accountability.
9. Mention 3 indicators of monitoring.
10. Which local and national institutions can play important role in implementing Social Security programmes?



### **Module Review and Approval Committee:**

- |    |  |                      |
|----|--|----------------------|
| 1. | Bijoy Battacharjee, Additional Secretary (Coordination),<br>Cabinet Division                   | -Convener            |
| 2. | Md. Enamul Quader Khan, Joint Secretary (UP), Local<br>Government Division                     | -Member              |
| 3. | Md. Golam Yahya, Director (Training and Consultation),<br>NILG                                 | -Member              |
| 4. | Md. Kamal Majumder, Deputy Secretary, Ministry of Social<br>Welfare                            | -Member              |
| 5. | Faizul Islam, Deputy Chief, GED & NDP, SSPS Programme  | -Member              |
| 6. | Md. Ashfaul Amin Mukut, Senior Assistant Secretary,<br>Cabinet Division & DNPd, SSPS Programme | -Member<br>Secretary |



# **Training of Trainers (ToT) Module**

## **Social Security Programme Implementation at Union Parishad**

**National Institute of Local Government (NILG)**

29 Agargaon, Sher-E-Banglanagar, Dhaka-1207

and

**Social Security Policy Support (SSPS) Programme**

**Cabinet Division and General Economics Division, Planning**

**Commission**

**Government of the People's Republic of Bangladesh**

